কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম

LIBRARY
No. 1/45
Ashram
BANARAS

1/215

বেদ শ্রীঃ

বা

ঋগ্বেদীয় স্তবমালা

PRESENTED

LIBRARY
No. 1/48
BANARAS

শ্রীহরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।

। হরি ওঁ।

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

PRESENTED

Library Acc. No. 1/48
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

PRESENTED

রাজ্যপাল সরকার

বেদ শ্রীঃ

LIBRARY
No. 114
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

PRESENTED

ওঁ

বেদ শ্রীঃ

বা

ঋগ্বেদীয় স্তবমালা

1/49

শ্রীহরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য বি. এস্-সি., বি. টি.
কর্তৃক সঙ্কলিত

LIBRARY
No.....
Shri Shri ... Dayee Ashram
BANARAS.

১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

: পরিবেশক :

॥ বাণী প্রকাশনী ॥

৩০, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

৫।১৬, দমদম রোড, কলিকাতা-৩০ হইতে
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত

শ্রীব্রজরাজনন্দন বসাক কর্তৃক সীতানাথ আদর্শ প্রেস
৪২বি, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে
মুদ্রিত

১।৫৪

উৎসর্গ

যিনি আকৈশোর বিষয়-বৈরাগ্যভাবাপন্ন ছিলেন এমন কি তপস্যার জন্য একবার চন্দ্রনাথ তীর্থে গৈরিক বসন পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন ;

যিনি জীবনের শেষ সতর বৎসর মহাযাত্রা করিয়া ৺কাশীধামে যাইয়া সেখানে চতুষ্পাঠী স্থাপন করতঃ সুনামের সহিত অধ্যাপনা করেন ;

যিনি কাশীতে বুন্দিয়ার রাজা রামসিংহের দরবারে একটি উৎসবে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ অবজ্ঞাত হইলে একটি রাজ-প্রশস্তিপূর্ণ ছত্রবন্ধ কবিতা লইয়া অদম্য সাহসে রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া গভীর পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে বাঙ্গালী পণ্ডিতগণের জন্য নিমন্ত্রণ সংগ্রহ করেন ;

যিনি সমস্ত শাস্ত্রে সমভাবে ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও যাঁহার গবেষণাপ্রীতি ছিল গভীর ;

যিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্যপদেশে আমরণ শাস্ত্রচর্চা করিয়া গিয়াছেন ;

যিনি ঊনপঞ্চাশৎ বর্ষ বয়সে ১২৭৮ বঙ্গাব্দে শিবচতুর্দশীর রাত্রে উপবাস করতঃ চারি প্রহরে বিশ্বনাথের পূজা করিয়া শেষ পূজার অন্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ৺বিশ্বনাথের চরণে লীন হইয়াছেন—

সেই ত্যাগী ও পরম ইষ্টনিষ্ঠ মহাপুরুষ

পিতামহ স্বর্গীয় রামকিঙ্কর বিদ্যারত্ন মহাশয়ের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

এই বেদ শ্রীঃ গ্রন্থখানি তদীয় অযোগ্য পৌত্র শ্রীহরেন্দ্রকুমার কর্তৃক দীন অর্ঘ্যরূপে উৎসর্গীকৃত হইল।

শ্রীহরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

1/48

PRESENTED

॥ ওঁ নমো গণেশায় ॥

সূচীপত্র

বিষয়	ঋষি	বেদসূক্ত সংখ্যা	মন্ত্র সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
প্রথম পুঞ্জ	**দেব স্তুতি**			
(১) অগ্নি সূক্ত	মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র	১।১	৯	৩
(২) বিশ্ববারা সূক্ত	বিশ্বাবারা আত্রেয়ী	৫।২৮	৬	৭
(৩) ইন্দ্র সূক্ত	গৃহসমদ শৌনক	২।১২	১০	৯
(৪) বরুণ সূক্ত	বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণ	৭।৮৯	৫	১১
(৫) সারস্বত সূক্ত	ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য	৬।৬১	১১	১৩
(৬) সূর্য সূক্ত	কুৎস আঙ্গিরস	১।১১৫	৬	১৫
(৭) উষা সূক্ত	ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য	৬।১১৫	৬	১৭
(৮) ঘোষা সূক্ত	ঘোষা কাক্ষীবতী	১০।৩৯	৮	১৯
(৯) সোম সূক্ত	হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস	৯।৪	১০	২১
(১০) বিষ্ণু সূক্ত	মেধাতিথি-কাণ্ব	১।২২	৬	২৩
দ্বিতীয় পুঞ্জ	**যজ্ঞ**			
(১১) যজ্ঞ সূক্ত	মনু বৈবস্বত	৮।৩১	৮	২৫
(১২) জল সূক্ত	সিন্ধুদ্বীপ আম্বরীষ	১০।৯	৯	২৭
(১৩) দান সূক্ত	ভিক্ষু আঙ্গিরস	১০।১১৭	৯	২৯
(১৪) স্বর্গ সূক্ত	কাশ্যপ মারীচ	৯।১১৩	৫	৩১
তৃতীয় পুঞ্জ	**জীবন**			
(১৫) কৃষি সূক্ত	বামদেব গৌতম	৪।৫৭	৮	৩৩
(১৬) সূর্যা সূক্ত	সূর্যা সাবিত্রী	১০।৮৫	১৫	৩৫

বিষয়	ঋষি	বেদসূক্ত সংখ্যা	মন্ত্র সংখ্যা	পত্রাঙ্ক
(১৭) বিশ্বামিত্র সূক্ত (সুখের সংসার)	বিশ্বামিত্র গাথিন	৩।৫৩	৬	৩৯
(১৮) অক্ষ সূক্ত (দুঃখের সংসার)	কবষ ঐলুশ	১০।৩৪	১৪	৪১
(১৯) শ্মশান অগ্নি সূক্ত	দমন যামায়ন	১০।১৬	১৩	৪৫
(২০) যম সূক্ত	কুমার যামায়ন	১০।১৩৫	৭	৪৯
চতুর্থ পুঞ্জ	**জগৎ সৃষ্টি**			
(২১) নাসদীয় সূক্ত (প্রাক্ সৃষ্টি)	প্রজাপতি	১০।১২৯	৭	৫১
(২২) হিরণ্যগর্ভ সূক্ত (জগৎ সৃষ্টি)	হিরণ্যগর্ভ	১০।১২১	১০	৫৩
(২৩) পুরুষ সূক্ত (পুরুষে জগৎদৃষ্টি)	নারায়ণ	১০।৯০	১৬	৫৭
পঞ্চম পুঞ্জ	**জ্ঞান ও শান্তি**			
(২৪) দেবী সূক্ত	বাক্ আভৃণী	১০।১২৫	৮	৬১
(২৫) মধুবিদ্যা সূক্ত	গৌতম রাহুগণ	১।৯০	৪	৬৩
(২৬) ব্রহ্মজ্ঞান সূক্ত	বৃহস্পতি	১০।৭১	১১	৬৫
(২৭) সৌভ্রাত্র সূক্ত	সংবনন আঙ্গিরস	১০।১৯১	৪	৬৯
(২৮) শান্তি সূক্ত	বামদেব, গোতম ও বশিষ্ঠ	৪।৩১।১-৩ ; ১।৮৯।৬-৮	৫	৭১

স্তুতি—২৮ ঋষি—২৫ ঋক্—২৩৬

পরিশিষ্ট (ক)

পুরুষ সূক্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ৭২

পরিশিষ্ট (খ)

কতকগুলি বৈদিক শব্দের ব্যাখ্যা ৭৯

LIBRARY
No. .....
Sri Sri Anandamayee Ashram
BANARAS

ওঁ নমো গণেশায়

সঙ্কলয়িতার নিবেদন

বেদ হিন্দু মাত্রেরই পরম শ্রদ্ধার বস্তু। তন্মধ্যে ঋগ্বেদ খানার আবার নানাদিক দিয়া গুরুত্ব রহিয়াছে; কারণ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বহু কিছু উপাদান এই গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় ঋগ্বেদ কি ও তাহাতে কি আছে তাহা জানিতে ইচ্ছুক। কিন্তু তাহাদের আকাঙ্ক্ষা নিবারণ এক কঠিন ব্যাপার। মূল ঋগ্বেদখানায় দশ হাজারেরও বেশী মন্ত্র রহিয়াছে, তাহা পড়িয়া ও তাহাদের অর্থ গ্রহণ করিয়া ঋগ্বেদের জ্ঞান অর্জন অতি অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে।

তারপর ঋক্ মন্ত্রের বিষয়-বস্তু এমনি একঘেয়ে যে কয়েক পাতা পড়ার পর নিতান্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া কেহই ধৈর্যের সহিত অগ্রসর হইতে পারিবেন না; পরন্তু সর্ব-সাধারণের জানিবার বহু বিষয়-বস্তুই এখানে এমনিভাবে ছড়ানো রহিয়াছে যে তাহা একত্র সংগৃহীত করিয়া দেখাইলে পাঠকের পড়িতে কষ্ট হইবে না বরং তাহাতে তাহার নির্মল আনন্দই হইবে। ব্যক্তি সমাজ এই উদ্দেশ্যেও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কারণ ঋগ্বেদীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধে বই লেখা হইয়াছে, এবং তাহাতে ঋগ্বেদের সময়ের সমাজ, ইতিহাস ইত্যাদি জানার সুযোগ রহিয়াছে, কিন্তু এই প্রণালীতেও ঋগ্বেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচিতির সুবিধা নাই।

বৈদিক ধর্মে প্রত্যেকের একটি দৈনন্দিন বাধ্যতা-মূলক কার্য-তালিকা রহিয়াছে। প্রতি গৃহীকে পাঁচটি কাজ প্রত্যহ করিতে হইবে। এই কাজগুলি সহজ হইলেও শাস্ত্রে তাহাদিগকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলা হইয়াছে। শাস্ত্র বলে যজ্ঞ করিলে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এক এক মহাযজ্ঞের ফল অনন্ত। সুতরাং যে এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে ভক্তিপূর্ণ মনে নিত্যসম্পাদন

করে তাহার মোক্ষ প্রাপ্তি অনিবার্য হইবে। এই পাঁচ মহাযজ্ঞ হইল—দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ। এইগুলি সম্পাদনের নিয়মিত পদ্ধতি রহিয়াছে। কিন্তু এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ দ্বারা মূলতঃ পাঁচটি দায়িত্ব সূচিত হয়। দেবযজ্ঞ অর্থে দেবতার কাছে প্রার্থনা ও দেবোদ্দেশে বস্তু ত্যাগ (বা উৎসর্গ); ভূতযজ্ঞ অর্থে পশু-পক্ষী প্রভৃতির জন্য খাদ্য আহরণ ও দান; পিতৃযজ্ঞ অর্থে স্নানকালে পিতৃগণের উদ্দেশে জল তর্পণ বা জলাঞ্জলিদান; নৃযজ্ঞ অর্থে ভিক্ষুককে ভিক্ষা ও অভ্যাগতের অতিথি সৎকার; এবং ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থে শাস্ত্র অধ্যয়ন বুঝাইয়া থাকে। এই সব উপযুক্ত বিধান মত সম্পাদনে বিশেষ ফল হইবে সন্দেহ নাই। তবে এসব প্রথার গোড়ার কথা ভাবিলে দেখা যায় এগুলি সমাজস্থিতির জন্য পরিকল্পিত ব্যক্তির অপরিহার্য কর্তব্য।

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্রহ্মযজ্ঞ দ্বারা বেদ পুরাণ ইতিহাস প্রভৃতি অধ্যয়ন বুঝায়। মহাভারতের অংশ হিসাবে গীতা অনেকেই নিত্য পাঠ করেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণাংশ চণ্ডীর বা শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের অংশ বিশেষ পাঠও অনেকেই নিত্য করিয়া থাকেন। কিন্তু সময়ের অভাবে অনেকের পক্ষেই এইগুলির আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন হয়ত সম্ভব নয়, এজন্য সপ্ত শ্লোকী গীতা, এক বা চতুঃশ্লোকী ভাগবত, একশ্লোকী মহাভারত ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত পাঠ্য বিধান করা হইয়াছে বলিয়া যে কেহ এই সব গ্রন্থ অধ্যয়নের ফল লাভ করিতে পারেন।

বেদ পাঠেরও অতি সংক্ষিপ্ত সূচী হিসাবে ঋক্-যজু ও সাম বেদের প্রথম মন্ত্র ও অথর্ব্ব বেদের প্রথম খণ্ডের একটি শ্লোক, একুনে এই চারিটি শ্লোক পাঠের অতি সংক্ষিপ্ত এক বিধান রহিয়াছে, দীর্ঘতর আর কোন বিধান আছে কিনা জানি না। তবে অধিকতর মন্ত্রের নিত্য পাঠ দ্বারা অধিকতর ফল লাভের যে সম্ভাবনা আছে তাহা বলাই বাহুল্য।

ঋগ্বেদে প্রতি দেবতার সুন্দর সুন্দর বহু স্তোত্র আছে। এগুলি পাঠে যেমন আনন্দ হয়, অর্থবোধ সহ পড়িলে তাহা দ্বারা ততোধিক তৃপ্তি আসে। সুতরাং ঋগ্বেদের শুধু আদি মন্ত্রের পরিবর্তে সুনির্বাচিত কতকগুলি প্রসিদ্ধ

।।৫৪

স্তোত্র অর্থবোধ-সহ পাঠ করিতে পারিলে অনেকে যে সুখী হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার বেশ কয়েকটি স্তব একত্র পাইলে ঋগ্বেদের বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে পাঠকের বেশ একটা স্পষ্ট ধারণাও জন্মিতে পারিবে।

এই সব বিবেচনায় আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে ঋগ্বেদের বিভিন্ন দেবতা ঋষি ও প্রধান প্রধান আলোচ্য বিষয়ের উপর কতকগুলি বিখ্যাত স্তোত্র যদি এমনি ভাবে সাজান যায় যে তাহা হইতে পাঠক ঋগ্বেদ সম্বন্ধে একটু দিগ্‌দর্শন লাভ করিতে পারেন; তাহা হইলে ইহা দ্বারা আর একটি সাধু উদ্দেশ্য ও সাধিত হইবে যে ভক্তিমান পাঠকগণের গীতা চণ্ডী প্রভৃতির ন্যায়, নিত্য ঋগ্বেদ পাঠের সুযোগও পাইবেন। তাহাতে যেমন অনেকেই ঋক্ মন্ত্রের ভাষা, বিষয়-বস্তু ও বিরাটত্বের সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করিবেন তেমনি নিত্য পাঠের ফলও পাইবেন।

এই সংক্ষিপ্ত ঋগ্বেদে এমনি কতকগুলি স্তোত্র নির্বাচন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহার সংখ্যা অষ্টাবিংশতি। কারণ ইহা একটি জপ, নাম ও দানে গৃহীত সংখ্যা। স্তোত্রগুলি নির্বাচনে আমার চিন্তাধারা কিভাবে কাজ করিয়াছে সে সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলা উচিত হইবে।

(১) এইগুলিতে সর্ব-সাধারণের পরিচিত দেবতাদের সরল, প্রসিদ্ধ ও নাতিদীর্ঘ স্তবই নির্বাচন করিয়াছি।

(২) বিভিন্ন ছন্দের স্তোত্র দিয়াছি যেন জিজ্ঞাসু পাঠকের সুবিধা হয়।

(৩) ঋষি-সংখ্যা ঋগ্বেদে চারিশতেরও বেশী। সুতরাং ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, স্ত্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে ঋষিদের রচিত স্তোত্র ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

(৪) এই সংক্ষিপ্তসারে যথাসম্ভব প্রসিদ্ধ স্তোত্রগুলিই উদ্ধার করিয়াছি।

(৫) সমস্ত বিষয় বিবেচনায় নিম্নোক্ত পাঁচটি পুঞ্জে স্তোত্রগুলি গাঁথিয়াছি :—

(ক) দেব স্তুতি, (খ) যজ্ঞ, (গ) জীবন, (ঘ) জগৎ এবং (ঙ) জ্ঞান।

প্রথম দেব স্তুতি পুঞ্জ তাহাতে দশটি স্তুতি নিয়াছি। বিভিন্ন দেবের উদ্দেশ্যে। ইহাতে অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, সরস্বতী, সূর্য, উষা, অশ্বি, সোম ও বিষ্ণুর স্তোত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয় পুঞ্জে চারিটি স্তুতি নিয়াছি, স্তবের হেতু ভূত যজ্ঞের উদ্দেশ্যে—যথা—যজ্ঞ, জল, দান ও স্বর্গ বিষয়ে।

তৃতীয় পুঞ্জে জীবন সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিষয়ের উপর ছয়টি স্তুতি আছে যথা—কৃষি, বিবাহ, ইন্দ্র (সুখের সংসার), অক্ষ (দুঃখের সংসার) শ্মশান অগ্নি এবং যম সম্বন্ধে।

চতুর্থ পুঞ্জের তিনটি স্তুতি জগতের তিন অবস্থা বর্ণনা করে যথা,—প্রাক্‌সৃষ্টি (নাসদীয় সূক্ত), প্রজাপতির জগৎ সৃজন (হিরণ্যগর্ভ সূক্ত) এবং বিরাট পুরুষে জগৎ দৃষ্টি (পুরুষ সূক্ত)।

পঞ্চম পুঞ্জে রহিয়াছে (১) তিনটি জ্ঞান সূক্ত, যথা দেবী সূক্ত, মধু বিদ্যাসূক্ত ও জ্ঞান সূক্ত এবং (২) দুইটি শান্তিকামী সূক্ত—সৌভ্রাত্র সূক্ত (ঋগ্বেদের শেষ সূক্ত) এবং সর্ব কার্যান্তে পাঠ্য শান্তি মন্ত্র।

এই গেল স্তোত্র নির্বাচনের কথা, এখন অনুবাদ সম্বন্ধে দুই একটি বিষয় পাঠকের গোচরীভূত করিতে ইচ্ছা করি।

অনুবাদ মূল বিষয় ও মূলের বিশেষত্ব পূর্ণভাবে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব, বিশেষ করিয়া ঋক্‌মন্ত্রের বেলায়, কারণ এখানে এত কম কথায়, এত দ্ব্যর্থক শব্দে ও এত বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে যে তাহার ভাষান্তর করিয়া নিশ্চিত বা নিশ্চিন্ত হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

পাশ্চাত্য বহু পণ্ডিত ঋগ্বেদের অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রায়ই কবিতায়, সুতরাং অনেক স্থলেই মূলের ভাব ধরা যায় না। কারণ কবি মাত্রেরই নিজস্বতা ও স্বকীয় বর্ণন ভঙ্গী আছে। তাহা অন্যাপেক্ষা স্বতন্ত্র। সুতরাং কবিতায় কবিতার খাঁটি ভাব প্রকাশ দুরূহ ব্যাপার। বাংলা কবিতায় রমেশচন্দ্র সাহিত্যসরস্বতী ও অপর কেহ কেহ ঋক্‌মন্ত্রের অনুবাদ চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু মূলের ভাব স্পষ্টরূপে অনেক স্থলেই পরিস্ফুট হওয়ার অন্তরায় হইয়াছে।

রমেশ দত্ত গদ্যে অনেকটা সায়নের মতে অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু

LIBRARY
No. 1148
Mayor Ashram
BANARAS

তাহাতে তিনি বহুস্থলেই বিশ্বাসের পথ ছাড়িয়া যুক্তির পন্থা নিয়াছেন। সুতরাং যুক্তি যেখানে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই, সেখানে যেমন তেমন আক্ষরিক অনুবাদই করিয়াছেন। ইহাতে দুর্বোধ্য আরও দুর্বোধ্যতর হইয়াছে এবং অনেক স্থলে মন্ত্রের ভাব ঋষির অনুযায়ী না হইয়া লেখকের অভিপ্রায়ানুযায়ী ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ প্রতিশব্দ বসাইয়া ঋগ্বেদের অনুবাদ হয় না। অল্প কথায় প্রকাশিত ভাবকে পরিস্ফুট করিতে অনুবাদ একটু বর্ণনাত্মক করার আবশ্যক হয়। এ ছাড়া অর্থ পরিষ্কার করা চলে না। এজন্য আমি বহুস্থলে এই পন্থাই ধরিয়াছি, টীকাকাররাও এই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন।

ঋক্‌মন্ত্রগুলিতে বহুস্থানে চারি চরণে চারিটি স্বতন্ত্র ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। কতকগুলি স্থলে সেগুলি সত্যই ভিন্ন ভাব। কিন্তু অনেকস্থলে আবার দুইটির সঙ্গতি বাহির করিতে না পারিলে ভাষা নিতান্ত অসংলগ্ন মনে হয়। এই সঙ্গতি বাহির করাটাই অনুবাদের কৃতিত্ব ও বিশেষত্ব। ভারতীয় টীকাকার মাত্রেই, যেমন যাস্ক, হলায়ুধ, সায়ন প্রভৃতি এই সঙ্গতি বাহির করিয়া দিয়াছেন, আমিও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনুবাদ করিয়াছি। কিন্তু যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও ভুল ত্রুটি যে রহিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই, তবে মূল-ভাবটি পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, এইমাত্র সান্ত্বনা।

সাধারণতঃ প্রতি কবিতার নীচে তাহার অনুবাদ দেওয়ার নিয়ম। কারণ পাঠকের সন্দেহ হইলেই তিনি তাহা নিরসন করিয়া লইবেন। যেখানে পাঠক মূলের ভাষা অবগত আছেন, সেখানে এই প্রণালী নিতান্ত দরকার, কিন্তু ঋগ্বেদের ভাষা এমন যে, শব্দে শব্দে অনুবাদ হয় না। ভাব প্রকাশ করিতে হয় যেমন সুবিধা তেমন ভাবে, সুতরাং অনুবাদ দেখিয়া ঋক্‌মন্ত্রের অর্থগ্রহণ অধিকাংশ স্থলেই অসম্ভব; অতএব স্তোত্র পাঠে (বাংলায় ও মূল সংস্কৃতে) যাহাতে কোন বাধার সৃষ্টি না হয়। এজন্য মূল ও অনুবাদ ভিন্ন ভিন্ন পৃষ্ঠায় পৃথক ভাবেই মুদ্রিত হইয়াছে।

বেদ রচনার ভাষা কি? এই বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজ মনে করেন যে, ভারতীয় ও ইউরোপীয় আর্য জাতিগুলি একত্রাবস্থান কালে একই ভাষায় আলাপ করিতেন, পরে পৃথক হইয়া গেলে স্থান, কাল ও নূতন নূতন অভিজ্ঞতার ফলে তাহাদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। এই ভাষাগুলিকে পরে বৈয়াকরণিকেরা কতকগুলি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন। এই সব নিয়ন্ত্রিত ভাষাই বিভিন্ন আর্য শাখার বর্ত্তমান ভাষা। তাহারা বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, যেমন ভারতের ভাষা সংস্কৃত। কিন্তু ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ এই মত স্বীকার করেন নাই। পাণিনির মতে ভাব প্রকাশের দুইটি ধারা ছিল একটি ছন্দের দ্বারা (বহুলং ছন্দসি) অপরটি ভাষার দ্বারা (ইতি ভাষায়াম্)। বেদ ও বৈদিক সাহিত্য যে ধারায় প্রকাশিত তাহাকে ছন্দ বলা হয়। ইহাকে কদাপি ভাষা বলা হয় নাই। পাণিনি বৈদিক প্রণালীকে বৈদিক প্রক্রিয়া এবং লৌকিক প্রণালীকে লৌকিক প্রক্রিয়া বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ ভারতীয় ভাষা পূর্বাবধি সংস্কৃতই ছিল; তাহার উপর কতকগুলি প্রক্রিয়া আরোপ করিয়া বৈদিক ছন্দে বৈদিক সাহিত্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ঐ প্রক্রিয়াগুলির কতক পাণিনি তাহার ব্যাকরণের ৮ম অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বৈদিক নিঘণ্টুতেও তাহার আরও কতকগুলি সংগৃহীত রহিয়াছে।

ভারতীয় ভাষার নাম সংস্কৃত। জগতের বহু মনীষী এই সংস্কৃত শব্দ নিয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ভাবেন আগে এক অসংস্কৃত ভাষা ছিল। পরে বৈয়াকরণিকেরা ইহাকে সংস্কৃত করেন। ইহা ঠিক নয় কারণ আগে ইহাই একমাত্র ভাষা ছিল। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতার সংস্কৃত শব্দটি প্রথম পাইতেছি। এখানে প্রাকৃত হইতে পৃথক দেখানোর জন্য সংস্কৃত ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অর্থে বরাহের বৃহৎসংহিতার বহু পূর্ব হইতেই ইহা প্রচলিত। পাণিনি ইহাকে ভাষা বলিয়াছেন।

অনেক ভাষাতেই শব্দ ও ধাতুর সংস্কার না করিয়াই ব্যবহার করা হয়। যেমন I go, we go, to Ram, from Ram, with Ram, ইত্যাদি।

PRESENTED

কিন্তু ভারতীয় ভাষার ধাতু ও শব্দগুলির উপরে কতকগুলি সংস্কার আরোপ না করিয়া বাক্যে বসান যায় না। যেমন গচ্ছামি, গচ্ছামঃ. রামং, রামাৎ, রামেণ ইত্যাদি। এই সব সংস্কার বাধ্যতামূলক বলিয়া গোপথ ব্রাহ্মণেও অন্যত্র এই ভাষার আর এক নাম সংস্কার। শব্দ ও ক্রিয়াগুলি নানাবিধ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া এই ভাষার নাম সংস্কৃত হইয়াছে।

সংস্কৃত যে বেদের পূর্ব হইতেই ভারতীয়ের ভাষা ছিল তাহা অভ্রান্ত যুক্তি প্রমাণ সহ বর্তমান গ্রন্থকারের The Language and Scripts of Ancient India গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা বাণী প্রকাশনী ৩০, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯এ প্রকাশকের নিকট প্রাপ্তব্য।

ছন্দ মাত্রই একটু রাগিনী করিয়া—স্বরের উত্থান-পতন লক্ষ্য করিয়া—পাঠ ও উচ্চারণ করিতে হয়। এজন্য বৈদিক মন্ত্রও বাক্যাদি লিখিতে উদাত্ত ও অনুদাত্ত উচ্চারণগুলি চিহ্নিত করিয়া দেওয়ার বিধান। বৈদিক কার্যে যাহারা মন্ত্রাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহারা এই চিহ্ন না দিলে অসুবিধা বোধ করেন। কারণ অনেক স্থলে উদাত্ত অনুদাত্তের পরিবর্তনে তৎপুরুষ সমাস স্থলে বহুব্রীহি সমাস পর্যন্ত হইয়া যায়। তাহাতে অর্থের প্রভেদ রাত্রি দিবার মত হইয়া যায়। এ সম্পর্কে একটা বিখ্যাত গল্প বৈদিক সাহিত্যে বহুবার বহু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিলে, ত্বষ্টা আর একটি পুত্র চান যে ইন্দ্রকে বধ করিতে পারে। তিনি যে মন্ত্রে যজ্ঞ করিলেন তাহা হইল **ইন্দ্রশত্রুর্বর্ধস্ব** তাহার অর্থ হইল এই যে "হে পুত্র তুমি **ইন্দ্রশত্রু** রূপে বর্ধিত হও"। এখন **ইন্দ্রশত্রু** শব্দের অর্থ এই; (১) ইন্দ্রস্য শত্রু **ইন্দ্রের শাতয়িতা** (বধ কর্তা) অথবা (২) ইন্দ্রঃ শত্রুর্যস্য বা ইন্দ্র যাহার শাতয়িতা (বধ কর্তা)। প্রথম স্থলে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস। তাহাতে উচ্চারণে ইন্দ্র-শত্রুর অন্ত্যস্বর উদাত্ত হবে, আর দ্বিতীয় স্থলে বহুব্রীহি সমাস। সেখানে উচারণে ইন্দ্র-শত্রুর আদ্যস্বর

উদাত্ত হইবে। ত্বষ্টা ভুলে বহুব্রীহির উচ্চারণ করিয়া নিজের সর্বনাশ ডাকিয়া আনেন। ইন্দ্র এই পুত্রকেও বধ করেন।

মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্ত ন তমর্থমাহ।
সবাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রু স্বরতোপরাধাৎ।

মন্ত্রের উচ্চারণে স্বরের বা বর্ণের ব্যতিক্রম হইলে অথবা ভুল ব্যবহার দ্বারা ঠিক অর্থ প্রকাশিত না হইলে ইন্দ্রশত্রু শব্দের স্বর উচ্চারণের অপব্যবহারে ইন্দ্র ত্বষ্টা পুত্রকে বিনাশ করেন, তেমনি এবম্বিধ ভুলে উচ্চারিত বাঙ্ময় মন্ত্র বজ্ররূপে যজমানকে ধ্বংস করিয়া থাকে।

সুতরাং এমন মারাত্মক অর্থবিভ্রাট যেখানে, সেখানে পাঠের একটা আদর্শ থাকা দরকার। প্রত্যেকেই যেন ঠিক একই ভাবে উচ্চারণ ও অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং দেবনাগরে যখনই বেদের বাক্য ও মন্ত্র লিখা হয় তখন সর্বত্র (বিশেষ করিয়া মন্ত্রের বেলা) উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরের চিহ্ন দিয়া লিখিত হয়।

বাংলাভাষায় স্বরের উচ্চারণ সহ ছন্দ পাঠের বাধ্যবাধকতা নাই এই জন্য এই গ্রন্থে স্বরচিহ্ন ব্যবহৃত হইল না।

বৈদিক সাহিত্য বলিতে কি বুঝায় ও কি কি বিভিন্ন বিষয় তাহাতে আছে, এ বিষয়ে সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতা নিতান্ত কম। অথচ জিনিসটি বুঝিয়া রাখিবার আবশ্যকতা বহু, এবং গুছাইয়া বলিলে বুঝিতে বা মনে রাখিতে কোন অসুবিধা নাই। এই জন্য এই বিষয়ে দুই-চারিটি কথার অবতারণা করার বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করি।

বেদাদি শাস্ত্রমতে আগে এক বেদ ছিল এবং বেদ অর্থে যজ্ঞের মন্ত্র ও বাক্য বুঝাইত। এই উভয় অংশ একত্রে বর্ণিত আছে কৃষ্ণ যজুর্বেদে। তৈত্তিরীয়, মৈত্রায়ণী, কাঠক ও কপিস্থল নামে যে চারিখানি সংহিতা এই বেদের পাওয়া গিয়াছে, তাহার সব কয়টিতে এমনি মন্ত্র ও বাক্য আছে। শুনা যায় এমনি আরও ৮২ খানা সংহিতা ছিল। কিন্তু সেগুলি এখন পাওয়া

যায় না। এই সব লুপ্ত সংহিতার নাম ও তাহাদের হইতে উদ্ধৃতি প্রচলিত বৈদিক গ্রন্থে কিছু কিছু রহিয়াছে। সুতরাং কৃষ্ণ যজুর্বেদে ৮৬ খানা সংহিতা বা শাখা ছিল, ইহা অনুমান করা ভুল হইবে না।

এতদতিরিক্ত আরও ১৫টি শাখা বেদ ছিল। সেগুলিতে মন্ত্রভাগ ও বাক্য ভাগ পৃথকভাবে সংগৃহীত করা হয়। এইগুলির মধ্যে মাত্র ২ খানা সংহিতা কান্ব এবং মাধ্যদিন সংহিতা পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি শুধু মন্ত্র সমষ্টি। এবং তাহাদের বাক্য বা ব্রাহ্মণগুলি শতপথ ব্রাহ্মণ নামে পৃথক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ঋগ্বেদ, সামবেদ ও প্রায় পূর্ণ অথর্ববেদ ও শুধু মন্ত্র সমষ্টি। ইহাদের বাক্য বা ব্রাহ্মণগুলি পৃথক পৃথক ব্রাহ্মণগ্রন্থে রহিয়াছে। যজ্ঞ সম্বন্ধীয় মন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধীয়, ও যজ্ঞের ইষ্ট ও নিষিদ্ধ বস্তু বিষয়ে নানা উপদেশ যজ্ঞের প্রথা ও প্রণালী সম্পর্কে নির্দেশ অর্থাৎ যজ্ঞ কার্যে যাহা যাহা আবশ্যক তাহার সমস্ত বিষয়েরই নির্ধারণ ব্রাহ্মণগ্রন্থে রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণে যাবতীয় যজ্ঞের নিয়মাদি রহিয়াছে। সুতরাং ইহার তিনটি ভাগ, প্রথমাংশে বা অধিক অংশে আছে সর্বজাতীয় যজ্ঞের নির্দেশ, মধ্যাংশে আছে বৃদ্ধকালের বা মুমুক্ষুর জন্য নির্ধারিত যজ্ঞ, মানসিক উর্ব্বোন্নতি সম্পাদনের পন্থা ও ত্যাগধর্ম শিক্ষার ব্যবহারিক উপায় এবং শেষাংশে রহিয়াছে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে সত্য সিদ্ধান্তও তাহাদের দার্শনিক বিবৃতি। এই তিন অংশ যদিও ব্রাহ্মণের অঙ্গীভূত, তথাপি ইহাদের তিনটি পৃথক নাম রহিয়াছে। প্রথমটি ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয়টি আরণ্যক এবং তৃতীয়টি উপনিষদ।

মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ্‌কে শ্রুতি বলা হয়। এবং এগুলি অপৌরুষেয়, ইহাই হিন্দুর বিশ্বাস ও শাস্ত্রের নির্দেশ।

প্রত্যেক শাখায় শ্রুতিতে বর্ণিত যে সব যজ্ঞের বিধান রহিয়াছে, তাহা সম্পাদন করিবার জন্য বিশেষ উপদেশ ও পদ্ধতি আছে। এইগুলির জন্য শ্রৌতসূত্র ও শ্রৌত পদ্ধতি প্রতি বেদের জন্য পৃথক আছে। আবার গৃহীর

আচরিত ধর্মের জন্য **গৃহ্যসূত্র** ও **গৃহ্য পদ্ধতি**ও পৃথক বেদের জন্য পৃথক রহিয়াছে।

যজ্ঞের জন্য গৃহ, কুণ্ড, বেদি, যূপ ও নানাবিধ মণ্ডলাদির আবশ্যক। তাহা **শুল্বসূত্রে** লিপিবদ্ধ আছে।

পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনের নিয়মাদি **ধর্মসূত্রে** আছে, তাহাও আবার প্রতি বেদের জন্য পৃথক।

যজ্ঞের সময় নির্দ্দেশের জন্য **বেদাঙ্গ জ্যোতিষ**, ভাষার জন্য **ব্যাকরণ** ছন্দের জন্য **ছন্দসূত্র**, বেদে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দের তালিকা ও তাহাদের অর্থ যথাক্রমে **নিঘণ্টু** ও **নিরুক্তে** রহিয়াছে। এই কয়টি সর্ববেদী সাধারণ; পৃথক বেদের জন্য পৃথক নয়। সকল বেদের লোকেরাই এইগুলি মানেন ও ব্যবহার করেন।

শ্রুতিগুলির (মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের) যাহাতে কেহ কোন দিন হ্রাস বৃদ্ধি করিতে না পারে, এজন্য সংহিতা ও ব্রাহ্মণের প্রত্যেকটিতে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সংখ্যা, তাহাতে ব্যবহৃত **পদ**, এমন কি অক্ষর পর্যন্ত, অতি যত্নের সহিত গণিয়া রাখা হইয়াছে, এই সবের জন্য **চরণব্যূহ** রহিয়াছে। প্রতি ছন্দের, প্রতি ঋষির ও প্রতি দেবতার কত মন্ত্র এবং প্রতি ঋষির বিভিন্ন ছন্দে বিভিন্ন দেবতার কত মন্ত্র এবং কোন মন্ত্রের কোন ঋষি ইত্যাদি তথ্য **অনুক্রমণীতে** রহিয়াছে। এমনি আরও কিছু কিছু বিষয়ের গ্রন্থ প্রতি বেদের জন্য আছে। কিন্তু এস্থলে প্রধান বিষয়গুলিই বর্ণিত হইল। যাজ্ঞিকরা এই সব সংখ্যা নিষ্ঠার সহিত মুখস্থ করিতেন।

বর্তমানে ঋগ্বেদ ব্যবহার হয় তাহার সম্বন্ধে ২।৪টি কথা লিপিবদ্ধ করা এস্থলে উচিত মনে করি। ভবিষ্যতে কেহ কোনদিন ইহার অদল-বদল করিতে না পারে এজন্য ইহার তিনটি বিভাগ করা হইয়াছে। কোন অংশে কত মন্ত্র আছে তাহা মোটামুটি বুঝা যায় **মণ্ডল বিভাগে**। ইহাতে ১০টি মণ্ডল আছে। ২য় **মণ্ডলে ভৃগু** বংশের, ৩য় **মণ্ডলে বিশ্বামিত্র** বংশের ৪র্থ **মণ্ডলে বামদেব**

LIBRARY
PRESENTED
BANARAS

বংশের, ৫ম মণ্ডলে অত্রি বংশের, ৬ষ্ঠ মণ্ডলে ভরদ্বাজ বংশের, ৭ম মণ্ডলে বশিষ্ঠের, ৮ম মণ্ডলে কান্ব বংশের মন্ত্রগুলি রহিয়াছে। ১ম ও ১০ম মণ্ডলে এই সব ও অন্যান্য বড় ঋষিবংশের মন্ত্র রহিয়াছে। ৯ম মণ্ডলে কিন্তু শুধু সোম দেবতার মন্ত্র, এজন্য ইহাকে সোম মণ্ডলও বলে। ইহাতে প্রায় সকল বংশের ঋষির মন্ত্রই আছে।

মণ্ডল	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	মোট
মন্ত্র	২০০৬	৪৩৯	৬১৭	৫৮৯	৭২৭	৭৬৫	৮৪১	১৬০৬	১১০৮	১৭৫৪	১০৫৫২
সূক্ত	১৯১	৪৩	৬২	৫৮	৮৯	৭৫	১০৪	১০৩	১১৪	১৯১	১০২৮

ঋক্ মন্ত্রের সংখ্যা বা স্থান কেহ বদলাইতে না পারে এজন্য ঋগ্বেদের আরও বিভাগ রহিয়াছে। একটা অষ্টক বিভাগ, তাহাতে মোট মন্ত্র সংখ্যাকে ৮ ভাগ করিয়া প্রতি ভাগের আবার আট ভাগ করিয়া প্রতি ভাগে কত মন্ত্র এবং কোন মন্ত্র হইতে কোন মন্ত্র পর্যন্ত তাহাতে আছে তাহাও নির্দেশিত হইয়াছে। আবার যজ্ঞে ব্যবহারের প্রণালীতে ইহার আর একটি অনুবাক বিভাগ রহিয়াছে। সুতরাং কেহ কোন দিন বেদের একটি বর্ণও এদিক সেদিক করিতে পারিবে না এমন ভাবেই আট-ঘাট বাঁধা। এই জন্য যে সব বেদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মূল গ্রন্থের অণুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তথাপি কোন কোন লোকের ধারণা ১ম ও ১০ মণ্ডল আধুনিক। ইহা আধুনিক কালেই রচিত বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। কিন্তু কথাটা ঠিক নহে। প্রকৃতপক্ষে সব কয়টি মণ্ডলই সমান প্রাচীন।

এই যে এত সব বিভিন্ন বৈদিক শাস্ত্রের কথা আলোচিত হইল, ইহার প্রস্তুতকারকদের সাধারণ নাম ঋষি। ঋষিরা মন্ত্র-স্রষ্টা। তাঁহারা ভাষা দিয়া সেই সব মন্ত্র প্রচার করেন ও তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে নির্দেশক শাস্ত্র নির্মাণ করেন। বৈদিক শাস্ত্রের আর এক নাম আর্য শাস্ত্র; ব্যাকরণে যে সব ব্যবহার নাই তেমন বহু ব্যবহার বৈদিক শাস্ত্রে রহিয়াছে। ইহারা আর্য

প্রয়োগ বলিয়া অভিহিত। এই আর্য শাস্ত্র ও আর্য প্রয়োগ ঋষিদের কৃত, ঋষি শব্দ হইতেই আর্য শব্দের উদ্ভব। সুতরাং বেদ জানিতে হইলে তাহাদের রচয়িতা ঋষিদের চিনিতে হইবে। কাব্যের অন্তরের কথা জানিতে হইলে যেমন তাহার কবিকে জানিতে হয় তেমনি বৈদিক সাহিত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ঋষিদের অভাব অভিযোগ সুখ দুঃখ জানিতে হইবে। কিভাবে তাহারা নিজেদের দুঃখ দূর করিয়া উন্নত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন তাহাও জানিতে হইবে। ইহা শুধু আমাদের নিজেদের অনুভূতির মাপকাঠিতে দেখিলে চলিবে না। মন্ত্রের ভাষা ও ভাব হইতে জানিতে হইবে। বৈদিক সাহিত্যে মন্ত্রের ঋষিদের নাম জানা বাধ্যতামূলক।

বৈদিক মন্ত্রের ব্যবহার করিতে হইলে তাহার ঋষির ছন্দের ও দেবতার নাম সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করিতে হইবে। বেদ ও ব্রাহ্মণ বহু স্থলে বহুবার বলা হইয়াছে ঠিক ঠিক ঋষির নাম না জানিয়া কোন বৈদিক মন্ত্র—যজ্ঞে হউক, স্বস্ত্যয়নে হউক, আবৃত্তিতে হউক—ব্যবহার করিলে সেই সব কার্য নিষ্ফল হইবে। অন্যথায় যজমানের ও পুরোহিতের সমূহ বিপদ শীঘ্রই উপস্থিত হইবে। এই যে আশঙ্কিত বিপদ, তাহা হইতে যাহাতে নিশ্চিত ভাবে মুক্ত হওয়া যায়, এজন্য তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ঋষির দ্বারা বিভিন্ন বেদের মন্ত্রের ঋষি দেবতা ও ছন্দের নামের নির্ভুল তালিকা অনুক্রমণী নামক গ্রন্থে প্রতি বেদের জন্য সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সুতরাং বেদ মন্ত্রের সংখ্যা যেমন নিশ্চিত ভাবে ঠিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে তেমনি কোন্ মন্ত্রের কোন্ ঋষি কোন্ ছন্দ ও কোন্ দেবতা ঠিক ঠিক ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যেন কোথাও সামান্য মাত্র ত্রুটীও ঘটিতে না পারে। ঋষিদের সম্বন্ধে আর একটু বিশেষ এই যে তাহাদের পিতার নাম ও কোন কোন স্থলে গোত্র নাম তাহাদের নামের সঙ্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ঋষিদের বংশ তালিকা বেদেই পাইতেছি। আবার ঋষিদের বংশানুক্রম সকল বেদে যেমনটি পাই, পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতেও তাহারই সমর্থন রহিয়াছে।

সুতরাং ঋষিদের নির্ভুল বংশ তালিকায় বৈদিক সময়ের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বৈদিক সভ্যতা আর্য-সভ্যতা। সুতরাং ঋষিদের বংশ তালিকা হইতেই এই সভ্যতার ইতিহাস মিলিবে।

বৈদিক সাহিত্যের বিশেষত্ব এই যে, এত অসংখ্য গ্রন্থ বৈদিক সাহিত্যে থাকিলেও কোথাও কোন অসঙ্গতি, ভাব-বিরোধ বা বিষয়-বিরোধ নাই, এ জন্য বৈদিক সাহিত্য নির্ভুল হিসাবে গৃহীত হয় এবং এই হিসাবে বৈদিক সাহিত্যের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। তবে এত সংক্ষিপ্ত ভাষায় বিষয়গুলি বর্ণিত যে অনেক সময় তাহার সামঞ্জস্য আপাতদৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ পুরুষ সূক্তের কথা বলা যাইতে পারে। এখানে বিষয় এমন জটিল ভাবে গ্রথিত হইয়াছে যে তাহার ব্যবহারিক সামঞ্জস্য ধরা যায় না। এই জন্য পুরুষ সূক্তের প্রতিপাদ্য বিষয় কি একটু বিশদভাবে পরিশিষ্টে আলোচনা করা হইয়াছে। পাঠকেরা, অভিনব হইলেও, ইহাতে পুরুষ সূক্তের স্বাভাবিক একটি ব্যাখ্যা পাইবেন।

বহু সাধারণ শব্দ ঋগ্বেদে বিশেষ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; এতদতিরিক্ত যজ্ঞের কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগও ইহাতে রহিয়াছে। পাঠকের সুবিধার জন্য তাহাদের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা বর্ণনানুক্রমিক সূচীপত্রে গ্রন্থের শেষ ভাগে যোজিত হইয়াছে।

এই সব ব্যবস্থার ফলে ঋগ্বেদ সম্বন্ধে পাঠকের সাধারণ ভাবে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মিবে ভরসা করি এবং ইহা সম্ভব হইলেই গ্রন্থ প্রস্তুত ও প্রকাশের শ্রম সফল জ্ঞান করিব। এই গ্রন্থ সম্পাদনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ এম, এ মহাশয়ের অমূল্য সহযোগিতা পাইয়াছি, এজন্য তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

অক্ষয় তৃতীয়া
১৩৬৯ বঙ্গাব্দ

শ্রীহরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

LIBRARY
No.....
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

ওঁ নমো গণেশায়

বেদ শ্রীঃ

বা

ঋগ্বেদীয় স্তবমালা

ওঁ তৎসৎ ওঁ

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তন্নমামি গজাননম্।

—*—

যস্য নিশ্বসিতং বেদা যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্মমে তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরম্।

—*—

যস্মাৎ সর্বমিদং প্রপঞ্চরচিতং মায়াজগজ্জায়তে,
যস্মিংস্তিষ্ঠতি যাতি চান্তসময়ে কল্পানুকল্পে পুনঃ,
যং ধ্যাত্বা মুনয়ঃ প্রপঞ্চরহিতং বিন্দন্তি মোক্ষং ধ্রুবং,
তং বন্দে পুরুষোত্তমাখ্যমমলং নিত্যং বিভুং নিশ্চলং।

ওঁ তৎসৎ ওঁ

প্রথম পুঞ্জ

(১)

অগ্নিসূক্ত*

দেবতা—অগ্নি। ঋষি—বৈশ্বামিত্র মধুচ্ছন্দা। ছন্দ—গায়ত্রী

ওঁ তৎসৎ ওঁ

অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।

হোতারং রত্নধাতমম্।১

দ্রষ্টব্য:—এই মন্ত্র ঋগ্বেদের সর্ব প্রথম মন্ত্র। ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ পূর্ণ বেদ পাঠ করিতে হইবে; কিন্তু বেদ এত বিরাট যে দৈনিক পূর্ণ বেদ পাঠ সম্ভব নয় এইজন্য তাহার সঙ্কোচ হিসাবে এই এক মন্ত্র পাঠেই ঋগ্বেদ পাঠের কাজ ও ফল হইয়া থাকে। প্রতিদিন স্নান ও সন্ধ্যার পর বিশিষ্ট নিয়মে চারি বেদের চারি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। কিভাবে ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটী পাঠ করিতে হয়, তাহা প্রদর্শনের জন্য উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরচিহ্নগুলি প্রদত্ত হইল। এতদ্ব্যতীত সন্ধ্যা বন্দনাদি কার্যে এই গ্রন্থে উদ্ধৃত যে সব মন্ত্র লাগে, তাহাও যথাসম্ভব স্বর চিহ্ন দিয়াছি।

---

* ঋগ্বেদের সর্বপ্রথম সূক্ত

বেদ শ্রীঃ

(১)

দেবতা—অগ্নি। ঋষি—বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা। ছন্দ—গায়ত্রী।

১। অগ্নিদেবের স্তুতি করি। ইনি যজ্ঞের পুরোধা দেবতা ও ইনিই হোতার ও ঋত্বিকের প্রধান পরিচালক এবং শ্রেষ্ঠ রত্নদাতা।

২। অগ্নি প্রাচীন ও নবীন ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া আসিতেছেন। যজ্ঞস্থলে দেবগণকে লইয়া আসার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি।

৩। অগ্নি যে ধন দেন তাহা অক্ষয় ও অবিরাম বর্দ্ধনশীল। ইনি যজমানকে যশঃ ও মহাবীর পুত্র দান করেন।

৪। হে অগ্নি, যে যজ্ঞে অবৈধ হিংসার স্থান নাই তুমি তেমন যজ্ঞেই পরিব্যাপ্ত হও সুতরাং তাহাই দেবতার নিকট আদৃত হয়।

৫। অগ্নি দেবগণকে যজ্ঞে আহ্বান করেন; তিনি জ্ঞানী, সত্যসন্ধী ও যশস্বী। তিনি দেবগণসহ যজ্ঞে উপস্থিত হউন, এই প্রার্থনা করি।

৬। হে অঙ্গিরা নামক অগ্নি, তুমি (শ্রদ্ধাশীল) যজমানকে যে সম্পদ দান কর তাহা শাশ্বত হউক ও তাহা যজ্ঞ এবং তোমার সেবার জন্যই নিয়োজিত হউক।

৭। হে অগ্নি আমরা দিবারাত্র একাগ্রবুদ্ধিতে নত মস্তকে তোমার সান্নিধ্যেই যেন থাকি।

৮। অগ্নি আহুতিপুষ্ট (বিশেষ) যজ্ঞকে দীপ্যমান করেন, হিংসক হইতে রক্ষা করেন এবং যজ্ঞের অবশ্যম্ভাবী ফল প্রদান করেন। তিনি আবার যজমানের নিজগৃহের গার্হপত্যাগ্নিও সতত বর্দ্ধন করেন।

৯। হে অগ্নি, পিতা যেমন পুত্রের প্রতি সুলভ ও কল্যাণপ্রদ, তুমিও আমাদের নিকট তেমনি হও এবং আমাদের কল্যাণার্থ সতত আমাদের সমীপে অবস্থান কর।

প্রথম পুষ্প

অগ্নিঃপূর্বেভির্ঋষিভি—রীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি।২
অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে।
যশসং বীরবত্তমম্।৩
অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি।৪
অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।
দেবো দেবেভিরাগমৎ।৫
যদঙ্গ দাশুষে ত্ব—মগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।
তবেৎ তৎ সত্যমঙ্গিরঃ।৬
উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্।
নমো ভরন্ত এমসি।৭
রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিম্।
বর্ধমানং স্বে দমে।৮
স নঃ পিতেব সূনবে—ঽগ্নে সূপায়নো ভব।
সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে।৯

বেদ শ্রীঃ

(২)

দেবতা—অগ্নি। ঋষি—অত্রিকন্যা বিশ্ববারা। ছন্দ—ত্রিষ্টুপাদি।

১। যজ্ঞে অগ্নিস্থাপিত হইয়াছেন, সূর্যরশ্মি নভোমণ্ডল আলোকিত করিয়াছে ও উষা ম্লান হইয়া পড়িতেছেন। এহেন সময়ে বিশ্ববারা হস্তে হবিসম্ভার নিয়া ও মুখে দেবগণের স্তব গান করিতে করিতে পূর্বাভিমুখে অগ্নির সান্নিধ্যে চলিয়াছেন।

২। অগ্নি প্রজ্বলিত হও এবং স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া অমর দেবগণকে যজ্ঞস্থলে নিয়া আস। যজমানের কল্যাণার্থ অধ্বর্যুর নিকটে অবস্থান কর, যেন তিনি শ্রেষ্ঠ অভ্যাগতের উপযোগী হবির্দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিতে পারেন এবং তুমিও উপযুক্ত পুরস্কারে যজমানকে কৃতার্থ করিতে পার।

৩। অগ্নি আমাদের শত্রু নাশ কর, যেন আমরা বিপুল সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারি ও তোমার দীপ্তি উজ্জ্বলতর করিতে পারি। আমাদের দাম্পত্যজীবন সুখময় কর; তোমার মহিমায় আমাদের শত্রু নিপাত যাউক।

৪। যখন কুণ্ডে স্থাপনের পর তুমি উজ্জ্বল হইয়া উঠ আমরা তখন তোমার সেই শ্রী ও লাবণ্য বন্দনা করি। তুমি প্রভূত দাতা ও দীপ্তিমান হও এবং সতত যজ্ঞকুণ্ডে প্রজ্বলিত থাক।

৫। হে সুপ্রতিষ্ঠিত যজ্ঞাগ্নি, দেবগণকে এই নিখুঁত যজ্ঞে আহ্বান কর। তুমি ছাড়া আর কেহ যজ্ঞভাগ দেবতাদের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে পারে না।

৬। (অধ্বর্যু) যজ্ঞে অগ্নিকে আহুতি দানে প্রীত কর ও মিষ্ট আহুতি সম্ভার দেবতার কাছে নিয়া যাওয়ার জন্য তাহাকে যথাযথভাবে বরণ কর।

LIBRARY
No.
Ashram

প্রথম পুষ্প

(২)

বিশ্ববারা সূক্ত*

দেবতা-অগ্নি। ঋষি-আত্রেয়ী বিশ্ববারা। ছন্দ-ত্রিষ্টুপাদি

সমিদ্ধো অগ্নির্দিবি শোচিরশ্রেৎ প্রত্যঙ্ঙুষসমুর্বিয়া বি ভাতি।
এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমোভি—র্দেবাঁ ঈলানা হবিষা ঘৃতাচী।১
সমিধ্যমানো অমৃতস্য রাজসি হবিস্কৃণ্বন্তং সচসে স্বস্তয়ে।
বিশ্বং স ধত্তে দ্রবিনং যমিন্ব—স্যাতিথ্যমগ্নে নি চ ধত্ত ইৎপুরঃ।২
অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় তবদ্যুম্নান্যুত্তমানি সন্তু।
সং জাস্পত্যং সুযমমা কৃণুষ্ব শত্রূয়তামভিতিষ্ঠা মহাংসি।৩

সমিদ্ধস্য প্রমহসো হগ্নে বন্দে তব শ্রিয়ং।
বৃষভো দ্যুম্নবাঁ অসি সমধ্বরেষ্বিধ্যসে।৪
সমিদ্ধো অগ্ন আহুত দেবান্ যক্ষি স্বধ্বর।
ত্বং হি হব্যবাড়সি।৫
আ জুহোতা দুবস্যতা—হগ্নিং প্রযত্যধ্বরে।
বৃণীধ্বং হব্যবাহনম্।৬

---

* পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টাবিংশ সূক্ত।

(৩)

দেবতা—ইন্দ্র। ঋষি—ভার্গব গৃৎসমদ। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ।

১। হে মানব, যিনি মহামনাঃ ও জন্মগ্রহণ মাত্রই দেব ও মানুষের প্রধান হইয়া বীর (যজ্ঞ) কর্মের দ্বারা দেবগণকে ভূষিত করিয়াছিলেন; যাহার বলে দ্যাবা পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল—তিনিই ইন্দ্র।

২। হে মানব, যিনি ব্যথিত পৃথিবীকে দৃঢ়, প্রকুপিত পর্বতসমূহকে নিয়ন্ত্রিত, বিশাল অন্তরিক্ষকে নির্মিত ও দ্যুলোককে স্তব্ধ করিয়াছিলেন—তিনিই ইন্দ্র।

৩। যিনি অহিকে বিনাশ করিয়া সপ্তনদী প্রবাহিত করেন, বল কর্তৃক নিরুদ্ধ গাভীগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, মেঘদ্বয়ের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন ও যুদ্ধে শত্রুকে ধ্বংস করেন—হে মানব, তিনিই ইন্দ্র।

৪। যিনি নশ্বর বিশ্বকে নির্মাণ করিয়াছিলেন ও দাসবর্ণকে নিকৃষ্ট ও গূঢ়স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন এবং যিনি লক্ষ্য জয় করিয়া ব্যাধের ন্যায় শত্রুর সমস্ত ধন প্রাপ্ত হন—হে মানব, তিনিই ইন্দ্র।

৫। যে ভয়ঙ্কর দেব সম্বন্ধে লোকে জিজ্ঞাসা করে তিনি কোথায় থাকেন, যাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকে সংশয় করে, যিনি শাস্তিদাতার ন্যায় শত্রুগণের ধন নাশ করেন, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। হে মানব, তিনিই ইন্দ্র।

৬। যিনি সমৃদ্ধ ধনদাতা, যিনি দরিদ্র, যাচক ও স্তুতিকারীকে ধন দান করেন, যাঁহার চিবুক সুন্দর ও যিনি সোমাভিষবকারী ও সোম প্রস্তুতকারী যজমানের রক্ষক—হে মানব, তিনিই ইন্দ্র।

৭। অশ্ব, রথ ও গ্রামসমূহ যাঁহার আজ্ঞাধীন, যিনি সূর্য ও উষাকে উৎপাদিত করিয়াছেন, যিনি জগতে জল প্রেরণ করেন—হে মানব, তিনিই ইন্দ্র।

৮। প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলই যুদ্ধকালে যাঁহাকে আহ্বান করে এবং সমান রথে আরোহী দুই যোদ্ধা উভয়েই যাঁহার কৃপা প্রার্থনা করে—হে মানব, তিনিই ইন্দ্র।

৯। যাঁহার কৃপা ছাড়া কেহই জয়লাভ করিতে পারে না, লোকে যুদ্ধ কালে আত্ম রক্ষার জন্য যাঁহাকে আহ্বান করে, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিভূ ও অক্ষয় অথচ অন্যকে ক্ষয় করিতে সমর্থ, হে মানব, তিনিই ইন্দ্র।

১০। হে ইন্দ্র, তুমি দুর্ধর্ষ হইয়াও সোমাভিষবকারী ও (চরু) পাককারী যজমানকে অন্নদান কর, অতএব তুমিই সত্য। আমরা তোমার অনুগ্রহে চিরকাল পুত্রপৌত্রাদি বিশিষ্ট হইয়া তোমার স্তোত্র গান করিব।

(৩)

ইন্দ্র সূক্ত*

দেবতা—ইন্দ্র। ঋষি—ভার্গব গৃৎসমদ। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ।

যো জাত এব প্রথমো মনস্বান্ দেবো দেবান্ ক্রতুনা পর্যভূষৎ
যস্য শুষ্মাদ্ রোদসী অভ্যসেতাং নৃম্নস্য মহ্না স জনাস ইন্দ্রঃ।১
যঃ পৃথিবীং ব্যথমানামদৃংহদ্ যঃ পর্বতান্ প্রকুপিতাঁ অরম্নাৎ।
যো অন্তরিক্ষং বিমমে বরীয়ো যো দ্যামস্তভ্নাৎ স জনাস ইন্দ্রঃ।২
যো হত্বাহিমরিণাৎ সপ্তসিন্ধূন্ যো গা উদাজদপধা বলস্য।
যো অশ্মনোরন্তরগ্নিং জজান সংবৃক্ সমৎসু স জনাস ইন্দ্রঃ।৩
যেনেমা বিশ্বা চ্যবনা কৃতানি যো দাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ।
শ্বঘ্নীব যো জিগীবাঁ লক্ষমাদ—দর্যঃ পুষ্টানি স জনাস ইন্দ্রঃ।৪
যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহ সেতি ঘোর—মুতোমাহুর্নৈষো অস্তীত্যেনম্।
সো অর্যঃ পুষ্টীর্বিজ ইবা মিনাতি শ্রদস্মৈ ধত্ত স জনাস ইন্দ্রঃ।৫
যো রধ্রস্য চোদিতা যঃ কৃশস্য যো ব্রহ্মণো নাধমানস্যকীরেঃ।
যুক্তগ্রাবো যোঽবিতা সুশিপ্রঃ সুতসোমস্য স জনাস ইন্দ্রঃ।৬
যস্যাশ্বাসঃ প্রদিশি যস্য গাবো যস্য গ্রামা যস্য বিশ্বে রথাসঃ।
যঃ সূর্যং উষসং জজান যো অপাং নেতা স জনাস ইন্দ্রঃ।৭
যং ক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে পরেঽবর উভয়া অমিত্রাঃ।
সমানং চিৎ রথমা তস্থিবাংসা নানা হবেতে স জনাস ইন্দ্রঃ।৮
যস্মান্ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসো যং যুধ্যমানা অবসে হবন্তে।
যো বিশ্বস্য প্রতিমানং বভূব যো অচ্যুতচ্যুৎ স জনাস ইন্দ্রঃ।৯
যঃ সুন্বতে পচতে দুধ্র আ চিদ্ বাজং দর্দর্ষি স কিলাসি সত্যঃ।
বয়ং ত ইন্দ্র বিশ্বহ প্রিয়াসঃ সুবীরাসো বিদথমা বদেম ১০

---

* দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্বাদশ সূক্ত।

(৪)

দেবতা—বরুণ। ঋষি—বসিষ্ঠ মিত্রাবরুণ পুত্র। ছন্দ—গায়ত্রী-জগতী।

১। রাজা বরুণ আমার ভাগ্যে যেন মাটির গৃহ না থাকে। হে সুবলি, ক্ষমা কর, দয়া কর।

২। হে অস্ত্রসজ্জিত বরুণ, বায়ুভরে চালিত মেঘ খণ্ডের মত কম্পিত কলেবরে চলিয়াছি। হে সুবলি, ক্ষমা কর, দয়া কর।

৩। হে ধনাধিপ নির্মল বরুণ, অভাবের বশে কর্মে ত্রুটি বিচ্যুতির ফলে বহু প্রতিকূলতা প্রাপ্ত হইয়াছি। হে সুবলি, ক্ষমা কর, দয়া কর।

৪। যাহারা তোমার স্তব করে না, গভীর জলের মধ্যে পতিত হইয়াও তাহারা জলতৃষ্ণা বারণ করিতে পারে না। হে সুবলি, ক্ষমা কর, দয়া কর।

৫। মানবোচিত দুর্বলতার জন্য দেবের বা মানুষের প্রতি যে সকল বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি অথবা অজ্ঞনতাবশতঃ তোমার কার্যে যে সব অনবধানতা প্রকাশ পাইয়াছে, হে বরুণ, তজ্জন্য আমাদের ক্ষমা কর; হিংসা করিও না।

(৪)

বরুণ সূক্ত*

দেবতা—বরুণ। ঋষি—বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণ। ছন্দ—গায়ত্রী-জগতী।

মো ষু বরুণ মৃন্ময় গৃহং রাজন্নহংগমম্।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।১
যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।২
ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।৩
অপাংমধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়।৪
যৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনে ঽভিদ্রোহং মনুষ্যা—শ্চরামসি।
অচিত্তী যৎ তব ধর্মা যুয়োপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ।৫

---

* সপ্তম মণ্ডলের উননব্বই সূক্ত।

(৫)

দেবতা—সরস্বতী। ঋষি-বৃহস্পতি পুত্র ভরদ্বাজ। ছন্দ-জগতী-গায়ত্রী।

১। মানুষকে দেবাদি পঞ্চবাণ হইতে মুক্তিদাত্রী, বেগবতী সরস্বতী বধ্র্যশ্ব ঋষিকে দিবোদাস নামক পুত্র দান করেন। সরস্বতী কেবল স্বার্থপর পনিদেরই বিনাশ করেন না। এই যে পুত্রাদি দান—ইহা তাঁহার মহত্বেরই পরিচায়ক।

২। সরস্বতী বিপুল বেগে পর্বতের সানুদেশ ভাঙ্গিয়া শুষ্ণকে নাশ করেন ও দূরদেশে অবস্থিত বৃক্ষাদি উৎপাটিত করিয়া যান। আমরা তাঁহাকে স্তুতি ও কর্মের দ্বারা পরিচর্যা করিব যেন সখার মত তিনি আমাদের রক্ষা করেন।

৩। হে সরস্বতী, দেবনিন্দক অসুরদের বধ কর। তোমার সাহায্যে ইন্দ্র বৃসয়ের (ত্বষ্টা) পুত্র মায়াবী বৃত্রকে বধ করেন। হে অন্নবতি, তুমি অসুর কর্তৃক অধিকৃত ভূমি মানবগণকে ফিরিয়া পাইতে সাহায্য করিয়াছিলে ও তাহাদের জন্য উদক ক্ষরণ করাইয়াছিলে।

৪। সমস্ত অন্নের অধীশ্বরী সরস্বতী হোতাদের রক্ষয়িত্রী, তিনি অন্নের দ্বারা আমাদের রক্ষা করুন।

৫। সংগ্রামে বিজয় ও ধনপ্রাপ্তির জন্য যে তোমাকেও ইন্দ্রের সঙ্গে স্তব করে, তুমি তাহাকে রক্ষা কর।

৬। হে অন্নের ঈশ্বরি, তুমি রণে ও ধনলাভে আমাদের রক্ষা কর এবং পূষার ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধন দাও।

৭। শত্রুদের ভীতি দাত্রীও হিরণ্যময় রথে শত্রুঘাতিনী সরস্বতী আমাদের স্তোত্র কামনা করুন।

৮। সরস্বতীর বল অনন্ত ও অপ্রতিহত ও তিনি সহজ গতিতে সর্বত্র বিচরণ করেন, ও উচ্চ রবে প্রবাহিত হন।

৯। হে সরস্বতি, তোমার সহোৎপন্না উদক বতী গঙ্গাদি নদীও আমাদের শত্রুকে বশীভূত করেন। সূর্য যেমন দিবস আনিয়া অন্ধকার বিনাশ করেন তেমনি আমার দ্বেষকারীদের অবনত কর।

১। নদীগণের মধ্যে সরস্বতী স্বীয় মহতী মহিমায় সর্বত্র যশস্বী রূপে বিখ্যাত। যিনি সর্বাপেক্ষা বেগবতী, নানা গুণালঙ্কৃতা ও সর্বাঙ্গসুন্দরী তিনি আমাদের স্তুতিদ্বারা পরিচর্যার যোগ্যা।

১১। সরস্বতি, আমাদের প্রশস্ত ধন দাও। তাহা যেন উত্তরোত্তর বর্ধিত হয়। অত্যধিক প্লাবনে আমাদের যেন অত্যধিক না হয়। আমাদের সখ্য সম্পাদক কর্ম অবলম্বন কর যেন আমারা নিকৃষ্ট ক্ষেত্র না পাই (পরন্তু রমণীয় ক্ষেত্র যেন প্রাপ্ত হই)।

(৫)

পঞ্চম স্তুতি—সারস্বত সূক্ত*

দেবতা—সরস্বতী। ঋষি—ভরদ্বাজ বাইস্পত্য। ছন্দ—জগতী গায়ত্রী।

ইয়মদদাৎ রভসমৃণচ্যুতং দিবোদাসং বধ্র্যশ্বায় দাশুষে।
যা শশ্বন্তমাচখাদাবসং পণিং তা তে দাত্রাণি তবিষা সরস্বতি।১
ইয়ং শুষ্ণেভির্বিসখা ইবারুজৎ সানুগিরীণাং তবেষিভিরূর্মিভিঃ।
পারাবতঘ্নীমবসেসুবৃক্তিভিঃ সরস্বতীমা বিবাসেম ধীতিভিঃ।২
সরস্বতি দেবনিদো নি বর্হয় প্রজাবিশ্বস্য বৃসয়স্য মায়িনঃ।
উত ক্ষিতিভ্যোঽবনীরবিন্দো বিষমেভ্যো অস্রবো বাজিনীবতি।৩
প্র ণো দেবী সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
ধীনামবিত্র্যবতু।৪
যস্তা দেবি সরস্ব—ত্যুপব্রূতে ধনে হিতে।
ইন্দ্রং ন বৃত্রতূর্যে।৫
ত্বং দেবি সরস্ব—ত্যবা বাজেষু বাজিনি।
রদা পূষেব নঃ সনিম্।৬
উত স্যা নঃ সরস্বতী ঘোরা হিরণ্যবর্তনিঃ।
বৃত্রঘ্নী বষ্টি সুষ্টুতিম্।৭
যস্যা অনন্তো অহ্রুত—স্ত্বেষশ্চরিষ্ণুরর্ণবঃ।
অমশ্চরতি রোরুবৎ।৮
সা নো বিশ্বা অতিদ্বিষঃ স্বস্থরন্যা ঋতাবরী।
অতন্নহেব সূর্যঃ।৯
প্র যা মহিম্না মহিনাসু চেকিতে দ্যুম্নেভিরন্যা অপসামপস্তমা।
রথ ইব বৃহতী বিভ্বনে কৃতো—পস্তুত্যা চিকিতুষা সরস্বতী।১০
সরস্বত্যভি নো নেষি বস্যো মাপস্ফরীঃ পয়সা মা ন আ ধক্।
জুষস্ব নঃ সখ্যা বেশ্যাচ মা ত্বৎ ক্ষেত্রাণ্যরণানিগন্ম।১১

* ঋগ্বিধান ব্রাহ্মণ (২।২৯৫) মতে এই সূক্ত প্রত্যহ পাঠে বাগ্মী ও বুদ্ধিমান হওয়া যায়।

---

* ষষ্ঠ মণ্ডলের একষট্টি সূক্ত।

বেদ শ্রীঃ

(৬)

দেবতা—সূর্য। ঋষি—কুৎস আঙ্গিরা গোত্রীয়। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ।

১। সকলের পূজনীয়, ও মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষুস্বরূপ সূর্য তেজোপুঞ্জ নিয়া উদিত হইয়াছেন এবং আকাশ, পৃথিবী ও মধ্যবর্তী অন্তরিক্ষকে স্বীয় কিরণে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। সূর্য স্থাবর ও জঙ্গম যাবতীয় পদার্থেরই চক্ষুস্বরূপ।

২। মানবগণ যেমন নারীর পশ্চাৎ গমন করে, সূর্যও তেমনি দীপ্তিমতী উষার পশ্চাতে আসিতেছেন। এই সময়ে দেবতার প্রসাদকামী মনুষ্যগণ যুগ যুগ পূর্ব হইতে প্রচলিত যজ্ঞ কর্ম বিস্তার করিয়া আসিতেছেন এবং স্বীয় স্বীয় কল্যাণের জন্য মঙ্গলকর যজ্ঞ কর্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

৩। কল্যাণকারী বিচিত্র হরিৎনামা সূর্যের অশ্বগণ এই পথে গমন করে। তাহারা সকলের স্তুতিভাজন, আমরা তাহাদের অর্চনা করি। তাহারা আকাশপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দ্যাবাপৃথিবীকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন।

৪। সূর্যের দেবত্ব ও মাহাত্ম্য এমনি যে তিনি (আলস্যপরায়ণ) মানুষের কর্ম অসমাপ্ত থাকিতেই তাহার বিস্তীর্ণ রশ্মিজাল সংবরণ করেন। যখন তিনি রথ হইতে হরিৎ নামক অশ্বগণকে মোচন করেন, তখন রাত্রি সর্বত্র অন্ধকাররূপ আবরণ বিস্তার করেন।

৫। মিত্র ও বরুণের দর্শনার্থ সূর্য আকাশের মধ্যভাগে স্বীয় জ্যোতির্ময় রূপ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার হরিৎ নামক অশ্বগণ একদিকে তাঁহার অনন্ত রশ্মি ধারণ করে ও অন্য (পশ্চাৎ) দিকে কৃষ্ণবর্ণ বিস্তার করে।

৬। হে দেবগণ, অদ্য সূর্যের উদয়ে আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত কর। হে মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ, আমাদিগকে রক্ষা কর।

(৬)

সূর্য সূক্ত*

দেবতা—সূর্য। ঋষি—কুৎস আঙ্গিরস। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ।

চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।১

সূর্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।
যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রম্।২
ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্যস্য চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ।
নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠমস্থুঃ পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ।৩
তৎ সূর্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্তোর্বিততং সং জভার।
যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থা—দাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ।৪
তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে।
অনন্তমন্যদ্ রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সং ভরন্তি।৫
অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তা—মদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ।৬

---

* প্রথম মণ্ডলের একশত পনর সূক্ত।

(৭)

দেবতা—উষা। ঋষি—বৃহস্পতির পুত্র ভরদ্বাজ। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ।

১। মহিমময়ী উজ্জ্বল উষা ঊর্মির মত স্তরে স্তরে উদিত হইতেছেন। তিনি মানুষের যাত্রাপথ সুগম ও সহজ করিলেন এবং সদয় ও মিত্রভাব নিয়া বিরাজিত হইলেন।

২। হে প্রভাতের দেবি, তুমি মঙ্গলময়ী; তোমার উজ্জ্বল আভা দূর- দূরান্তে আকাশের গায়েও প্রতিফলিত হইতেছে। তুমি নিজেকে সুসজ্জিত করিয়া নিজের মহিমাময় বক্ষঃস্থল জগতের সম্মুখে উন্মোচন করিয়াছ।

৩। লোহিতাভ উষার দীপ্তিমান রশ্মি সুভগা ও বর্ধনশীলা গাভিগণকে আলোকিত করিয়াছে। শস্ত্রধারী বীর বা মহাবীর যোদ্ধা যেমন দ্রুত শত্রু নাশ করে, উষাও দ্রুত তাঁহার শত্রু অন্ধকারের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন।

৪। পর্বতের উপরে তোমার সুগম পন্থা দিয়া তুমি অগ্রসর হও। বায়ুহীন স্থানে ও জলের উপর দিয়াও তোমার পথ উজ্জ্বল ও অজেয়। হে দেবের দুহিতা, তোমার এইসব সুপথ দিয়া আমাদের কল্যাণের জন্য অজস্র ধন নিয়া আগমন কর।

৫। উষা, তেমন পরিমাণ ধন দাও যাহা দেওয়াই তোমার অভিলাষ ও যাহা সহজে বহন করা যায়। হে স্বর্গদুহিতা, তুমি দেবী, তোমার কৃপার জন্য অতি প্রিয়তমভাবে প্রত্যূষে তোমাকে আহ্বান করি।

৬। প্রত্যূষে পক্ষী যেমন কুলায় ছাড়িয়া উড়িয়া যায়, তেমনি মনুষ্যও হব্য নিয়া উত্থিত হয়। দেবি, তুমি যজ্ঞ বিষয়ে উদার ব্যক্তিদের প্রভূত কল্যাণ সাধন কর।

(৭)

উষা সূক্ত*

দেবতা—উষা। ঋষি—ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ।

উদু শ্রিয় উষসো রোচমানা অস্থুরপাং নোর্ময়ো রুশন্তঃ।
কৃণোতি বিশ্বা সুপথা সুগা—ন্যভূদু বস্বী দক্ষিণা মঘোনী।১
ভদ্রা দদৃক্ষ উর্বিয়া বিভা—ন্যুৎ তে শোচির্ভানবো দ্যামপপ্তন্।
আবির্বক্ষঃ কৃণুষে শুম্ভমানো—যো দেবি রোচমানা মহোভিঃ।২
বহন্তি সীমরুণাসো রুশন্তো গাবঃ সুভগামুর্বিয়া প্রথানাম্।
অপেজতে শূরো অস্তেব শত্রূন্ বাধতে তমো অজিরো ন বোঢ়া।৩
সুগোত তে সুপথা পর্বতে—ষবাতে অপস্তরসি স্বভানো।
সা ন আ বহ পৃথুয়ামন্নৃষ্বে রয়িং দিবো দুহিতরিষয়ধ্যৈ।৪
সা বহ যোক্ষভিরবাতো—যো বরং বহসি জোষমনু।
ত্বং দিবো দুহিতর্যা হ দেবী পূর্বহূতৌ মংহনা দর্শতা ভূঃ।৫
উৎ তে বয়শ্চিদ্ বসতেরপপ্তন্ নরশ্চ যে পিতুভাজো ব্যুষ্টৌ।
অমা সতে বহসি ভূরি বাম—মুষো দেবি দাশুষে মর্ত্যায়।৬

* ষষ্ঠ মণ্ডলের চৌষট্টি সূক্ত।

(৮)

দেবতা—অশ্বিদ্বয়। ঋষি—কক্ষীবান কন্যা। ছন্দ—জগতী।

১। অশ্বিদ্বয়, তোমাদের সর্বত্র বিহারী সুগঠন রথকে যজমান ব্যক্তির দিবারাত্র আহ্বান করা উচিত। আমরা ক্রমাগত তোমাদের নাম করিতেছি, কারণ পিতার নাম করিতে পুত্রের যে আনন্দ, ইহাতে আমরাও সে আনন্দ পাই।

২। পিতৃ ভবনে একটি অবিবাহিতা বালা বৃদ্ধাবস্থা পাইতেছিল। কারণ তাহার চলচ্ছক্তি ছিল না। তোমরা তাহার অসুখ দূর করিয়া তাহাকে সৌভাগ্যে প্রতিষ্ঠিত ও প্রিয়পতি দান করিয়াছিলে। যাহারা নিতান্ত হীন তোমরাই তাহাদের একমাত্র নির্ভর। যারা অন্ধ, অশক্ত ও রোগের অসহনীয় তাড়নে অবিরাম চিৎকার করিতেছে, তোমরাই তাহাদের একমাত্র ভিষক।

৩। রথনির্মাতারা যেমন পুরাতন রথের সংস্কার করিয়া প্রায় নূতনের মত করিয়া দেয়, তোমরা তেমনি চ্যবন ঋষি জরাগ্রস্ত হইলে তাহাকে যুবত্ব দান করিয়াছিলে। রাজা তুগ্রের পুত্র ভুজ্য নৌকা ডুবিতে সাগরে পতিত হইলে তোমরা তাহাকে জলের উপর ভাসাইয়া নিরাপদে কূলে পৌছাইয়া দিয়াছিলে।

৪। অশ্বিদ্বয়, তোমাদের আহ্বান করিতেছি শুন ঃ—পিতা যেমন পুত্রকে শিক্ষা দেয়, আমাদের তেমন শিক্ষা দাও। আমার কোন আত্মবন্ধু নাই। আমি অজ্ঞান ; আমার জ্ঞাতি-কুটুম্ব নাই ; কোন বুদ্ধিও নাই। কোন বিপত্তি উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তাহা দূর করিও।

৫। রাজা পুরুমিত্র কন্যার স্বয়ম্বরের জন্য সভা আহ্বান করিলে, রাজকন্যা শুন্ধ্যুব উপস্থিত রাজগণকে অতিক্রম করিয়া বিমদকে পতিত্বে বরণ করেন। রাজগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শুন্ধ্যুবকে কাড়িয়া নিয়া যান। বিমদ অশ্বিদ্বয়ের আরাধনা করিয়া প্রিয়তমা পত্নী পুনরায় লাভ করেন। অশ্বিদ্বয়ের কৃপায় বন্ধ্যা রাজকন্যা বধ্রিমতীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে তাহার একটি পুত্র সুখে প্রসূত হয়।

৬। তোমরা বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত কলিকে যৌবন দান করিয়াছিলে ; বন্দন ঋষিকে গভীর কূপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে এবং (খেল রাজার পত্নী) বিশ্‌পলা (যুদ্ধে) ছিন্নপদ হইলে লৌহ চরণ পরাইয়া তাহার চলচ্ছক্তি দিয়াছিলে।

৭। শত্রুগণ ঋষি রেভকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করিলে তিনি মরার মত পড়িয়া থাকেন ; কিন্তু অশ্বিদ্বয় তাহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করেন। শত্রুগণ ঋষি অত্রিকে উত্তপ্ত গৃহে সাতবার কাপড়ে জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিলে অশ্বিদ্বয় তাহাকে রক্ষা করেন। তোমরাই বন্দী সপ্তবধ্রীকে চলার স্বাধীনতা দিয়াছিলে।

৮। ভৃগুরা যেমন অতি সুন্দর রথ তৈয়ার করে, তেমনি সুন্দর এই অশ্বিস্তোত্র রচনা করিলাম ; এবং বিবাহের সময় বধূকে যে ভাবে সুসজ্জিত করে তেমনি ভাবে এই স্তোত্র দ্বারা অশ্বিদ্বয়কে অলঙ্কৃত করিলাম, যেন আমাদের বংশ নিত্যকাল সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে।

(৮)

ঘোষা সূক্ত*

দেবতা—অশ্বিদ্বয়। ঋষি—কাক্ষীবতী ঘোষা। ছন্দ—জগতী।

যো বাং পরিজ্মা সুবৃদশ্বিনারথো দোষামুষাসো হব্যো হবিষ্মতা।
শশ্বত্তমাসস্তমু বামিদং বয়ং পিতুর্ন নাম সুহবং হবামহে।১
অমাজুরশ্চিদ্ভবথো যুবং ভগো হনাশোশ্চিদবিতারাপমস্য চিৎ।
অন্ধস্য চিন্নাসত্যা কৃশস্য চি—দ্যুবামিদাহুর্ভিষজা রুতস্য চিৎ।২
যুবং চ্যবানং সনয়ং যথা রথং পুনর্যুবানং চরথায় তক্ষথুঃ।
নিষ্টৌগ্র্যমূহথুরদ্ভ্যস্পরি বিশ্বেৎ তা বাং সবনেষু প্রবাচ্যা।৩
ইয়ং বামহ্বে শৃণুতং মে অশ্বিনা পুত্রায়েব পিতরা মহ্যং শিক্ষতম্।
অনাপিরজ্ঞা অসজাত্যামতিঃ পুরা তস্যা অভিশস্তেরব স্পৃতম্।৪
যুবং রথেন বিমদায় শুন্ধ্যুবং ন্যূহথুঃ পুরুমিত্রস্য যোষণাম্।
যুবং হবং বধ্রিমত্যা অগচ্ছতং যুবং সুষুতিং চক্রথুঃ পুরন্ধয়ে।৫
যুবং বিপ্রস্য জরণামুপেয়ুষঃ পুনঃ কলেরকৃণুতং যুবদ্বয়ঃ।
যুবং বন্দনমৃশ্যদাদুদূপথু—র্যুবং সদ্যো বিশ্‌পলামেতবে কৃথঃ।৬
যুবং হ রেভং বৃষণা গুহা হিত—মুদৈরয়তং মমৃবাংসমশ্বিনা।
যুবমৃবীসমুত তপ্তমত্রয় ওমন্বন্তং চক্রথুঃ সপ্তবধ্রয়ে।৭
এতং বাং স্তোমমশ্বিনাবকর্মা—তক্ষাম ভৃগবো ন রথম্।
ন্যমৃক্ষাম যোষণাং ন মর্যে নিত্যং ন সূনুং তনয়ং দধানাঃ।৮

---

* দশম মণ্ডলের উনচল্লিশ সূক্ত।

(৯)

দেবতা—পবমান সোম। ঋষি—আঙ্গিরস গোত্র হিরণ্যস্তূপ। ছন্দ—গায়ত্রী।

১। হে পবমান সোম, আমাদের ভজনীয় দেবগণকে মহৎ অন্নের (সোমরস) দ্বারা পরিতুষ্ট কর। যজ্ঞ বিধ্বংসী শত্রুদের পরাজিত কর এবং আমাদের শ্রেয়ঃ সম্পাদন কর।

২। হে সোম, তুমি আমাদের জ্যোতিঃ, স্বর্গ ও সৌভাগ্য দান কর ও আমাদের শ্রেয়ঃ সম্পাদন কর।

৩। হে সোম, আমাদের বল ও প্রজ্ঞান দান কর ও শত্রু নাশ কর। এবং আমাদের শ্রেয়ঃ সম্পাদন কর।

৪। হে সোম-পরিশুদ্ধকারিগণ, পবিত্র সোম ইন্দ্রের পানের জন্য প্রস্তুত কর। সোম, আমাদের শ্রেয়ঃ সম্পাদন কর।

৫। হে সোম, তোমার প্রজ্ঞানের দ্বারা ও তব কৃত রক্ষা সমূহের বলে আমরা যেন চিরকাল সূর্য দর্শন করি। আমাদের শ্রেয়ঃ সম্পাদন কর।

৬। তোমার প্রজ্ঞান ও আশ্রয়ে রক্ষিত হইলে আমরা চিরকাল সূর্য দর্শন করিব; হে সোম, আমাদের শ্রেয়ঃ সম্পাদন কর।

৭। হে সুন্দর অঙ্গে সজ্জিত সোম. স্বর্গ ও পৃথিবীতে যে স্থায়ী ধন আছে তাহাই আমাদের কাছে উপস্থিত কর। আমাদের শ্রেয়ঃ সম্পাদন কর।

৮। হে সোম, তুমি সংগ্রামে শত্রু পরাভূত কর কিন্তু নিজে অনাহত থাক। আমাদের কাছে বিপুল ধন নিয়া আস ও আমাদের শ্রেয়ঃ সম্পাদন কর।

৯। হে পবমান সোম, তুমি যজমানের রক্ষায় প্রবৃত্ত। স্বয়ং যজ্ঞের দ্বারা বর্ধিত হইয়া যজমানের বৃদ্ধির ব্যবস্থা কর। সোম, আমাদের শ্রেয়ঃ সম্পাদন কর।

১০। হে ইন্দু নানাবিধ বর্ণ বিশিষ্ট এবং সর্বত্র গমনকারী অশ্ব ও অন্য প্রকার ধন আমাদের কাছে নিয়া আস আর আমাদের শ্রেয়ঃ সম্পাদন কর।

(৯)

সোম সূক্ত*

দেবতা—পবমান সোম। ঋষি—হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস। ছন্দ—গায়ত্রী।

সনা চ সোম জেষিচ পবমান মহি স্রবঃ
অথা নো বস্যসস্কৃধি ।১

সনা জ্যোতিঃ সনা স্ব—র্বিশ্বা চ সোম সৌভগা।
অথা নো বস্যসস্কৃধি ।২

সনা দক্ষমুত ক্রতু—মপ সোম মৃধো জহি।
অথা নো বস্যসস্কৃধি ।৩

পবীতারঃ পুনীতন সোমমিন্দ্রায় পাতবে।
অথা নো বস্যসস্কৃধি ।৪

ত্বং সূর্যে ন আ ভজ তব ক্রত্বা তবোতিভিঃ।
অথা নো বস্যসস্কৃধি ।৫

তব ক্রত্বা তবোতিভি—র্জোক্ পশ্যেম সূর্যম্।
অথা নো বস্যসস্কৃধি ।৬

অভ্যর্ষ স্বায়ুধ সোম দ্বিবর্হসং রয়িম্।
অথা নো বস্যসস্কৃধি ।৭

অভ্যর্ষানপচ্যুতো রয়িং সমৎসু সাসহিঃ।
অথা নো বস্যসস্কৃধি ।৮

ত্বাং যজ্ঞে রবীবৃধন্ পবমান বিধর্মণি।
অথা নো বস্যসস্কৃধি ।৯

রয়িং নশ্চিত্র মশ্বিন—মিন্দ্রো বিশ্বায়ু মা ভর।
অথা নো বস্যসস্কৃধি ।১০

---

* নবম মণ্ডল চতুর্থ সূক্ত।

(১০)

দেবতা—বিষ্ণু। ঋষি—কাণ্ব গোত্রীয় মেধাতিথি। ছন্দ—গায়ত্রী।

১। বিষ্ণু যে সপ্ত স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পরিক্রমণ করিয়াছিলেন সেই স্থান হইতে দেবগণ আমাদের রক্ষা করুন।

২। বিষ্ণু এই জগৎ পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়া, তাঁহার ধূলি ধূসর পদে জগৎ আবৃত করিয়াছিলেন।

৩। বিষ্ণু রক্ষক, তাঁহাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না। তিনি ধর্ম সমূহ ধারণ করতঃ তিন পদ পরিক্রমণ করিয়াছিলেন।

৪। বিষ্ণুর যে সব কর্মবলে যজমান স্বীয় ব্রতসমূহ উদ্‌যাপন করেন, তাঁহার সেই কল্যাণকর কর্ম সব অবলোকন কর। বিষ্ণুই ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা।

৫। বিষ্ণুর পরমপদ বিদ্বানগণের কাছে সতত দৃষ্টিগোচর। ইহা সমস্ত নভোমণ্ডল ব্যাপিয়া চক্ষুর মত প্রকাশিত রহিয়াছে। (যাঁহাদের সেই অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি আছে তাঁহারাই কেবল তাহাকে দেখিতে পায়।)

৬। স্তুতিকারী ও সদা-সতর্ক মেধাবী ঋষিগণ যজ্ঞের মধ্যেও বিষ্ণুর সেই পরমপদ প্রসারিত দেখিতে পান।

(১০)

বিষ্ণু সূক্ত*

দেবতা—বিষ্ণু। ঋষি—মেধাতিথি কান্ব। ছন্দ—গায়ত্রী।

অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে।
পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ।১

ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্।
সমূঢ়মস্য পাংসুরে।২

ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ।
অতো ধর্মাণি ধারয়ন্।৩

বিষ্ণোঃ কর্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।
ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা।৪

তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্।৫

তদ্ বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্।৬

---

* প্রথম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্ত।

(১১)

দেবতা—যজ্ঞ। ঋষি—বৈবস্বত মনু। ছন্দ—গায়ত্রী।

১। যে যজমান যজ্ঞে আহুতি দ্বারা দেবগণকে পূজা করেন, তিনি যজ্ঞ ফলে ধন প্রাপ্ত হইয়া পশু পুরোডাশ প্রভৃতি পাক করিয়া পুনরায় যজ্ঞ করেন ও তিনি স্তোত্র দ্বারা ইন্দ্রকে যজ্ঞে আসার জন্য বার বার কামনা করেন।

২। যে যজমান ইন্দ্রকে পুরোডাশ দেন এবং তৃতীয় সবনে দুগ্ধ মিশ্রিত সোম (আশির) প্রদান করেন, ইন্দ্র তাহাকে পাপ ও রাক্ষস হইতে রক্ষা করেন।

৩। এমন যজমানের জন্য ইন্দ্রাদিদেবগণ দীপ্তিমান্ রথ প্রেরণ করেন। ইহার দ্বারা যজ্ঞমানের সমস্ত শত্রু-কৃত বাধা বিনষ্ট হয় এবং সন্ততি ও ধন সতত বর্ধিত হয়।

৪। পুত্র পৌত্রাদি যুক্ত তাহার গৃহ গোধন পূর্ণও থাকে। সেখানে দুগ্ধের দ্বারা দেবগণ প্রীত হন ও অহরহঃ অন্নের বর্ধন হেতু যজ্ঞাদি ক্রিয়া চলিতে থাকে।

৫। যে সমপ্রাণ দম্পতী সোমাভিষব করেন, সেই সোমকে দশা পবিত্রের দ্বারা শোধন করেন এবং যারা তৃতীয় সবনে দুগ্ধ মিশ্রিত সোমের দ্বারা দেবগণকে প্রীত করেন, তাহারা প্রচুর অন্ন প্রাপ্ত হন।

৬। সেই দম্পতী অন্ন প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত ভাবে উপযুক্ত দ্রব্য ও বর্হি-দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করেন ; এজন্য কদাপি তাহাদের গৃহে অন্নের অভাব হয় না।

৭। তাহারা দেবগণকে 'দিব' বলিয়া পরে কদাপি বাক্যের অপলাপ করেন না। দেবতাদের অনুগ্রহ লাভের জন্য সতত স্তুতি করেন ও শ্রেষ্ঠ অন্নের দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাহাদের পরিতোষ বিধান করেন।

৮। এমন দম্পতী সু-পুত্র-পৌত্র বিশিষ্ট ও স্বর্ণ সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া পূর্ণ আয়ু লাভ করেন।

৯। পর্বত ও নদী হইতে সে সব সুখ ও ভাগ্য লাভ হয় তাহাই আমরা উভয়ে প্রার্থনা করি এবং শত্রু হননাদির জন্যও বিষ্ণু সহ সমস্ত দেবতার অনুগ্রহ কামনা করি।

১০। আমাদের পুরোধা অগ্নিদেবকে ধনের জন্য স্তুতি দ্বারা ভজনা করি। আমাদের মিত্র, বহুবিধ প্রিয়-কারী ও যজ্ঞের সম্পাদয়িতা অগ্নিকে ধন প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করি ও পরিচর্যা করি।

দ্বিতীয় পুঞ্জ

(১১)

যজ্ঞ সূক্ত*

দেবতা—যজ্ঞ। ঋষি—মনু বৈবস্বত। ছন্দ—গায়ত্রী।

যো যজাতি যজাত ইৎ সুনবচ্চ পচাতি চ।
ব্রহ্মোদিন্দ্রস্য চাকনৎ ।১

পুরোডাশং যো অস্মৈ সোমং ররত আশিরম্।
পাদিৎ তং শক্রো অংহসঃ ।২

তস্য দ্যুমাঁ অসদ্ রথো দেবজূতঃ স শূশুবৎ।
বিশ্বা বন্নমিত্রিয়া ।৩

অস্য প্রজাবতী গৃহে হসশ্চন্তী দিবে দিবে।
ইড়া ধেনুমতী দুহে ।৪

যা দম্পতী সমনসা সুনুত আ চ ধাবতঃ।
দেবাসো নিত্যয়াশিরা ।৫

প্রতি প্রাশব্যা ইতঃ সম্যঞ্চা বর্হিরাশাতে।
ন তা বাজেষু বায়তঃ ।৬

ন দেবানা মপিহ্নুতঃ সুমতিং ন জুগুক্ষতঃ।
শ্রবো বৃহদ্বিবাসতঃ ।৭

পুত্রিণা তা কুমারিণা বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতঃ
উভা হিরণ্য পেশসা ।৮

আ শর্ম পর্বতানাং বৃণীমহে নদীনাম্
আ বিষ্ণোঃ সচাভূবঃ ।৯

অগ্নিং বঃ পূর্ব্যং গিরা দেবমীড়ে বসূনাম্।
সপর্যন্তঃ পুরুপ্রিয়ং মিত্রং ন ক্ষেত্রসাধসম্ ।১০

---

* অষ্টম মণ্ডলের একত্রিশ সূক্ত।

(১২)

দেবতা—আপঃ। ঋষি—অম্বরীষ পুত্র সিন্ধুদ্বীপ।
ছন্দ—গায়ত্রী ও অনুষ্টুপ্।

১। হে জল, যে কারণে তুমি জগতের সুখ সম্পাদনে প্রবৃত্ত, সেই কারণে আমাদের অন্ন প্রাপ্তির যোগ্য কর। মহৎ ও রমণীয় যাহা আমরা যাহাতে তাহার সত্য জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তাহার জন্যও সামর্থ্য দাও।

২। মাতা যেমন পুত্রের সমৃদ্ধি কামনায় সন্তানকে কল্যাণকর স্তন্য রস দান করেন, তেমনি পরম মঙ্গলকর শুভ সম্পাদক রস যাহাতে লাভ করিতে পারি তেমন ব্যবস্থা কর।

৩। জলদেবিগণ, যে সব পাপ দূর করার জন্য তোমাদের প্রণয় কামনা করি, তাদৃশ পাপ নাশের জন্য আমাদের শীঘ্র শীঘ্র প্রেরিত কর। আমরা যেন সুসন্তানের জনক হইতে পারি।

৪। হে জলদেবিগণ, আমাদের যজ্ঞের জন্য সুখকর হউন, আমাদের পানের জন্য সুখকর হউন ও রোগোপশমাদির জন্য সুখকর হউন এবং শুদ্ধির জন্য জল সতত আমাদের অভিমুখে ক্ষরিত হউক।

৫। জল ছাড়া যে সব ব্রীহিযবাদি বস্তুজাত জন্মে না, তোমরা তাহাদের ঈশ্বরী; মানুষেরও জীবন রক্ষাকারী। ভেষজ যেমন রোগ নিবারণ করে, তেমনি পাপ-অপনোদন পূর্বক সুখ সম্পাদনের নিমিত্ত তোমাদের কাছে প্রার্থনা করি।

৬। সোম আমাকে বলিয়াছেন, জলের মধ্যে ওষধি রহিয়াছে। জগতের কল্যাণকর অগ্নিও জলের মধ্যে রহিয়াছেন।

৭। ভেষজ হিসাবে জল যেন আমাদের রোগের হাত হইতে রক্ষা করেন, যেন আমরা সতত সূর্য দর্শন করিতে পারি।

৮। জলগণ, আমাদের যে সব দুষ্কৃত আছে, অপরের প্রতি যে হিংসার কাজ করিয়াছি, যে সব অভিসম্পাত করিয়াছি বা মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছি, সে সব অপসারিত কর।

৯। আমি অদ্য জলে প্রবেশ করিয়াছি, ইহার রস প্রাপ্ত হইয়াছি। হে অগ্নি, জলের মত স্নিগ্ধ ও শান্তরশ্মি হইয়া আস ও আমাদের তেজোযুক্ত কর।

(১২)

জল সূক্ত*

দেবতা—আপ। ঋষি—আম্বরীষ সিন্ধুদ্বীপ। ছন্দ—গায়ত্রী।

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুব—স্তা ন ঊর্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে।১

যো বঃ শিবতমো রস—স্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ।২

তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ।৩

শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভি স্রবন্তু নঃ।৪

ঈশানা বার্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাম্
অপো যাচামি ভেষজম্।৫

অপ্সু মে সোমো অব্রবী—দন্তর্বিশ্বানি ভেষজা।
অগ্নিং চ বিশ্বশংভুবম্।৬

আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম।
জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে।৭

ইদমাপঃ প্র বহত যৎ কিং চ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম।৮

আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি।
পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সং সৃজ বর্চসা।৯

---

* দশম মণ্ডলের নবম সূক্ত।

(১৩)

দেবতা—দান। ঋষি—অঙ্গিরা গোত্রজ ভিক্ষু। ছন্দ—ত্রিষ্টুপাদি।

১। জীবের মধ্যে দেবতা ক্ষুধার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জীবের প্রাণ নাশের জন্য নয়, কারণ আহার করিলেও মৃত্যুর নিকট অব্যাহতি নাই। দানে দাতার ধন হ্রাস হয় না কিন্তু অদাতা কাহারও সহানুভূতি পায় না।

২। অন্নার্থী গৃহে উপস্থিত, এ অবস্থায় যদি ধনবান ব্যক্তি ক্ষুধার্তকে অনাদর করিয়া স্বয়ং আহার করেন, তবে সেই পরিপূর্ণ ভোজন কদাপি তাহার সুখের নিমিত্ত হয় না, তাহার চিত্তে কদাপি শান্তি বিরাজ করে না।

৩। গৃহে অন্নাভাবে শীর্ণ ক্ষুধার্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে যিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং খাদ্যের কিয়দংশ অন্নদান করেন, তিনি ভোজ বা দাতা। তিনি তাহাতে নির্মল অপর্যাপ্ত যজ্ঞ ফল লাভ করেন; তিনি সকলেরই সখা হন, তাঁহার শত্রু থাকে না।

৪। যে ব্যক্তি এক সময় একত্র বাস করিত, তেমন সঙ্গী অন্নার্থী হইয়া গৃহে উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব ভুলিয়া তাহাকে অন্নদান করে না, সে সুহৃদ্ নামের অযোগ্য; তাহার গৃহ গৃহ নামের অনুপযুক্ত। কিন্তু সেই প্রত্যাখ্যাত যাচক অন্য দাতা ব্যক্তির নিকট অন্ন কামনা করিয়াই কৃতকার্য হয়।

৫। যাচককে অবশ্যই ধন দান করিবে; তাহাতে দাতাব্যক্তি সুকৃতকারী ব্যক্তিদের উপভুক্ত দীর্ঘতম পথ প্রাপ্ত হন। (দেখ) ধন এমনি বস্তু যে তাহা রথের চাকার মত এক হইতে অন্যের কাছে সতত চলিয়া যাইতেছে।

৬। আমি ঋষি নিশ্চিত বলিতেছি যে, যাহার অন্নদানে অরুচি তাহার ধন পাপ পূর্ণ, ইহা তাহার মৃত্যুর সমতুল হইয়া থাকে। যে নির্বোধ ধনী যজ্ঞ দ্বারা অর্যমণাদি দেবগণের ও অভ্যাগত মিত্রাদির পরিপোষণ করে না, সে ইহ-পরকালে পাপের শাস্তিই পায়।

৭। লাঙ্গলের ফাল ভূমি কর্ষণে শস্য উৎপাদন করিয়া মালীককে অন্নদান করে। তেমন তাহার কর্মচারীরাও উপযুক্ত পথে চলিয়া (কাজ করিয়া) প্রভুর ধন বৃদ্ধি করেন।

৮। যার এক ভাগ বিত্ত সে দুই, তিন ও চতুর্গুণ বিত্তাধিকারীকে শ্রেষ্ঠ মনে করে। তেমনই দুই ভাগ ও তিন ভাগ যাহাদের তাহারা চারি ভাগ যুক্ত ধনীর পশ্চাদ্বর্তী হয়। চতুর্ভাগ ধনের অধিকারী সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী হইলেও ১ম, ২য় ও ৩য়—এই তিনের পংক্তিতেই চলেন; যে যত ধন দেন তাহাতেই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব।

৯। দুই হাত সমান হইলেও ধারণ ক্ষমতা উভয়ের সমান নয়, এক মায়ের সন্তান দুই গাভী সমপরিমাণ দুধ দেয় না, যমজ দুই ভ্রাতার পরাক্রম সমান হয় না, একই বংশের দুই ব্যক্তি সমান দাতা হয় না।

(১৩)

দানসূক্ত*

দেবতা—ধনান্নদান। ঋষি—ভিক্ষু আঙ্গিরস। ছন্দ—ত্রিষ্টুপজগতী।

ন বা উ দেবাঃ ক্ষুধমিদ্বধং দতু—রুতাশিতমুপ গচ্ছন্তি মৃত্যবঃ।
উতো রয়িঃ পৃণতো নোপ দস্য—ত্যুতাপৃণন্ মর্ডিতারং ন বিন্দতে।১
য আধ্রায় চকমানায় পিত্বো হ্নবান্‌সন্ রফিতায়োপজগ্মুষে।
স্থিরং মনঃ কৃণুতে সেবতে পুরো—তো চিৎ স মর্ডিতারং ন বিন্দতে।২
স ইদ্ভোজো যো গৃহবে দদা—ত্যন্নকামায় চরতে কৃশায়।
অরমস্মৈ ভবতি যামহূতা উতাপরীষু কৃণুতে সখায়ম্।৩
ন স সখা যো ন দদাতি সখ্যে সচাভুবে সচমানায় পিত্বঃ।
অপাস্মাৎ প্রেয়ান্ন তদোকো অস্তি পৃণন্তমন্যমরণং চিদিচ্ছেৎ।৪
পৃণীয়াদিন্নাধমানায় তব্যান্ দ্রাঘীয়াংসমনু পশ্যেত পন্থাম্।
ও হি বর্তন্তে রথ্যেব চক্রা হ্যন্যমন্যমুপ তিষ্ঠন্ত রায়ঃ।৫
মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎ স তস্য।
নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী।৬
কৃষন্নিৎ ফাল আশিতং কৃণোতি যন্নধ্বানমপ বৃংক্তে চরিত্রৈঃ।
বদন্ ব্রহ্মাবদতো বনীয়ান্ পৃণন্নাপিরপৃণন্তমভি ষ্যাৎ।৭
একপাদ্ভূয়ো দ্বিপদো বি চক্রমে দ্বিপাৎ ত্রিপাদমভ্যেতি পশ্চাৎ।
চতুষ্পাদেতি দ্বিপদামভিস্বরে সং পশ্যন্ পংক্তীরুপতিষ্ঠমানঃ।৮
সমৌ চিদ্ধস্তৌ ন সমং বিবিষ্টঃ সংমাতরা চিন্ন সমং দুহাতে।
যময়োশ্চিন্ন সমা বীর্যাণি জ্ঞাতী চিৎ সন্তৌ ন সমং পৃণীতঃ।৯

---

* দশম মণ্ডলের এক শত সতর সূক্ত।

(১৪)

দেবতা—পবমান সোম। ঋষি—কশ্যপ মরীচিপুত্র। ছন্দ—পংক্তি।

১। হে পবমান সোম, যে লোকে সর্বপ্রকার জ্যোতিঃ সর্বদা অবিনশ্বর, যে লোকে আদিত্য নামক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিহিত আছে, সেই মরণ ধর্ম রহিত অক্ষয় লোকে আমাকে লইয়া যাও। মধুময় লোকে আমাকে প্রেরণের জন্য হে ইন্দু, তুমি ইন্দ্রের জন্য অজস্র ধারে ক্ষরিত হও।

২। যে লোকে বৈবস্বত মনু রাজা ; যে লোকে স্বর্গ প্রবেশের দ্বার বিদ্যমান, যেখানে মহতী নদীসমূহ বিরাজ করেন, সেই লোকে নিয়া আমাকে মরণ ধর্ম রহিত কর। আমার এই দেবত্ব লাভ করার জন্য হে ইন্দু ইন্দ্রের জন্য অজস্র ধারে ক্ষরিত হও।

৩। উত্তম, মধ্যম ও সাধারণ তিন শ্রেণীর স্বর্গলোক রহিয়াছে, তাহার সকলটিতেই ইচ্ছামত গমনাগমন করা যায়, যে লোকে সকলই জ্যোতিষ্মান্ সেই অমর লোকে আমাকে স্থাপন কর। আমি যাহাতে সর্বোত্তম লোক লাভ করিতে পারি সেই উদ্দেশ্যে হে ইন্দু, ইন্দ্রের জন্য অজস্রধারে ক্ষরিত হও।

৪। যে লোকে কোন কামনা অপূর্ণ থাকে না, যেখানে সকলেরই জ্ঞানদাতা আদিত্যের স্থান, যেখানে ক্ষুধাদি বিষয়ে স্থায়ীভাবে পরিতৃপ্তি বিদ্যমান, সেই অমৃত লোকে আমাকে প্রেরণ কর। আমার এই অমরত্ব লাভের উদ্দেশে হে ইন্দু, ইন্দ্রের জন্য অজস্রধারে ক্ষরিত হও।

৫। যে লোকে আনন্দ ও হর্ষ, তৃপ্তির সুখ ও উপভোগের আমোদ সদা বিরাজমান, যেখানে কোন অতৃপ্ত বাসনা নাই, সেই মরণ রহিত লোকে নিয়া অমৃতত্ব দান কর। আমার অমরত্ব সম্পাদনের জন্য, হে ইন্দু, ইন্দ্রের জন্য অজস্রধারে ক্ষরিত হও।

LIBRARY
No. .....
BANARAS

দ্বিতীয় পুষ্প

(১৪)

স্বর্গ সূক্ত*

দেবতা—পবমান সোম। ঋষি—কাশ্যপ মারীচ। ছন্দ—পংক্তি।

যত্র জ্যোতিরজস্রং যস্মিন্ লোকে স্বহিতম্।
তস্মিন্ মাং ধেহি পবমানা—ঽমৃতে লোকে অক্ষিত
ইন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ।১

যত্র রাজা বৈবস্বতো যত্রাবরোধনং দিবঃ।
যত্রামূর্যহ্বতীরাপ—স্তত্র মামমৃতং কৃধী
—ন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ।২

যত্রানুকামং চরণং ত্রিনাকে ত্রিদিবে দিবঃ।
লোকা যত্র জ্যোতিষ্মন্ত—স্তত্র মামমৃতং কৃধী
—ন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ।৩

যত্র কামা নিকামাশ্চ যত্র ব্রধ্নস্য বিষ্ট পম্।
স্বধা চ যত্র তৃপ্তিশ্চ তত্র মামমৃতং কৃধী
—ন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ।৪

যত্রানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মুদঃ প্রমুদ আসতে।
কামস্য যত্রাপ্তাঃ কামা—স্তত্র মামমৃতং কৃধী
—ন্দ্রায়েন্দো পরি স্রব ।৫

---

* নবম মণ্ডলের এক শত তের সূক্ত।

(১৫)

দেবতা—ক্ষেত্রপতি। ঋষি—বামদেব গোতম পুত্র। ছন্দ—বিবিধ।

১। ক্ষেত্রপতির প্রসাদে আমরা (কৃষিকার্যে নিশ্চয়ই) কৃতকার্য হইব; সহকারিগণ কৃষি, গো ও অশ্ব সুন্দরভাবে পরিপোষণ কর। ক্ষেত্রপতি তাহার ফলে আমাদের ধন ও স্বাস্থ্য প্রদান করিবেন।

২। হে ক্ষেত্রপতি, ঠিক যেমন গাভীর উধ হইতে দুধ ফেনিল হইয়া নামে অথবা মধু যেমন চাক হইতে অবিরাম স্রোতে নামে অথবা মন্ত্রিত ঘৃত যেমন পুরোহিতের হস্ত হইতে অবিরাম ধারায় অগ্নির দিকে ধাবমান হয়, তেমনি ভাবে ঊর্মির আকারে জল আমাদের কৃষিক্ষেত্রে অজস্র ধারায় প্রবাহিত হউক।

৩। ওষধিগণ, আকাশ ও জল মধুময় হউক, অন্তরিক্ষও মধুময় হউক, ক্ষেত্রপতি আমাদের প্রতি মধুমান হউন যেন আমরা নির্ভয়ে তাঁহার অনুসরণ করিতে পারি।

৪। আমাদের হালের পশু ও কর্মচারীরা স্ফূর্তির সহিত কাজ করুক যেন লাঙ্গলগুলি ভূমি গভীরভাবে কর্ষণ করিতে পারে ও সহজভাবে চলিতে পারে।

৫। ওহে শুনা-সীরীদেব (বায়ু ও সূর্য) গণ, আমাদের হবি গ্রহণ কর ও স্তুতি শ্রবণ কর এবং তোমরা যে উদক আকাশে রক্ষা কর তদ্বারা আমাদের কৃষিক্ষেত্র সিক্ত কর।

৬। ওহে সীতে (পালট) আমরা প্রার্থনা করি ও বন্দনা করি, তুমি আমাদের প্রতি সুভগা (সৌভাগ্যদা) হও এবং যেন আমরা প্রচুর পরিমাণ ধন এবং (উপযুক্ত ভাবে কৃষিকার্যের) ফল ভোগ করিতে পারি।

৭। ইন্দ্র আমাদের সীতাগুলির রক্ষক হউন, পুষা সতত ইহার পুষ্টির চেষ্টা করুন। গাভী যেমন উত্তরোত্তর দুগ্ধের পরিমাণ বাড়ায় তেমনি ভাবে এই সীতাগুলি যেন বৎসর বৎসর অধিকতর ধান্য উৎপাদনে সমর্থ হয়।

৮। ফালগুলি গভীর ভাবে ভূমি কর্ষণ করুক, কৃষক স্ফূর্তির সহিত পশুগুলির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলুক, পর্জন্য তাঁহার মধুময় জল দান করুন এবং শুনা ও সীরী আমাদের যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া প্রচুর ফসল উৎপাদন করুন।

LIBRARY
No.....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

(১৫)

কৃষি সূক্ত*

দেবতা—ক্ষেত্র পতি। ঋষি—গৌতম বামদেব। ছন্দ—অনুষ্টুপাদি।

ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতেনেব জয়ামসি
গামশ্বং পোষয়িত্ব্বা স নো মৃড়াতীদৃশে ।১
ক্ষেত্রস্য পতে মধুমন্তমূর্মিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব ।
মধুশ্চুতং ঘৃতমিব সুপূত—মৃতস্য নঃ পতয়ো মৃড়য়ন্তু ।২
মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্নো ভবত্বন্তরিক্ষম্ ।
ক্ষেত্রস্য পতির্মধুমান্ নো অস্ত্ব—রিষ্যন্তো অন্বেনং চরেম ।৩
শুনং বাহাঃ শুনং নরং শুনং কৃষতু লাঙ্গলম্ ।
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুনমষ্ট্রামুদিঙ্গয় ।৪
শুনাসীরাবিমাং বাচং জুষেথাং যদ্ দিবি চক্রথুঃ পয়ঃ ।
তেনেমামুপ সিঞ্চতম্ ।৫
অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা ।
যথা নঃ সুভগা সসি যথা নঃ সুফলাসসি ।৬
ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্নাতু তাং পূষা অনু যচ্ছতু ।
সা নঃ পয়স্বতী দুহা—মুত্তরামুত্তরাং সমাম্ ।৭
শুনং নঃ ফালা বি কৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা অভি যন্তু বাহৈঃ ।
শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তম্ ।৮

---

* চতুর্থ মণ্ডলের সাতান্ন সূক্ত।

(১৬)

দেবতা—সূর্যা প্রভৃতি। ঋষি—সাবিত্রী সূর্যা। ছন্দ—বিবিধ।

১। সবিতা মনে মনে অশ্বিদ্বয়কে সূর্যার বর সাব্যস্ত করেন। যখন সূর্যা প্রাপ্ত যৌবনা হইয়া স্বামী প্রাপ্তির জন্য কামনা করিলেন, তখন পিতা তাহার ব্যবস্থা করিলেন। কন্যা মাত্রের সোমই প্রথম বর, সুতরাং সোমের কাছে সূর্যাকে দান করিলেন।

২। সূর্যা যখন সোমের কাছে চলিলেন, তখন তাহার উপঢৌকন হইলেন চৈতন্য স্বরূপ দেবগণ; চক্ষু হইল তাহার অঞ্জন। অন্তরিক্ষ ও ভূমি তাহার কোষ স্থানীয় হইল অর্থাৎ তত্রস্থ যাবতীয় বস্তুই বর বধূ উপহাররূপে পাইলেন।

৩। বরকে দেওয়া উপহার সূর্যার আগে আগে চলিল। মঘা নক্ষত্রের উদয়ে দানীয় গবাদি পশু তাড়াইয়া যাত্রী দল রওয়ানা হইল এবং ফাল্গুনী নক্ষত্রে রথে সোমের গৃহে গেল।

৪। পলাশ ও শাল্মলী পুষ্পে শোভিত, নানাবিধ রমণীয় বর্ণে চিত্রিত সুন্দর ও সুষ্ঠু আবর্ত্তনশীল চক্রবিশিষ্ট রথে হে সূর্যে আরোহণ কর, ইহা অমৃতলোকে সুখকর পতি সোমের গৃহে পৌঁছাইয়া দিবে।

৫। আমি কন্যার পিতৃগৃহের বন্ধন ছিন্ন ও এখন হইতে পতিগৃহের সঙ্গে সংযোজিত করিলাম। হে ইন্দ্র, কন্যা যাহাতে সুপুত্র ও সৌভাগ্যবতী হয় তাহার ব্যবস্থা করুন।

৬। পূষা তোমাকে হাতে ধরিয়া উঠাইবেন, অশ্বিদ্বয় রথে তুলিয়া নিবেন। তুমি পতিগৃহে গিয়া গৃহকর্ত্রী হও। যেন সকলই তোমার বশে যায় এমনভাবে আলাপ ব্যবহার করিবে।

৭। হে ঋষিগণ, আপনারা আমার এই মঙ্গলময়ী কন্যার কাছে গিয়া তাহাকে দেখুন ও তাহাকে সৌভাগ্য লাভের আশীর্বাদ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করুন।

৮। ভগ, অর্যমা, সবিতা ও পূষা তোমাকে পত্নীরূপে আমাকে দান করিয়াছেন। সুতরাং হে বধু, তোমার হস্তগ্রহণ করিতেছি, এবং কামনা করিতেছি যেন এই মিলন বৃদ্ধকাল পর্যন্ত আমাদের সৌভাগ্যের হেতু হয়।

(১৬)

সূর্যা সূক্ত*

দেবতা—সূর্যা প্রভৃতি। ঋষি—সাবিত্রী সূর্যা। ছন্দ—বিবিধ।

সোমো বধূয়ুরভব—দশ্বিনাস্তামুভা বরা।
সূর্যাং যৎ পত্যে শংসন্তীং মনসা সবিতাদদাৎ।১

চিত্তিরা উপবর্হণং চক্ষুরা অভ্যঞ্জনম্।
দ্যৌর্ভূমিঃ কোশ আসীদ্ যদযাৎ সূর্যা পতিম্।২

সূর্যায়া বহতুঃ প্রাগাৎ সবিতা যমবাসৃজৎ।
অঘাসু হন্যন্তে গাবো হর্জুন্যোঃ পর্যুহ্যতে।৩

সুকিংশুকং শাল্মলিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং সুবৃতং সুচক্রম্।
আ রোহ সূর্যে অমৃতস্য লোকং স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ্ব।৪

প্রেতো মুঞ্চামি নামুতঃ সুবদ্ধামমুতস্করম্।
যথেয়মিন্দ্র মীঢ্বঃ সুপুত্রা সুভগাসতি।৫

পূষা ত্বেতো নয়তু হস্তগৃহ্যা—হশ্বিনা ত্বা প্র বহতাং রথেন।
গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথাসো বশিনী ত্বং বিদথমা বদাসি।৬

সুমঙ্গলীরিয়ং বধূ—রিমাং সমেত পশ্যত।
সৌভাগ্যমস্যৈ দত্ত্বায়া—হথাস্তং বি পরেতন।৭

গৃভ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ।
ভগো অর্যমা সবিতা পুরংধি—র্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ।৮

---

* দশম মণ্ডলের পঁচাশি সূক্ত

৯। হে অগ্নি গন্ধর্বগণ সূর্যাকে সোম হইতে আনিয়া তোমাকে দিয়াছেন। তুমি এখন তাহাকে সন্তান প্রাপ্তির আশীর্বাদ করিয়া পুনরায় তাহার (মূল) পতির (অশ্বিদ্বয়ের) কাছে অর্পণ কর।

১০। অগ্নি পুনরায় তাহাকে দীর্ঘায়ুঃ ও তেজবীর্য সহ স্বামীর সঙ্গে শতবর্ষ বাস করার জন্য সম্প্রদান করিলেন।

১১। সোম বধূকে গন্ধর্বের কাছে দান করেন। গন্ধর্ব দিলেন অগ্নিকে। এখন অগ্নি ধনপুত্র লাভের ব্যবস্থাসহ বধূকে আমাদের (অগ্নিশ্বদ্বয়ের) কাছে অর্পণ করিলেন।

১২। সূর্যে, এই লোকে আমাদের সহিত বিযুক্ত বা পৃথক না হইয়া পূর্ণায়ু ভোগ কর্ এবং পুত্রপৌত্রসহ ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া আনন্দে স্বগৃহে বসবাস কর।

১৩। পতির প্রতি ক্রোধ হইলেও অভয় দৃষ্টিপাত করিবে, কদাপি তাহার অনিষ্ট করিবে না। পশুদের প্রতি হিতকর ব্যবহার করিবে। মহামনাঃ ও তেজঃ সম্পন্ন হবে। তুমি বীর প্রসবিনী হবে, দেবে ভক্তিমান হবে এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীর সঙ্গে হিতকর ব্যবহার করিবে।

১৪। হে বধূ, তুমি তোমার শ্বশুর ও শাশুড়ীর এবং ননদ দেবরাদির অভিভাবকত্ব গ্রহণ কর। (তাহাদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিবে ও তাহাদের সেবার সুব্যবস্থা করিবে।)

১৫। হে সমূহ দেবগণ, আপনারা আমাদের সমস্ত দুঃখ ক্লেশ দূর করিয়া লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত কার্যে আমাদের প্রকাশশীল করুন। হে মাতরিশ্বা, হে জল, হে ধাতা ও হে ফলদাত্রী সরস্বতি, আমাদের হৃদয়কে পরস্পরের অনুকূল ও শান্তিময় করুন।

তুভ্যমগ্রে পর্যবহন্ সূর্যাং বহতুনা সহ।
পুনঃ পতিভ্যো জায়াং দা অগ্নে প্রজয়া সহ।৯

পুনঃ পত্নীমগ্নিরদা—দায়ুষা সহ বর্চসা।
দীর্ঘায়ুরস্যা যঃ পতি—র্জীবাতি শরদঃ শতম্।১০

সোমো দদদ্গন্ধর্বায় গন্ধর্বো দদদগ্নয়ে।
রয়িং চ পুত্রাঁশ্চাদা—দগ্নির্মহ্যমথো ইমাম্।১১

ইহৈব স্তং মা বি যৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতম্।
ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভি—র্মোদমানৌ স্বে গৃহে।১২

অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চাঃ।
বীরসূর্দেবকামা স্যোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে।১৩

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাংভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞীভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু।১৪*

সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সং মাতরিশ্বা সং ধাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ।১৫

---

* সূর্য্যাসূক্ত বিশেষ করিয়া তাহার ১৩।১৪ ঋকমন্ত্রদ্বয় কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ কাব্যের কন্যা বিদায় কালীন কবিতাটি স্মরণ করাইয়া দেয় :—

শুশ্রূষয়স্ব গুরূন্ কুরুপ্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে।
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গম্॥
ভূয়িষ্ঠং ভবদক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী।
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥

সখি শকুন্তলে, গুরুজনকে শুশ্রূষা করিও এবং তাহাদের উপদেশে চলিও। সপত্নীদের প্রতি প্রিয় সখির মত ব্যবহার করিও। স্বামী কর্তৃক অবহেলিত হইলেও রোষের বশে তাহার প্রতিকূলচারিণী হইওনা। পরিজনের প্রতি প্রচুর দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিও। এবং যথেষ্ট ভোগের অবস্থায় পড়িলেও বস্তুর অপচয় করিও না বা অহঙ্কারী হইও না। কারণ এমনি চরিত্রের মেয়েরাই গৃহিণী পদের যোগ্যা হইয়া থাকেন আবার তদ্বিরুদ্ধ আচরণ কারিনিগণ বংশের পীড়ার কারণ রূপে পরিগণিতা হন।

(১৭)

দেবতা—ইন্দ্র। ঋষি—গাধীপুত্র বিশ্বামিত্র। ছন্দ—গায়ত্রী।

১। হে ইন্দ্র ও পর্জন্য। তোমাদের বিশাল রথে আমাদের জন্য অন্ন নিয়া আস এবং আমাদের বীরপুত্র দান কর। হে উজ্জ্বল দেবগণ, আমাদের যজ্ঞে হবিঃ গ্রহণ কর, ও স্তুতি দ্বারা বর্ধিত হও।

২। হে মঘবন, আমাদের এই যজ্ঞে কিয়ৎকাল সুখে অবস্থান কর; তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইও না। কারণ সুন্দররূপে অভিষূত সোম দ্বারা আমি তোমার যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছি। পুত্র যেমন মধুর বাক্যে পিতার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করে—আমিও তেমনিভাবে সুমধুর স্তুতি দ্বারা তোমাকে ধরিয়া রাখিতে বাসনা করি।

৩। হে অধ্বর্যু তুমিও আমার স্তবে যোগদান কর। আমরা দুজনেই ইন্দ্রের উদ্দেশে এই প্রীতিপ্রদ স্তোত্র আবৃত্তি করিব। তুমি এখন আসিয়া যজমানের স্থাপিত এই কুশের উপর উপবেশন কর যেন ইন্দ্রের নিমিত্ত রচিত এই স্তব দ্বারা তাহার গুণকীর্ত্তন করিতে পারি।

৪। হে মঘবন, জায়াই গৃহ, জায়াই সন্তান উৎপাদন করেন। তোমার হরিদশ্ব তোমাকে তোমার পত্নীর কাছে নিয়া যাউক। সেখানেই অবস্থান কর এবং যখনই আমরা সোম অভিষব করিব সেই সময়েই যেন যজ্ঞের দূত অগ্নি তোমার নিকট গমন করেন।

৫। মঘবন, তুমি নিজগৃহে চলিয়া যাইতে পার অথবা এই যজ্ঞে আগমন কর। কারণ হে ভ্রাত, উভয়স্থানেই তোমার প্রয়োজন রহিয়াছে। তুমি গৃহ-গমনের জন্য তোমার মহৎ রথে আরোহণ করিতে পার অথবা হ্রেষারবকারী অশ্বকে রথ হইতে বিমোচন করিয়া এখানে এই যজ্ঞে অবস্থান কর।

৬। হে ইন্দ্র, আগে এই সোম পান কর এবং তৎপর গৃহে যাও (এ আমার প্রার্থনা), সেখানে তোমার কল্যাণকারিণী জায়া আছেন ও সতত সুমধুর ধ্বনিতে তোমার গৃহ মুখরিত। আমার অভিষূত সোম পান করিবার জন্য তোমার মহৎ রথে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর।

(১৭)

বিশ্বামিত্র সূক্ত*

দেবতা—ইন্দ্র। ঋষি—বিশ্বামিত্র গাথিনঃ। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ।

ইন্দ্রাপর্বতা বৃহতা রথেন বামীরিষ আ বহতং সুবীরাঃ।
বীতং হব্যান্যধ্বরেষু দেবা বর্ধেথাং গীর্ভিরিড়য়া মদন্তা।১
তিষ্ঠা সু কং মঘবন্ মা পরা গাঃ সোমস্য নু ত্বা সুষুতস্যা যক্ষি।
পিতুর্ন পুত্রঃ সিচমা রভে ত ইন্দ্র স্বাদিষ্ঠয়া গিরা শচীবঃ।২
শংসাবাধ্বর্যো প্রতি মে গৃনীহী—ন্দ্রায় বাহুঃ কৃণবাব জুষ্টম্।
এদং বর্হির্যজমানস্য সীদা—থা চ ভূতুকৃথমিন্দ্রায় শস্তম্।৩
জায়েদস্তং মঘবন্ সেদু যোনি—স্তদিৎ ত্বা যুক্তা হরয়ো বহন্তু।
যদা কদা চ সুনবাম সোম—মগ্নিষ্ট্বা দূতো ধন্বাত্যচ্ছ।৪
পরা যাহি মঘবন্না চ যাহী—ন্দ্র ভ্রাতরুভয়ত্রা তে অর্থম্।
যত্রা রথস্য বৃহতো নিধানং বিমোচনং বাজিনো রাসভস্য।৫
অপাঃ সোমমস্তমিন্দ্র প্র যাহি কল্যাণীর্জায়া সুরণং গৃহে তে।
যত্রা রথস্য বৃহতো নিধানং বিমোচনং বাজিনো দক্ষিণাবৎ।৬

---

* তৃতীয় মণ্ডলের ত্রিপান্ন সূক্ত।

(১৮)

দেবতা—অক্ষ। ঋষি—ইলূশপুত্র কবষ। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ।

১। উর্বর প্রদেশে জাত বিভীতকী কাষ্ঠের বৃহৎ পাশা যখন ছকের উপর কাঁপিয়া স্থির হয়—তখন আমার মন হর্ষে মত্ত হয়। মুঞ্জাবান্ পর্বত-জাত উত্তম সোম পানে যে হর্ষ উৎপাদন করে ইহা ঠিক তাহারই মত। (দুইটিই বিষম নিশা জমায়)।

২। আমার সুশীলা পত্নী আমার পরম অনুগত ছিলেন! তিনি কদাপি আমার প্রতি বিরাগভাজন ছিলেন না। আমার ও আমার বন্ধুবর্গের আদর করিতেন ও আব্দার পূর্ণ করিতেন। আমি সেই সুখকরী স্ত্রীকে শুধু নেশার মোহে পরিত্যাগ করিয়াছি।

৩। তাহার মাতা (শ্বাশুড়ী) আমাকে নিন্দা করেন এবং আমাকে ত্যাগ করেন। কারণ আমার মত লোকের জন্য কাহারও সহানুভূতি থাকে না। ক্রেতার নিকট বৃদ্ধ অশ্ব যেমন অনাদৃত, তেমনি কেহই আমাকে কোনপ্রকার ধন দিয়া সাহায্য করে না।

৪। পাশা আমার সমস্ত ধন ও বস্তুজাত নিয়াছে। আমার কিছুই নাই বলিয়া আমার স্ত্রী এখন অন্যাসক্তা! আমার পিতা-মাতা-ভ্রাতা ঋণের দায়ে আমাকে কারাবদ্ধই দেখিতে চান, আমার সঙ্গের সম্পর্ক পর্যন্ত স্বীকার করেন না।

৫। আমি প্রায়ই ইচ্ছা করি আর পাশা খেলিব না এবং খেলার বন্ধুদের হইতে দূরে চলিয়া যাইব। কিন্তু যখনই দেখি বাদামী রং-এর পাশা আবার পড়িল, অমনি আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারি না। চরিত্রহীনা যুবতী যেমন দেখামাত্র তাহার উপপতির কাছে ধাবিত হয়, ক্রীড়া সুহৃৎগণের কাছে আমিও তেমনি ছুটিয়া যাই।

৬। উপস্থিত ক্রীড়া-সভায় 'কে ধনী আছ, আস, বাজি রাখিয়া খেলিব,' বলিয়া যখন কোন ক্রীড়ক পাশা নেয়, তখন নিপুণ যাহারা, তাহারা তাহাকে কতক সুযোগ দিতে থাকেন, তাহার কৃতকার্য্যতা বাড়িতে থাকে।

৭। পাশা ক্রমেই অঙ্কুশ বিকাশ করিয়া ক্রমশঃ তীব্র আকর্ষণ করিতে থাকে, সূক্ষ্ম তীরাগ্র দিয়া যেন হনন করিতে থাকে, ধারাল ছুরিকা দ্বারা যেন কর্তন করিতে থাকে, যখন জয়ের অবস্থা তখন পাশাগণ খুব দাতা ও যেন মধুধারা রচিত মনে হয়—আবার হরণের অবস্থায় সর্বস্ব কাড়িয়া নিয়া তাহারা নিহন্তার ভূমিকা গ্রহণ করে।

(১৮)

অক্ষ সূক্তম্

দেবতা—অক্ষ। ঋষি—কবষঐলূষ। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ।

প্রাবেপা মা বৃহতো মাদয়ন্তি প্রবাতেজা হরিণে বর্বৃতানাঃ।
সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্।১

ন মা মিমেথ ন জিহীড় এষা শিবা সখিভ্য উত মহ্যমাসীৎ।
অক্ষস্যাহমেকপরস্য হেতো—রনুব্রতামপ জায়ামরোধম্।২

দ্বেষ্টি শ্বশ্রূরপ জায়া রুণদ্ধি ন নাথিতো বিন্দতে মর্ডিতারম্।
অশ্বস্যেব জরতো বস্ন্যস্য নাহং বিন্দামি কিতবস্য ভোগম্।৩

অন্যে জায়াং পরি মৃশন্ত্যস্য যস্যাগৃধদ্বেদনে বাজ্য—ক্ষঃ।
পিতা মাতা ভ্রাতর এন মাহু—র্ন জানীমো নয়তা বদ্ধমেতম্।৪

যদাদীধ্যে ন দবিষাণ্যেভিঃ পরাযদ্ভ্যোঽব হীয়ে সখিভ্যঃ।
ন্যূপ্তাশ্চ বভ্রবো বাচমক্রতঁ এমীদেষাং নিষ্কৃতং জারিণীব।৫

সভামেতি কিতবঃ পৃচ্ছমানো জেষ্যামীতি তন্বা—শূশুজানঃ।
অক্ষাসো অস্য বি তিরন্তিকামং প্রতিদীব্নে দধত আ কৃতানি।৬

অক্ষাসো ইদঙ্কুশিনো নিতোদিনো নিকৃত্বানস্তপনাস্তাপয়িষ্ণবঃ।
কুমারদেষ্ণা জয়তঃ পুনর্হণো মধ্বা সংপৃক্তাঃ কিতবস্য বর্হণা।৭

৮। সত্যধর্মা সবিতা যেমন আকাশে পরিক্রমণ করেন ঠিক তেমনি যেন জয়ের গুটি প্রসারিত ছকের ৫৩টি ঘরে পরিভ্রমণ করে। ইহারা উগ্রতম ব্যক্তির কাছেও নত হয় না। বরং রাজারাই তাদের কাছে নতশির।

৯। এরা কখন নীচে নামিতেছে কখন উপরে উঠিতেছে। ইহাদের হাত নাই, কিন্তু যাদের হাত আছে, তারাও এদের কাছে পরাজিত হন। ইহারা দিব্য জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় ছকের উপর বসিয়া রহিয়াছে; এরা স্পর্শে শীতল হইলেও হৃদয়কে দগ্ধ করিয়া থাকে।

১০। দ্যূতক্রীড়ার সর্বস্বান্ত ব্যক্তির স্ত্রী দীনহীন বেশে পরিতাপ করে। পুত্র কোথায় গেল ভাবিয়া ক্রীড়কের মাতা ব্যাকুল। যে তাহাকে পূর্বে ধার দিয়াছে সে ধন ফেরৎ পাইবে কিনা ভাবিয়া শঙ্কিত; (প্রাপকদের ও বাড়ীর সকলের গঞ্জনার ভয়ে) তাহাকে পরের ঘরে রাত্রি যাপন করিতে হয়।

১১। আপন স্ত্রীর হীনদশা দেখিয়া দ্যূতকারের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অন্যের সুন্দরী স্ত্রী ও অট্টালিকা দেখিয়া তাহার পরিতাপ হয়। সে হয়ত প্রাতে সুন্দর ঘোড়া যোজনা করিয়া পরিভ্রমণ করিয়াছে কিন্তু দিনে সমস্ত হারাইয়া সন্ধ্যায় নীচলোকের ন্যায় শীত নিবারণের জন্য অগ্নির সেবা করিয়া থাকে।

১২। হে পাশাগণ, তোমাদের দলের প্রধান বা সেনাপতি বা রাজতুল্য যে, আমি তাহার প্রতি দশ অঙ্গুলি যোড় করিয়া প্রণাম করিতেছি। আমি সত্য করিয়া বলিতেছি আমি তোমাদের কাছে কোন অর্থ লিপ্সা করিব না।

১৩। হে দ্যূতকার, কখনও পাশা খেলিও না। বরং কৃষিকার্য কর এবং তাহাতে যাহা প্রাপ্তি হয় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক এবং নিজেকে কৃতার্থ বোধ কর। তাহাতে গোধন ও পত্নীর প্রীতি মিলিবে। এই যে প্রভু সূর্যদেব তিনি ইহা আমাকে বলিয়াছেন।

১৪। হে পাশাগণ, আমাদের প্রতি সদয় হও। আমাদের কল্যাণ কর। তোমাদের দুর্ধর্ষ প্রভাব আমাদের উপর আর প্রয়োগ করিও না। আমাদের শত্রুরাই যেন তোমাদের কোপদৃষ্টিতে পতিত হয়। পাশায় আকর্ষণ যাহাদের তাহারা খেলে খেলুক।

দ্রষ্টব্য :—এই চমৎকার সূক্ত একটি দীর্ঘস্থায়ী সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজের একজন উচ্চতর সংস্কৃতিবিশিষ্ট ঋষির রচিত মনে হয়। ঋষি কবষ তেমনই ছিলেন দেখা যায়। রাজা ত্রসদস্যু ও কুরুশ্রবণের অনুগ্রহে ও যত্নে ইনি ও তাহার বংশ উন্নতি করেন।

LIBRARY
No. .....
BANARAS

ত্রিপঞ্চাশঃ ক্রীড়তি ব্রাত এষাং দেব ইব সবিতা সত্যধর্মা।
উগ্রস্য চিন্মন্যবে না নমন্তে রাজা চিদেভ্যো নম ইৎকৃণোতি ।৮.

নীচা বর্ত্তন্ত উপরিস্ফুরন্ত্য—হস্তাসো হস্তবন্তং সহন্তে।
দিব্যা অঙ্গারা হরিণে ন্যুপ্তাঃ শীতাঃ সন্তো হৃদয়ং নির্দহন্তি ।৯

জায়া তপ্যতে কিতবস্য হীনা মাতা পুত্রস্য চরতঃ ক্ব স্বিৎ।
ঋণাবা বিভ্যদ্ধনমিচ্ছামানো—ঽন্যেষামস্তমুপ নক্তমেতি ।১০

স্ত্রিয়ং দৃষ্টায় কিতবং ততাপা—ঽন্যেষাং জায়াং সুকৃতং চ যোনিম্।
পূর্বাহ্নে অশ্বান্ যুজুজে হি বভ্রূন্ সো অগ্নেরন্তে বৃষলঃ পপাদ ।১১

যো বঃ সেনানীর্মহতোগণস্য রাজা ব্রাতস্য প্রথমো বভূব।
তস্মৈ কৃণোমি ন ধনা রুণধ্মি দশাহং প্রাচীস্তদৃতং বদামি ।১২

অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ।
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া তন্মে বি চষ্টে সবিতায়মর্যঃ ।১৩

মিত্রং কৃণুধ্বং খলু মৃড়তা নো মা নো ঘোরেণ চরতাভি ধৃষ্ণু।
নি বো নু মন্যুর্বিশতামরাতি—রন্যো বভ্রূণাং প্রসিতৌ হ্যস্তু ।১৪

---

* দশম মণ্ডলের চৌত্রিশ সূক্ত।

(১৯)

দেবতা—শশ্মান অগ্নি। ঋষি—যমপুত্র দমন। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ।

১। হে অগ্নি। এই মৃতব্যক্তিকে একেবারে ভস্মীভূত করিও না। তাহাকে বিশেষ যন্ত্রণা দিও না। তাহার চামড়া মাংস হইতে পৃথক করিও না। তাহার শরীর পুড়িয়া পরিপক্ক হইলে তাহাকে তাঁহার পূর্বপুরুষদের কাছে প্রেরণ কর।

২। উত্তমরূপে পক্ক হইলে ইহাকে তাহার পিতৃগণের কাছে দিবে, সেখানে তাহার প্রাণ সজীবত্ব লাভ করিয়া দেবগণের বশবর্ত্তী হইবে।

৩। হে মৃত! তোমার চক্ষু সূর্যেতে মিশুক, তোমার শ্বাস বায়ুমণ্ডলে মিলিত হউক, কর্মফলে তুমি স্বর্গে বা মর্ত্যে মিশিয়া যাও। হিতকর হইলে জলেও মিশিয়া যাইতে পার। তোমার শরীর ওষধির (উদ্ভিজের) মধ্যে মিশিয়া যাউক!

৪। অগ্নি, মৃতের অজ অংশ শাশ্বত। সেই অংশকে তোমার তাপে উজ্জ্বল ও শিখাদ্বারা উত্তপ্ত কর। তোমার যেসব মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি আছে, তদ্বারা এই মৃতকে পুণ্যবান ব্যক্তিদের ভুবনে লইয়া যাও।

৫। তোমার আহুতি স্বরূপ যজ্ঞ-চরু ভোজন করিয়া যে মৃত আসিতেছে, তাহাকে পিতৃগণের কাছে প্রেরণ কর। তাহার যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা পুনরায় জীবন ও শরীর লাভ করুক।

৬। হে মৃত, কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী (কাক), পিপীলিকা, সর্প, হিংস্রজন্তু তোমার শরীরের বিভিন্ন স্থানে যে ব্যথা দিয়াছে, সর্বভুক অগ্নি তাহা নিরাময় করুন। যে সোম পান করিয়াছে তাহাকে ব্রহ্মত্বে উন্নীত করুন।

৭। হে মৃত, গোচর্ম নির্মিত অগ্নির শিখাস্বরূপ কবচ ধারণ কর। প্রচুর মেদের দ্বারা আচ্ছাদিত হও। তাহা হইলে দুর্ধর্ষ, বলী ও দাম্ভিক এবং তোমাকে দগ্ধ করিতে উদ্যত এই অগ্নি, যেন একেবারে তোমার সর্বাংশে ব্যপ্ত হইতে না পারে।

৮। এই মাংসভুক্ অগ্নিকে আমি দূরে অপসারিত করি। যম যাহাদের রাজা তাহার কাছে এই অগ্নি গমন করুক। এখানে আর এক অগ্নি রহিলেন ইনি দেবগণের কাছে হবিঃ বহন করুন।

(১৯)

শ্মশান অগ্নি সূক্ত*

দেবতা—অগ্নি। ঋষি—দমন যামায়ন। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ।

মৈনমগ্নে বি দহো মাভিশোচো মাস্য ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরম্।
যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদো হথেমেনং প্র হিণুতাৎ পিতৃভ্যঃ।১

শৃতং যদা করসি জাতবেদো হথেমেনং পরি দত্তাৎ পিতৃভ্যঃ।
যদা গচ্ছাত্যসুনীতিমেতা—মথা দেবানাং বশনীর্ভবাতি।২

সূর্যং চক্ষুর্গচ্ছতি বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্মণা।
অপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিত—মোষধীষু প্রতি তিষ্ঠা শরীরৈঃ।৩

অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ।
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদ—স্তাভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকম্।৪

অব সৃজ পুনরগ্নে পিতৃভো যস্ত আহুতশ্চরসি স্বধাভিঃ।
আয়ুর্বসান উপ বেতু শেষঃ সংগচ্ছতাং তন্বা জাতবেদ।৫

যৎ তে কৃষ্ণঃ শকুন আতুতোদ পিপীলঃ সর্প উত বা শ্বাপদঃ।
অগ্নিষ্টদ্বিশ্বাদগদং কৃণোতু সোমশ্চ যো ব্রাহ্মণাঁ আবিবেশ।৬

অগ্নের্বর্ম পরি গোভির্ব্যয়স্ব সংপ্রোর্ণুষ্ব পীবসা মেদসা চ।
নেৎ ত্বা ধৃষ্ণুর্হরসা জর্হৃষাণো দধৃগ্বিধক্ষ্যন্ পর্যঙ্খযাতে।৭

ক্রব্যাদমগ্নিংপ্র হিণোমি দূরং যমরাজ্ঞো গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।
ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।৮

---

* দশম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্ত।

৯। এই মাংসভুক্ অগ্নি তোমাদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে অপসারিত করি এবং এই দ্বিতীয় জাতবেদা অগ্নিকে পিতৃলোকের উদ্দেশে যজ্ঞ করার জন্য গ্রহণ করিতেছি। ইনি পরমধামে আমাদের যজ্ঞহবিঃ নিয়া গমন করুন।

১০। যে অগ্নি শ্রাদ্ধদ্রব্য বহন করেন ও যজ্ঞের উন্নতি বিধান করেন, তিনি দেবতা ও পিতৃগণের কাছে আমাদের আরাধনা ও হবিঃ বহন করুন।

১১। হে অগ্নি, আমরা যজ্ঞার্থ তোমাকে আহ্বান করিতেছি ও তোমাকে আরোপিত করিতেছি। তুমি আমাদের প্রদত্ত হবিঃ আমাদের পিতৃলোকের তৃপ্তির জন্য তাহাদের কাছে বহন কর।

১২। হে অগ্নি, মৃতকে দাহন করিয়াছ, এখন নির্বাপিত হও, এখানে কিয়ৎ পরিমাণ জল আসুক এবং শাখাপ্রশাখা যুক্ত দুর্বা শ্মশানে রোপণ করা হউক।

১৩। পৃথিবি, তোমাতে বহু শীতল উদ্ভিজ্জ আছে, তুমি নিজেও শীতল, তুমি আহ্লাদকারিণী বলিয়া বহু আহ্লাদকারী উদ্ভিজ্জ তোমাতে রহিয়াছে। বৃষ্টি আন, ভেকীকে সন্তুষ্ট কর ও অগ্নির হর্ষ বিধান কর।*

---

* **বিশেষ দ্রষ্টব্য**—এখানে তৎকালীন শব-সৎকার সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় লক্ষ্য করা যায়। (১) পোড়ার পর কিছু অস্থি রাখা হইত। (২) মরণের পর দাহের পূর্ব পর্যন্ত কয়েকটি পূরক পিণ্ড দান করা হইত। (৩) বাড়ীর অতি নিকটে শব দাহ করা হইত। (৪) দাহের পর শ্মশান জুড়ানের জন্য জল দিয়া শ্মশান ধোয়ান, ঘাস রোপণ ইত্যাদি হইত। এইগুলি এখনও চলতি আছে।

যো অগ্নিঃক্রব্যাৎ প্রবিবেশ বো গৃহ—মিমং পশ্যন্নিতরং জাতবেদসম্।
তং হরামি পিতৃ যজ্ঞায় দেবং স ধর্মমিন্বাৎ পরমে সধস্থে ।৯

যো অগ্নিঃ ক্রব্যবাহনঃ পিতৃন্ যক্ষদৃতাবৃধঃ।
প্রেদু হব্যানি বোচতি দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্য আ ।১০

উশন্তস্ত্বা নি ধীম—হ্যুশন্তঃ সমিধীমহি।
উশন্নুশত আ বহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে।১১

যং ত্বমগ্নে সমদহ—স্তমু নির্বাপয়া পুনঃ।
কিয়াম্ববত্র রোহতু পাকদূর্বা ব্যল্কশা ।১২

শীতিকে শীতিকাবতি হ্লাদিকে হ্লাদিকাবতি।
মণ্ডুক্যা সু সং গম ইমং স্বগ্নিং হর্ষয় ।১৩

(২০)

দেবতা—যম। ঋষি—যমপুত্র কুমার। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ।

১। (কুমার বলিতেছেন) চমৎকার পত্রশোভিত যে বৃক্ষের উপর যমরাজ দেবগণের সঙ্গে পান-ভোজন করেন, সেই বৃক্ষে যাইয়া আমার পিতৃলোকের সঙ্গী হইব—আমার নৃপতি পিতা এই ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

২। পিতা রুষ্ট হইয়া "পূর্বপুরুষের সঙ্গী হও" এই আদেশ করিলে তাঁহার প্রতি বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন আমার সেই বিরাগ ভাব গিয়াছে, আমি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছি।

৩। (যম বলিলেন) ওহে কুমার, তুমি এমন একটা নূতন রথের জন্য মনে মনে ইচ্ছা করিয়াছিলে যাহার একটি মাত্র ঈষ, যাহার চক্র নাই, তথাপি ইহা সর্বত্র গতিবিধি করিতে পারে। তুমি না বুঝিয়া সেই রথে আরোহণ করিয়াছ। (ইহাতে কুমারের মনকেই যেন বুঝাইতেছে।)

৪। ওহে কুমার পিতার বাক্যানুসারে সেই রথে ধাবমান হইয়াছ কিন্তু রথ ত এখন গিয়াছে। পিতার পরবর্তী হিতবাক্য এখন তোমাকে নৌকার স্বাভাবিক পথে যাইতে চাহিতেছে।

৫। এই বালকের জনক কে ? এবং কে এই মনোরথে তাহাকে প্রেরণ করিয়াছে ? কে অদ্য আমাদের বলিয়া দিবে কোথায়, কিভাবে এই কুমারকে জীবলোকে প্রেরণ করা যাইতে পারে ?

৬। এই কুমার যে যমলোকে আসিয়াছে ইহা তাহার পিতার পূর্ব অভিপ্রায়মত হইয়াছে। কিন্তু এখন তিনি তাহার প্রত্যাবর্তন কামনা করিতেছেন। সুতরাং তাহাকে জীবলোকে পাঠাইতে হইবে।

৭। এই দেখ, যমের বাড়ী। লোকে বলে দেবতারা ইহা নির্মাণ করিয়াছেন, ঐ দেখ, যমরাজের সর্বাঙ্গে শিরা নির্গত হইয়া রহিয়াছে। ঐ দেখ, লোক ইহার স্তবগান করিতেছেন।

---

* এইটিই বোধ হয় কঠোপনিষদের যম-নচিকেতার কাহিনীর মূল।

(২০)

যম সূক্ত*

দেবতা—যম। ঋষি—কুমার যামায়ন। ছন্দ—অনুষ্টুপ।

যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ।
অত্রা নো বিশ্পতি পিতা পুরাণাঁ অনু বেনতি।১
পুরাণাঁ অনুবেনন্তং চরন্তং পাপয়ামুয়া।
অসূয়ন্নভ্যচাকশং তস্মা অস্পৃহয়ং পুনঃ।২
যং কুমার নবং রথ—মচক্রং মনসাকৃণোঃ।
একেষং বিশ্বতঃ প্রাঞ্চ—মপশ্যন্নধি তিষ্ঠসি।৩
যংকুমারং প্রাবর্তয়ো রথং বিপ্রেভ্যস্পরি।
তং সামানু প্রাবর্ত্তত সমিতো নাব্যাহিতম্।৪
কঃ কুমারমজনয়—দ্রথং কো নিরবর্ত্তয়ৎ।
কঃ স্বিদ্ তদদ্য নো ব্রূয়া—দনুদেয়ী যথাভবৎ।৫
যথাভবদনুদেয়ী ততো অগ্রমজায়ত।
পুরস্তাদ্বুধ্ন আততঃ পশ্চান্নিরয়ণং কৃতম্।৬
ইদম্ যমস্য সাদনং দেবমানং যদুচ্যতে।
ইয়মস্য ধম্যতে নাড়ী—রয়ং গীর্ভিঃ পরিষ্কৃতঃ।৭

---

* দশম মণ্ডলের একশত পঁয়ত্রিশ সূক্ত।

(২১)

দেবতা—ভাববৃত্ত। ঋষি—প্রজাপতি। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ।

১। এখন যাহা আছে, সৃষ্টির পূর্বে তাহা ছিল না, এখন যাহা নাই তাহাও ছিল না। তখন ভূমি ছিল না, আকাশ বা অন্য কিছুই ছিল না। তখন আবৃত করার মতও কিছু ছিল না। দাঁড়াইবার কোন অবলম্বন ছিল না, অথচ এই যে বিশাল গভীর জলরাশি তাহাও ছিল না।

২। তখন মৃত্যু ছিল না, অমরত্বও ছিল না, দিবারাত্রের কোন প্রভেদ ছিল না। তখন ছিলেন একমাত্র এক বস্তু, যাঁহার বাঁচিবার জন্য বায়ুর আবশ্যক ছিল না। সেই যে পরম চৈতন্য, তিনি আত্মস্বরূপে অবস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আর কুত্রাপি কিছু ছিল না।

৩। প্রথম শুধু অন্ধকার (অজ্ঞানান্ধকার) গাঢ়তম অন্ধকার কর্তৃক আচ্ছাদিত ছিল। সমস্তই চিহ্ন বর্জিত ও জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুদ্বারা যেন সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তখন তপস্যার মহিমায় সেই এক বস্তুর (হিরণ্যগর্ভের) উদ্ভব হইল।

৪। সর্ব প্রথম তাহার সৃজনেচ্ছারূপ কামের আবির্ভাব হইল। তাহা হইতেই সর্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হইল অর্থাৎ সূক্ষ্ম সৃষ্টির বীজপাত হইল। পণ্ডিতগণ স্বীয় মনীষা দ্বারা অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তির হেতু নিরূপণ করিলেন।

৫। রেতোধাঃ পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ) ও তাহার মহিমাসমূহের আবির্ভাব হইল। সূর্যরশ্মির ন্যায় যুগপৎ উপর নীচ ও পার্শ্ব (দ্যৌ, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী) ব্যাপিয়া জগৎ প্রপঞ্চ প্রকাশিত হইল। নিম্নে স্বধা বা অন্নময় সৃষ্টির বিস্তার করিয়া তাহার ভোক্তা স্রষ্টা চিদানন্দস্বরূপে সমস্তের অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

৬। (এই সৃষ্টির একটা কারণ দেওয়া গেল বটে কিন্তু) এই সব বিভিন্ন সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল—ইহার প্রকৃত কারণ কেই-বা জানে, কেই-বা বর্ণনা করিবে? দেবতারা জানেন না, কারণ অনেক সৃষ্টির পর তাদের জন্ম। অতএব আর কার জানা আছে এই সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল?

৭। এই সব বিভিন্ন সৃষ্টি কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন, হয়ত এ-সব তিনিই মাত্র জানেন। অথবা এও হইতে পারে, তিনিও ইহার কিছুই জানেন না।

চতুর্থ পুঞ্জ—জগৎ সৃষ্টি

(২১)

নাসদীয় সূক্ত*

দেবতা—ভাববৃত্ত। ঋষি—প্রজাপতি। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ।

নাসদাসীন্নো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কূহ কস্য শর্ম—ন্নম্ভঃ কিমাসীদ্‌গহনং গভীরম্ ।১
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চনাস ।২
তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে হপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্ ।৩
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা ।৪
তিরশ্চীনো বিতত রশ্মিরেষা—মধঃ স্বিদাসী দুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন মহিমান আসন্ স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ।৫
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জনেনা—হথা কো বেদ যত আ বভূব ।৬
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আ বভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ।৭

---

* দশম মণ্ডলের একশত উনত্রিশ সূক্ত।

(২২)

দেবতা—'ক'-প্রজাপতি। ঋষি—হিরণ্যগর্ভ। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ।

১। আদিতে শুধু হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাতমাত্রেই সর্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে স্ব-স্ব স্থানে স্থাপন করিলেন। এহেন প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভকে আহুতি দ্রব্যের দ্বারা পরিচর্যা করিব।

২। যিনি জীবাত্মা দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, যাঁহার বিধান সমস্ত দেবগণ মান্য করেন, (কর্মভেদে) যাঁহার ছায়া অমৃত এবং মৃত্যুও বটে, সেই প্রজাপতিকে আহুতি দ্বারা পরিচর্যা করিব।

৩। যিনি স্বীয় মহিমায় জীবন্ত ও চলন্ত জগতের একচ্ছত্র রাজা, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীসমূহের ঈশ্বর, সেই প্রজাপতিকে আহুতি দ্বারা পরিচর্যা করিব।

৪। যিনি স্বীয় মহিমায় হিমবান উচ্চ পর্বতসমূহ এবং জলের দ্বারা বিশাল সমুদ্র সৃষ্টি করিয়াছেন, দিক্‌গুলি যাঁহার বাহু, সেই প্রজাপতিকে আহুতি দ্বারা পরিচর্যা করিব।

৫। যিনি সমুন্নত আকাশ ও পৃথিবীকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছেন, যিনি সূর্য ও স্বর্গকে উপরে স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং যিনি আকাশে উদক নির্মা করিয়া রাখিয়াছেন—সেই প্রজাপতিকে আহুতি দ্বারা পরিচর্যা করিব।

৬। আকাশ ও পৃথিবী দৃঢ়ভাবে রক্ষিত হইবার পর প্রজাপতি মনে মনে স্বীয় কার্য অবলোকন করিয়া হৃষ্ট ও দীপ্যমান হইলেন। যাঁহার আশ্রয়ে সূর্য দৃঢ়ভাবে রক্ষিত হইয়া উদিত ও উদ্ভাসিত হন, সেই প্রজাপতিকে আহুতি দ্বারা পরিচর্যা করিব।

৭। জাগতিক বস্তুজাতের (মূলে অগ্নি উপলক্ষণ মাত্র) জন্মদাত্রী জলরাশি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিলে তাহা যেন একটি (হিরণ্যবর্ণ) ডিম্বাকার ধারণ করে ও তাহা হইতে দেবাদির এবং যাবতীয় জীবের প্রাণাত্মক এক অদ্বিতীয় প্রাণশক্তি প্রজাপতির উদ্ভব হইল, সেই প্রজাপতিকে আহুতি দ্বারা পরিচর্যা করিব।

(২২)

হিরণ্যগর্ভ সূক্তঃ

দেবতা—কঃ (প্রজাপতি)। ঋষি—হিরণ্যগর্ভ প্রাজাপত্য।
ছন্দ—ত্রিষ্টুপ।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।১

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য চ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।২

যো প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈ—ক ইদ্রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।৩

যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।৪

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবীচ দৃঢ়া যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ।
যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।৫

যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সূর উদিতো বিভাতি কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।৬

আপো হ যদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।৭

৮। প্রজাপতি জন্মিয়াই স্বীয় মহিমায় এই বারিরাশি নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার দর্শনমাত্র এই (গর্ভধারিণী) জলরাশি হইতে জাগতিক বস্তুসমূহের উদ্ভব হইল। প্রজাপতি হইতে দেবাদিও জীবজগৎ সৃষ্ট হইল সুতরাং যজ্ঞের পক্ষে উপযোগী যাবতীয় দ্রব্যাদির উদ্ভব হইল এবং প্রজাপতি স্বয়ং দেবতাদের এক ও অদ্বিতীয় অধিদেব রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই যে প্রজাপতি ইহাকে আহুতি দ্বারা পরিচর্যা করিব।

৯। প্রজাপতি জগতের জন্মদাতা, ধর্মজগৎ ধারণকারী এবং সত্যস্বরূপ। ইনি আবার সমস্ত লোকের জনয়িতা। জগতের আনন্দবর্ধক যে মহৎ বারি-রাশি—তাহাও তিনি দিয়াছেন। সুতরাং তিনি আমাদের হিংসা করিবেন না, এই প্রার্থনা করি। এহেন প্রজাপতিকে আমরা আহুতি দ্বারা পরিচর্যা করিব।

১০। প্রজাপতি, একমাত্র তুমিই এই জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ। অন্য কেহই ইহা পারিত না। তাই আমরা অভিলাষ পূর্তির জন্য আবশ্যকবোধ করিলে তোমাকেই আহুতি দিব। তাহা হইলেই আমরা বিপুল ধনের অধীশ্বর হইব। (অন্য কাহারও কাছে যাইব না, শুধু যজ্ঞ করিব।)

---

* দশম মণ্ডলের একশত একুশ সূক্ত।

যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যদ্ দক্ষং দধনা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্ ।
যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ।৮

মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা যো বা দিবং সত্যধর্মা জজান ।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জজান কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ।৯

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব ।
যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ।১০

(২৩)

দেবতা—পুরুষ। ঋষি—নারায়ণ। ছন্দ—অনুষ্টুপ্।

১। সর্ব প্রাণীর সমষ্টি রূপ ব্রহ্মাণ্ড যাহার দেহ সেই বিরাট নামধেয় পুরুষের সহস্র শির, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড গোলককে পরিবেষ্টন করিয়া এবং তাহারও বাহিরে দশদিক ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন।

(অথবা সর্বজীবের নাভির ঊর্ধ্বে ১০ অঙ্গুলিব্যাপী হৃদয় আত্মার স্থান। এই দশ অঙ্গুলি দ্বারা জীবের হৃদয়রাজ্যের অতিরিক্ত ১০ অঙ্গুলি পরমাত্মা ব্যাপিয়া আছেন।)

২। যাহা হইয়াছে বা যাহা ঘটিবে তৎসমস্তই সেই পুরুষের মধ্যে রহিয়াছে। মানুষ অন্নের সদ্ব্যবহারে যে অমরত্ব লাভ করিতে পারে তাহার সম্পাদয়িতাও তিনি।

৩। এমনি বিশাল তাঁহার মহিমা! কিন্তু এখানেই তাঁহার মহিমার শেষ নয়, তাহা আরও ব্যাপক। এই দৃশ্যমান মর-জগৎ তাঁহার পূর্ণ বপুর মাত্র সিকি অংশ আর বাকী অংশত্রয় অমর স্বর্গে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

৪। সেই পুরুষদেহের তিনভাগই ঊর্ধ্বে (আমাদের অজ্ঞাত জগতে) রহিয়াছে। তাহার মাত্র একাংশেই এই প্রপঞ্চময় জগৎ। তিনি মায়াবশে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন। তিনিই জাগতিক যাবতীয় চেতন (যাহারা আহার করে) ও অচেতন (যাহারা আহার করে না) সকল পদার্থের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন।

৫। এই বিশাল পুরুষের দেহ হইতেই বিরাট পুরুষের জন্ম। তিনি জাতমাত্র এই বিশ্ব-জগতের সীমা ছাড়িয়া বর্ধিত হইলেন। প্রথমতঃ ভূমণ্ডলের সৃষ্টি করিয়া পরে জীবাদির সৃষ্টি করিলেন।

৬। তখন দেবগণ মানসপটে সেই পুরুষরূপ হবিকে আহুতি দিয়া একটি বিশাল যজ্ঞের চিন্তা করিলেন। এই কালপুরুষের তিন অঙ্গ—তিন ঋতু। বসন্ত ঋতু যজ্ঞের ঘৃত আহরণের জন্য কল্পিত হইল। গ্রীষ্ম তাহার যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহ করিল এবং শরৎ ঋতু পুরোডাশাদি অন্ন উৎপাদনে নিয়োজিত হইল।

৭। (এই যে মহাযজ্ঞের কল্পনা—তাহার প্রধান বলি কি? এবং কাহারা পুরোহিত হইলেন?) এই যে সর্বাগ্রজাত পুরুষ তাহাকেই পশুত্বে কল্পনা করিয়া এই (মানস) পুরুষমেধ যজ্ঞে দেবতা, সাধ্যগণ ও প্রাচীন সপ্তর্ষিগণ পুরুষ পশুকে বাঁধিয়া তাহাকে কুশজলে প্রোক্ষণ করিলেন ও (মানস) যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন।

৮। (বিরাট পুরুষরূপ শ্রেষ্ঠ বলি যেখানে প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহারা কি পাইলেন?) সেই সর্বাত্মক যজ্ঞ হইতে দধিমিশ্রিত ঘৃত-স্রোত উদ্ভূত হইল। নানা গ্রাম্য ও আরণ্য পশুর সৃষ্টি হইল এবং ইহারা বায়ুদেবতার অভিভাবকত্বে রক্ষিত হইল।

(২৩)

পুরুষ সূক্ত

দেবতা—পুরুষ। ঋষি—নারায়ণ। ছন্দ—অনুষ্টুপ।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা হত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং।১

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নে নাতিরোহতি।২
এতাবানস্য মহিমা হতো জ্যায়াঁশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।৩
ত্রিপাদূর্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি।৪
তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ।৫
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্মইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ।৬
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে।৭
তস্মাদ যজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যম।
পশূং তাঁশ্চক্রে বায়ব্যা—নারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে।৮

---

* দশম মণ্ডলের নব্বই সূক্ত।

৯। এই সর্বাত্মক যজ্ঞ হইতে ঋক্-সাম এবং ছন্দোবদ্ধ অন্যান্য কবিতা এবং যজু উৎপন্ন হইল।

১০। এই সর্বাত্মক যজ্ঞ হইতে অশ্ব ও দুই পংক্তি দন্তবিশিষ্ট নানা পশুশ্রেণী উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে গো-জাতি ও ছাগাদি জাতিরও জন্ম হইল।

১১। (এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী এক পুরুষের কল্পনা আদি পাঁচ ঋক্ কল্পিত হইল, তাহা হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থ যেন তাঁহার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ঋষি এখানে তাঁহার শরীরের একটু পরিচয় দিতেছেন—তাঁহার কোন্ কোন্ অবয়ব হইতে কোন্ কোন্ পদার্থ সৃষ্ট হইল—তাহাই বলিতেছেন।)

এই যে বিরাট পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহার শরীর কয়ভাগে বিভক্ত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে? তাঁহার কোন অঙ্গের দ্বারা কোন পদার্থ সূচিত হইল? ইহার মুখ, বাহু, উরু ও পদদ্বয় কিসের স্থলবর্তী বলিয়া কল্পনা করা হইল?

১২। ইহার মুখ ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় রাজন্য বলিয়া কল্পিত হইল। ইহার শরীরের যে অংশ উরু তাহা বৈশ্য হইল এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উদ্ভূত হইল।

১৩। ইহার মন হইতে চন্দ্রমা, চক্ষু হইতে সূর্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ হইতে বায়ু জন্মগ্রহণ করিল।

১৪। অন্তরীক্ষ তাঁহার নাভিরূপে কল্পিত হইল, শিরে আকাশ বিরাজমান হইলেন, পদতলে জন্মিলেন ভূমি। তাঁহার কর্ণ হইতে দশদিক্ ও লোক-সকল উৎপন্ন হইল।

১৫। (একটি কুণ্ডে তিন খণ্ড কাঠের টুক্‌রা—যজ্ঞের পরিভাষায় সমিধ্, দ্বারা অগ্নির সীমা বা পরিধি অঙ্কিত হয়। এই যে বিরাট যজ্ঞ, তাহার অগ্নিকুণ্ডে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের ধ্বংসাহুতি হইবে। সুতরাং তিন খণ্ডের পরিবর্তে (৩ × ৭) = ২১ খণ্ড সমিধে বিশাল কুণ্ডের পরিধি-সীমা চিহ্নিত হইল। দেবগণ এইভাবে যজ্ঞের প্রসার করিয়া সেই বিরাট পুরুষকে বলি (আহুতি) দিবার জন্য তাঁহাকে বন্ধন করিলেন।

১৬। এই যে যজ্ঞপ্রণালী কথিত হইল তাহা দ্বারা দেবগণ যজ্ঞের অর্থাৎ প্রজাপতির (কারণ যজ্ঞ প্রজাপতির নামেই করা হইয়া থাকে) অর্চনা করিলেন। বিশ্ব-জগতের সূচক ও ধারক বলিয়া এই যজ্ঞ মানুষের আদি ধর্মানুষ্ঠানরূপে পরিগণিত হইল। এই যজ্ঞ-কার্যের ফলে পূর্বকালীন মহাত্মা সাধকরা দেবত্বে উন্নীত হইয়া স্বর্গবাসী হইয়াছিলেন এবং পরবর্তীকালেও এমনি যজ্ঞফলে সাধকগণ স্বর্গবাস ও দেবত্বলাভ করিয়া থাকেন।

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্ যজুস্তস্মাদজায়ত।৯

তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চ উভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ।১০

যৎ পুরুষং ব্যদুধঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে।১১

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।১২

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত।১৩

নাভ্যা আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাৎতথা লোকাঁ অকল্পয়ন্।১৪

সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়—স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্‌যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্।১৫

যজ্ঞেন যজ্ঞ মযজন্ত দেবা—স্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।১৬

(২৪)

দেবতা—আত্মা। ঋষি—অম্ভৃণি কন্যা বাক্। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ ও জগতী।

১। আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং অন্যান্য সর্ব দেবগণ সহ বিচরণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিদ্বয়কে ধারণ করি।

২। আমি দেবের শত্রুনাশক সোম ও ত্বষ্টা এবং পূষা ও ভগকেও ধারণ করি। আমিই হবির্দাতা ও সোমাভিষবকারী যজমানকে ধন দান করিয়া থাকি।

৩। আমি জগতের ঈশ্বরী, আমিই সকলের ধন দাতা, আমিই আত্মারূপে ব্রহ্ম দ্রষ্টা। আমি ব্রহ্মাণ্ডে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত এবং সমস্ত সৃষ্ট পদার্থে প্রতিফলিত বলিয়া দেবগণ আমাকে সর্বত্র দর্শন করেন।

৪। মানুষ আহার ও দর্শন, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা জীবন ধারণ ও শ্রবণ করিয়া থাকে, ইহা আমারই ক্রিয়া মাত্র। যাহারা যথার্থভাবে আমার এই সব ক্রিয়া অবলোকন না করে তাহারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। হে বহুশ্রুত জ্ঞানি, তোমাকে শ্রদ্ধার সহিত এই ব্রহ্মজ্ঞান বলিতেছি,—এই জ্ঞান নির্মল, একাগ্র ভক্তিপূর্ণ প্রযত্নেই শুধু লাভ হইয়া থাকে।

৫। আমি বলিতেছি শোন, আমিই সর্ব দেব-মানবের পূজার বস্তু। আমি যাহাকেই রক্ষা করিতে (এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করাইতে) ইচ্ছা করি, তাহাকে শ্রেষ্ঠতম করিয়া থাকি। তাহাকে জগৎ স্রষ্টা করিয়া থাকি, তাহাকে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি-বিশিষ্ট ঋষি করিয়া থাকি এবং তাহাকে প্রজ্ঞা দান করিয়া থাকি।

৬। মহাদেবের ত্রিপুরাসুর বধকালে আমি রুদ্রের ধনুকে জ্যা-রোপণ করিয়াছিলাম। সজ্জনের রক্ষার্থ আমিই সংগ্রাম করিয়া থাকি এবং (তজ্জন্য) পৃথিবীতে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছি।

৭। ঊর্ধ্বে আকাশ ও নিম্নে সমুদ্র জল এবং তাহাতে যে সকল ভূত রাজি বিরাজিত, আমিই তাহাদিগকে প্রসব করিয়াছি; এবং উভয়লোকে যে সব ভুবন রহিয়াছে আমি তাহাতে নিজেকে প্রসারিত করিয়া পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও আকাশ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি।

৮। জগৎ সৃষ্টি করিয়া (তাহাতে কদাপি কোন প্রকার নিস্পন্দতা না আসে এই জন্য) চিৎশক্তিরূপে আমি (স্ব পরিচালিত ভাবে) বায়ুর ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করি এবং নিঃসঙ্গভাবে জগৎ প্রপঞ্চের বহির্ভাগে (কূটস্থ ব্রহ্মরূপে) স্বীয় মহিমায় বিরাজ করিয়া থাকি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—জীব ও শিবের এই একত্বের অনুভূতি বিশ্বামিত্রের ৩।২৬।৭ মন্ত্রে বামদেবের ৪।২৬ মন্ত্রে এবং বৈকুণ্ঠ ইন্দ্রের ১০।৪৮-৪৯ মন্ত্রে আছে। বামদেবের এই অনুভূতি হইতেই তাঁহার পরবর্তী আরুণি উদ্দালক 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ব্রহ্মবাদ, উপনিষদে বিবৃত করেন।

পঞ্চম পুঞ্জ

দেবী সূক্তঃ*

(২৪)

দেবতা—আত্মা। ঋষি—বাক্ আম্ভৃণী। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ্।

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরা—ম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভ—র্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।১
অহং সোমমাহনসং বিভ—র্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে।২
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরূত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্।৩
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি।৪
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়তে তংতমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।৫
অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্ম দ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদংকৃণো—ম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ।৬
অহং সুবে পিতর মস্য মূর্ধ্বন্ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিচষ্টে ভুবনানুবিশ্বো—তামুং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি।৭
অহমেব বাত ইব প্র বাম্যা—রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ—তাবতী মহিনা সং বভূব।৮

---

* দশম মণ্ডলের একশত পঁচিশ সূক্ত।

বেদ শ্রীঃ

(২৫)

দেবতা—বিশ্বেদেবা। ঋষি—রাহুগণ-পুত্র গোতম। ছন্দ—গায়ত্রী।

১। মরুৎ মধুময় হউক, সমুদ্র মধু ক্ষরণ করুক, আমাদের ওষধি ফলগুলি মধুমান্ হউক।

২। আমাদের নিশি ও উষা মধুময় হউক, জাগতিক বস্তুজাত মধুময় হউক এবং আমাদের পিতৃরূপী আকাশ মধুময় হউন।

৩। আমাদের অন্ন ও উদ্ভিজ্জাদি মধুমান হউক, সূর্য মধুমান হউন এবং আমাদের গাভীগুলি মধুমতী হউক।

৪। মিত্র, বরুণ, অর্যমা, ইন্দ্র ও বৃহস্পতি আমাদের শান্তি ও সুখ প্রদান করুন এবং বিশাল পদবিক্ষেপকারী বিষ্ণু আমাদের শান্তি ও সুখ আনয়ন করুন।

(২৫)

মধুবিদ্যা*

দেবতা—বিশ্বেদেবা। ঋষি—গোতম রাহুগণ। ছন্দ—গায়ত্রী।

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।১

মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।

মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।২

মধুমান্নো বনস্পতি—র্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।৩

শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।

শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।৪

---

* প্রথম মণ্ডলের নব্বই সূক্ত।

(২৬)

দেবতা—জ্ঞান। ঋষি—বৃহস্পতি। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ ও জগতী।

১। হে বৃহস্পতি, বস্তু স্বাভাবিকভাবে যে নামে পরিচিত হয়, মানব তাহা দ্বারাই প্রথম কথা বলে। কতকগুলি শব্দই ভাষা-শিক্ষার প্রথম সোপান। কিন্তু মানব-হৃদয়ে যাহা কিছু নির্দোষ এবং যাহা কিছু উৎকৃষ্ট জ্ঞান নিগূঢ়ভাবে সঞ্চিত হইতেছিল, তাহা ক্রমে (বাগ্দেবীর করুণায়) প্রকাশ পায়।

২। চালুনির সাহায্যে যেমন সক্তু পরিষ্কার করে; তদ্রূপ পণ্ডিতগণ মানসিক গভীর চিন্তার ফলে সংস্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই ভাষা দ্বারা বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব বিনিময়ে সকলের মধ্যে সৌহার্দ্য জন্মে এবং তাহার দ্বারাই মানব-সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, কারণ ভাষার মাধুর্যের মধ্যেই লক্ষ্মীর স্থান।

৩। (এই গেল মানুষের ভাষা সম্বন্ধে। কিন্তু যজ্ঞে ত দেবের সঙ্গে ভাব বিনিময় হয় সুতরাং) যজ্ঞের ভাষা শ্রদ্ধার পদবী অর্থাৎ গাম্ভীর্য লাভ করিল। ঋষিগণের মনের মধ্যে যে সব উন্নত ভাবরাজি প্রবিষ্ট অর্থাৎ উদিত হইল তাহাই তাঁহারা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবে সপ্তছন্দে প্রকাশ করিয়া যজ্ঞে নূতন জীবন দান করিলেন।

৪। কেহ কেহ আছে—যাহারা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না। অর্থাৎ অন্যকে বলিতে দেখিতেছে ও তাহার কথা শুনিতেছে কিন্তু তথাপি তাহারা তাহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। পরন্তু সুন্দর পরিচ্ছদ-পরিহিতা পতিপ্রাণা পত্নী যেমন স্বীয় পতির কাছে নিজের হৃদয় খুলিয়া দেয়, তেমনিভাবে ঐ সকল ভাব আবার অনেকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়।

৫। পণ্ডিত সমাজে যে সকল আলোচনা হয় তাহা কতক ব্যক্তি উপযুক্ত ভাবে শ্রবণ করতঃ আয়ত্ত করিয়া লইতে পারেন ও যথাযোগ্য মতামত প্রকাশ করিতে পারেন। সভায় ইঁহাদের অবস্থান নিতান্ত কাম্য। আবার অনেকে আছেন যাঁহারা সভার আলোচ্য বিষয় সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না; তাঁহাদের অসংলগ্ন আলাপ দুগ্ধহীনা মায়া-গাভীর মত অফলা ও অপুষ্পা; অর্থাৎ এই সকল লোক সমাজের কাহারও কোন কাজে লাগিতে পারেন না।

৬। যে ব্যক্তি বিদ্বান বন্ধুকে তাড়াইয়া দেয়, তাহার বাক্যের মধ্যে কোন সারই নাই; সে যাহা শুনে তাহা প্রায়ই অলীক। কারণ তাহা তাহার কাছে উপযুক্তভাবে ব্যাখ্যা করার মত লোকের অভাব, অথচ তাহার নিজের শ্রদ্ধারও অভাব। সুতরাং সে সৎকর্মের ও সৎ জ্ঞান লাভের কোন পন্থাই লাভ করিতে পারে না।

(২৬)

ব্রহ্মজ্ঞান সূক্ত*

দেবতা—জ্ঞানম্। ঋষি—বৃহস্পতি আঙ্গিরস। ছন্দ—ত্রিষ্টুপ্।

বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং যৎ প্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ।
যদেষাং শ্রেষ্ঠং যদরিপ্রমাসীৎ প্রেণা তদেষাং নিহিতং গুহাবিঃ।১

সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্রধীরা মনসা বাচমক্রত।
অত্রা সখায়ঃ সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং লক্ষ্মীর্নিহিতাধি বাচি।২

যজ্ঞেন বাচঃ পদবীয় মায়ন্ তামন্ববিন্দন্ ঋষিষু প্রবিষ্ঠাম্।
তামাভৃত্যা ব্যদধু পুরুত্রা তাং সপ্ত রেভা অভি সং নবন্তে।৩

উত ত্বঃ পশ্যন্নদদর্শ বাচ—মুত ত্বঃশৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ।৪

উত ত্বং সখ্যে স্থিরপীত মাহু—র্নৈনং হিন্বন্ত্যপি বাজিনেষু।
অধেন্বা চরতি মায়য়ৈষ বাচং শুশ্রুবাঁ অফলামপুষ্পাম্।৫

যস্তিত্যাজ সচিবিদং সখায়ং ন তস্য বাচ্যপি ভাগো অস্তি।
যদি শৃণোত্যলকং শৃণোতি নহি প্রবেদ সুকৃতস্য পন্থাম্।৬

---

* দশম মণ্ডলের একাত্তর সূক্ত।

৭। যাঁহাদের চক্ষু কর্ণ আছে অর্থাৎ যাঁহারা সদালোচনার সারমর্ম গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহাদের মধ্যেও সকলে সমানভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন না। কাহারও জ্ঞান যেন আবক্ষ জলবিশিষ্ট হ্রদের মত; কাহারও জ্ঞান মুখ পর্যন্ত ডুবিতে পারে—এরূপ জল থাকা হ্রদের মত; কিন্তু কাহারও জ্ঞানের তুলনা যেন সুগভীর জলপূর্ণ হ্রদের মত, সেখানে ডুব দিয়া সকলেই অবগাহন স্নান করিতে পারে।

৮। যখন সমান বুদ্ধিবিশিষ্ট পণ্ডিতগণ মানসিক বিচার ও হৃদয়ের পরীক্ষার দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়াস করেন, তখন সভাস্থ অনেকের অ-বিজ্ঞানপ্রসূত বাক্যাদি পরিত্যাগ ও অবহেলা করিতে হয়, আবার অনেকে যুক্তিসিদ্ধ বাক্য বলিয়া সকলের প্রশংসাভাজন ও সর্বত্র আদৃত হন।

৯। যে সকল বেদ অনভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইহকাল-পরকালের বিষয় মোটেই পর্যালোচনা করিতে চায় না অথবা স্তোত্রপাঠ শিক্ষা করে না এবং সোমযাগ করিতে জানে না, তাহারা পুণ্যময় দেবভাষার আলোচনা ত্যাগ করিয়া পাপপূর্ণ ভাষা লিখে ও ব্যবহার করে—এই সব অপ্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাঁতের ও লাঙ্গলের কাজেরই উপযুক্ত।

১০। যশঃ সকলকেই আনন্দিত করে, ইহা সভায় ও বন্ধুমহলে প্রাধান্য প্রদান করে। (এই যশোলাভের ও আনন্দের হেতুভূত সোমযাগ মনে স্ফূর্তি দেয়, অন্ন ও দক্ষিণা লাভের ব্যবস্থা করে এবং ইন্দ্রিয়কে সতেজ করে। অযাজ্ঞিক যাহারা, তাহারা এই সকল সম্মান ও ধনপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়।

১১। (যাহারা ঋত্বিক তাঁহাদের বিভিন্ন প্রকারের কার্য আছে, যে কোন বিভাগেই শিক্ষা লাভ করিলে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। বেদজ্ঞ হওয়ার বহু পথ আছে; যেমন—বহু ঋক্ মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া কেহ কেহ হোতৃ কার্য করেন, গায়ত্রী শকরী ছন্দে গান করিয়া কেহ কেহ উদ্গাতার কার্য সম্পাদন করেন। কেহ কেহ যজ্ঞ-কার্যের ভুলগুলি শুধরাইয়া দিতে পারেন, এমন সর্বজ্ঞ লোকেরা যজ্ঞে ব্রহ্মার কার্য করেন। আর কেহ কেহ যজ্ঞ-কার্য পারম্পর্য অনুসারে উপযুক্তভাবে সম্পন্ন করেন। (সুতরাং ব্রহ্মবিদ হওয়ার পক্ষে যোগ্য লোকের এই সকল সুযোগ রহিয়াছে।)

অক্ষণ্বন্তঃ কর্ণবন্তঃ সখায়ো মনোজবেষ্বসমা বভূবুঃ।
আদঘ্নাস উপকক্ষাস উ ত্বে হ্রদা ইব স্নাত্বা উ ত্বে দদৃশ্রে।৭

হৃদা তষ্টেষু মনসো জবেষু যদ্‌ব্রাহ্মণা সংযজন্তে সখায়ঃ।
অত্রাহ ত্বং বি জহুর্বেদ্যাভি—রোহ ব্রহ্মাণো বি চরন্ত্যুতে।৮

ইমে যে নার্বাঙ্ পরশ্চরন্তি ন ব্রাহ্মণাসো নস্তুতেকরাসঃ।
ত এতে বাচমভিপদ্য পাপয়াঃ সিরীস্তন্ত্রং তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ।৯

সর্বে নন্দন্তি যশসাগতেন সভাসাহেন সখ্যা সখায়ঃ।
কিল্বিষস্পৃৎ পিতুষণির্হ্যেষা—মরং হিতো ভবতি বাজিনায়।১০

ঋচাং ত্বঃ পোষমাস্তে পুপুষ্বান্ গায়ত্রং ত্বো গায়তি শক্বরীষু।
ব্রহ্মা ত্বো বদতি জাতবিদ্যাং যজ্ঞস্য মাত্রাং বি মিমীত উ ত্বঃ।১১

(২৭)

দেবতা—অগ্নি। ঋষি—আঙ্গিরস সংবনন। ছন্দ—অনুষ্টুপাদি।

১। অগ্নি, তুমি সকলেরই অভিলাষ পূর্ণ কর, তুমি জগতের প্রভু আবার তন্মধ্যে মিশিয়া রহিয়াছ। তুমি এখন যজ্ঞের উত্তর বেদীতে দীপ্যমান হও, যেন আমরা ধন কামনা করিতে পারি।

২। বন্ধুগণ, একই পথে চল, একই স্বরে স্তোত্র পাঠ কর এবং একই সূত্রে মন গ্রথিত কর। দেবগণ যেমন পূর্বাবধি অবিরোধীভাবে আপন-আপন যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, চল, আমরা তেমনিভাবে অম্লানবদনে স্বীয় স্বীয় দানের অংশ গ্রহণ করি।

৩। আমাদের মন্ত্রোচ্চারণ, আমাদের অবস্থান এবং আমাদের মন এক হউক, আমাদের চিত্ত অভিন্ন হউক। বন্ধুগণ, আমরা সকলে একত্বের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যেন একইভাবে আমরা অগ্নিতে হবি সমর্পণ করি।

৪। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আমাদের হৃদয় অভিন্ন হউক, আমাদের চিন্তা অভিন্ন হউক যেন আমরা পূর্ণভাবে পরস্পরের পার্থক্য-বিভেদ দূর করিয়া একই পথে পরিচালিত হই।

---

* ঋগ্বেদের শেষ সূক্ত।

(২৭)

সৌভ্রাত্র সূক্ত*

দেবতা—সংজ্ঞানম্। ঋষি—সংবনন আঙ্গিরস। ছন্দ—অনুষ্টুপাদি।

সং সমিদ্যুবসে বৃষ—ন্নগ্নে বিশ্বানর্য আ।
ইড়স্পদে সমিধ্যসে স নো বসূন্যা ভর।১

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে।২

সমানো মন্ত্রং সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।৩

সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।৪

---

* ঋগ্বেদের সর্বশেষ সূক্ত।

(২৮)

দেবতা—বিশ্বদেবা। ঋষি—বামদেব। ছন্দ—গায়ত্রী।

১। (বন্ধুগণ) কি প্রকার তর্পণের দ্বারা সদা-বর্ধনশীল, ভজনীয় ও সখা ইন্দ্র আমাদের অভিমুখে আগমন করিবেন, কোন সৎ কর্মের দ্বারা তাঁহাকে এখানে (যজ্ঞে) উপস্থিত করিতে সমর্থ হইব ?

২। হে ইন্দ্র, কোন্ শ্রেষ্ঠ সত্যভূত মাদক দ্রব্যে তোমাকে আপ্যায়িত করিলে তুমি আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ ধন আহরণ করিবে ?

৩। হে ইন্দ্র, আমরা তোমার সখা ও স্তোতা, তোমার যে শত শত রক্ষার উপায় রহিয়াছে তাহা দ্বারা আমাদের সমূহ দুর্গতি অপসারণ কর।

৪। শ্রেষ্ঠ রক্ষক ইন্দ্র, ধনাধিপ পূষা এবং তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি আমাদের প্রতি শুভকরী হউন, বৃহস্পতি তাঁহার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ বর্ষণ করুন।

৫। হে দেবগণ, যাহা শুভকর শুধু তাহাই যেন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে, যাহা কল্যাণকর তাহাই যেন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। স্থির ও কর্মঠ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লইয়া (সুস্থ শরীরে) তোমাদের স্তব কীর্তন করি, যেন দেব-নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল ব্যাপিয়া জীবন ধারণ করিতে পারি—এই আমাদের কামনা। ইতি শম্।

ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁশান্তি।
ওঁ হরি, ওঁ হরি, ওঁ হরি। হরি ওঁ ॥

(২৮)

শান্তিমন্ত্র*

দেবতা—ইন্দ্র। ঋষি—বামদেব ও গোতম। ছন্দ—গায়ত্র্যাদি।

কয়া নশ্চিত্র আ ভুব—দূতী সদাবৃধঃ সখা।

কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা।১

কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ।

দৃঢ়া চিদারুজে বসু।২

অভী ষু ণঃ সখীনা—মবিতা জরিতৃণাম্।

শতং ভবাস্যূতিভিঃ।৩

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।

স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু।৪

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রা।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি—র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।৫

ইতি শম্।

ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি॥ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ॥

ওঁ হরিঃ, ওঁ হরিঃ, ওঁ হরিঃ॥ হরি ওঁ॥

---

* চতুর্থ মণ্ডলের একত্রিশ সূক্তের প্রথম তিন ঋক্ এবং প্রথম মণ্ডলের উননব্বই সূক্তের ষষ্ঠ ও অষ্টম ঋক্।

ওঁ নমো গণেশায়

(ক) পরিশিষ্ট

পুরুষ সূক্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

পুরুষ সূক্ত বহুদিন পড়িয়াছি, কিন্তু ইহা যেন অত্যন্ত অস্বাভাবিকতায় পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। সায়ণ, হলায়ুধ ও অন্যান্য মণীষীর ব্যাখ্যাও পড়িয়াছি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে পারিব না, তাহা পূর্ণ ব্যবহারিক বুদ্ধি দিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি কি না।

ইহা কতকটা হেঁয়ালীর ও অতিমানবিক কাহিনীর মতই মনে হয়। ইহার সবটুকুই সাংসারিক বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা করা চলে না। তবে এই সকল কাহিনীর মধ্যেও সামঞ্জস্য ও স্বাভাবিকতা অবশ্যই আছে। অন্যথায় সেগুলি খাপছাড়া হইয়া যায়, তাহার গুরুত্ব হ্রাস পায়—একান্ত মূল্যহীন বলিয়া মনে হয়। সুতরাং ইহার একটি সরল ও স্বাভাবিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন সকলেই উপলব্ধি করিবেন।

এই পুরুষ সূক্তের মূল বিষয়—পুরুষমেধ যজ্ঞ, বিরাট পুরুষোত্তমকে যজ্ঞে বলি ও আহুতি দান। এখন প্রশ্ন হইল, এই পুরুষ জগৎ সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার শরীরের মাত্র এক এবং চতুর্থাংশই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত বাকী তিন অংশ দৃশ্য-জগতের বাহিরে। এই বিরাট পুরুষকে বাঁধিয়া আনিয়া যজ্ঞের পশুর মত ঘৃতাক্ত করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলে, তবেই পুরুষমেধ যজ্ঞ হইবে। ইঁহাকে কে, কিভাবে, কোথায়, আহুতিরূপে যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে? যাজ্ঞিকগণ সহ সকলেই এই পুরুষের মধ্যে। তাঁহার মধ্যে থাকিয়া তাঁহাকে কিভাবে আহুতি দেওয়া যায়? ইহা আমাদের চিন্তায় ধারণা করিতে পারি না অথচ পুরুষ সূক্তে আছে 'অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্' 'তেন দেবা অযজন্ত'—যাজ্ঞিকগণ সেই পুরুষ পশুকে যজ্ঞে বাঁধিয়া বর্হিসহযোগে প্রোক্ষণ ও যজ্ঞ করিলেন।

সাধারণ ভাবে ইহা ধারণা করা যায় না অথচ অন্যত্র নয় ঋগ্বেদে আছে। ঋগ্বেদে অযৌক্তিকতার স্থান প্রায় নাই। ইহার সঙ্গতি ও স্বাভাবিকতা কোথায়, এ জন্য বহু চিন্তা করিয়াছি, ফলে যাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাহার

ফল পাঠকের কাছে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি ; আমার চক্ষে কিভাবে ইহা স্বাভাবিকতাপূর্ণ তাহা বিবৃত করিতেছি।

পরিভাষা মত 'যজ্ঞ' অর্থে 'দেবার্থে বস্তুত্যাগ' বুঝায়। পূজাদিতে নৈবেদ্যাদি প্রসাদ থাকে, কিন্তু যজ্ঞের আহুতি ধ্বংস হইয়া যায়, তাহার কিছুই অবশেষ থাকে না। পূজা এবং যজ্ঞে ইহাই বড় পরিদৃশ্যমান প্রভেদ। অশরীরী দেবতারা কঠিন আহার্য গ্রহণ করেন না। সুতরাং তাহা তাঁহাদের আহারোপযোগী করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য খাদ্যকে ঘৃতমিশ্রিত করিয়া দগ্ধ করিলে তাহা সুগন্ধি বায়ুসহযোগে দেবতার কাছে যাইতে পারে। এইজন্য যজ্ঞের প্রণালীতে দেবার্চনের এই বিধান প্রচলিত হইয়াছে।

যজ্ঞের আর একটি দিক হইল, একের ধ্বংসে অন্যের উদ্ভব। আমরা আহুতি দিলাম কঠিন বস্তু, আগুনে তাহার রূপান্তর হইল বায়বীয় পদার্থে, তাহা উপভোগ করিয়া দেবগণ প্রীত হইলেন এবং যে উদ্দেশ্যে যজ্ঞ পরিকল্পিত, তাহা পূর্ণ করিয়া দিলেন। আবার এই যে বস্তু ত্যজ্য বা আহুতি, তাহার ফলের তারতম্য হয় ত্যাগের গুরুত্বের উপর। ত্যাজ্য বস্তু যতই গুরু, দেবতার নিকট তাহা ততই প্রিয়তর হইবে এবং যজ্ঞের ফল ততই গভীর ও সুদূরপ্রসারী হইবে।

এই সত্য দেবগণ হৃদয়ঙ্গম করিলেন : সাধ্য ও ঋষিগণও তাহাতেই একমত হইলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন—চারিদিকে যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, তাহার গতি-পরিণতি কি এবং তাঁহাদের নিত্য-কর্তব্য ও পরিণাম কি? ত্যাগের সাধনা দ্বারা ব্যক্তির উৎকর্ষ সম্পাদিত হইতে পারে, তাহাই করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু জগতের চিন্তানায়ক হিসাবে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কিভাবে স্থায়ী শুভ সম্পন্ন হয় সেই চিন্তা তাঁহাদের চিত্তকে ব্যথিত করিল। অবশেষে স্থির করিলেন জগতে শ্রেষ্ঠ যাহা, তাহাই তাঁহারা বলি দিবেন। যেন তাহার ছাই-ভস্ম হইতে এমন এক নূতন জগতের সৃষ্টি হয় যাহা নীতি-ধর্মের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ এবং প্রাকৃতিক নিয়মে কাহারও নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষ না হইয়াই চলিতে পারে। জীব স্বাভাবিকভাবে চলিয়া যেন দেবত্বে উন্নীত হইতে পারে।

তাঁহারা ভাবিলেন বিরাট-পুরুষ জগতের সেরা পদার্থ, সুতরাং তাহা ধ্বংস করা হউক। কিন্তু কে, কোথায়, কিভাবে তাহার ধ্বংস সাধন করিতে পারেন? অগ্নিই মাত্র তাহাকে ধ্বংস করিতে পারেন। সুতরাং বিরাট কুণ্ডে বিশাল

এক অগ্নি প্রতিষ্ঠা করিয়া ঘৃতাক্ত কলেবর পুরুষকে যদি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়, তবেই এই চূড়ান্ত পরীক্ষা হইতে পারে।

এই সূক্তে দেবসাধ্য-ঋষিদের চিন্তা, কার্য ও কর্মফল বর্ণিত হইয়াছে। এই দিক দিয়া—পুরুষ সূক্তের চারিটি অংশ। প্রথম অংশে ১-৫ ঋকে জগতের সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক কি তাহা বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশে ৬-৭ এবং ১৫ ঋকে কাহারা, কিভাবে যজ্ঞ করিলেন, তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। ইহার তৃতীয়াংশ ৮ হইতে ১৪ ঋক্ লইয়া; তাহাতে যজ্ঞ হইতে কি কি বস্তু লাভ হইল, তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং চতুর্থাংশে ১৬ ঋকে জীবের কর্তব্য-কর্ম ও পরিণাম বিবৃত হইয়াছে।

প্রথমাংশে আছে পুরুষই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, জগৎ তাঁহার মধ্যেই রহিয়াছে। এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা পুরুষের শরীরের ভিতরে রহিয়াও তাহার এক-চতুর্থাংশও পরিপূর্ণ করিতে পারে নাই। বাকী তিন-চতুর্থাংশ অদৃশ্য স্বর্গলোক ব্যাপিয়া আছে।

এমন যে পুরুষ তাঁহাকে আহুতি দান কী কঠিন ব্যাপার! তাহাতে কত ঘৃত, কত কাষ্ঠ, কত আহুতি দ্রব্যের প্রয়োজন,—তাহা চিন্তা করা যায় না। দেবগণ স্থির করিলেন প্রথমতঃ যজ্ঞের উপাদান উপকরণ সংগ্রহ করিবেন। ঋক্ মন্ত্রেই তাহার বর্ণনা রহিয়াছে।

যখন দেবতারা সঙ্কল্প স্থির করিলেন, তখন বসন্ত আগতপ্রায়, অথচ বসন্ত কালই ঘৃত সংগ্রহের প্রকৃষ্ট সময়; দেব-সাধ্য ঋষিগণ সমস্ত ঋতু ব্যাপী চেষ্টায় বহুতর কুণ্ড পূর্ণ করিয়া পুরুষমেধের জন্য ঘৃত সংগ্রহ করিলেন। দেখিতে দেখিতে গ্রীষ্মকাল সমুপস্থিত হইল। দারুণ গ্রীষ্মে শুষ্ক ও অর্দ্ধশুষ্ক বহু কাষ্ঠ সমস্ত ঋতু ব্যাপিয়া পর্বতাকারে স্তূপীকৃত করিলেন। ক্রমে শরৎ আসিল তাহার ফলমূল ও খাদ্য শস্যসম্ভার লইয়া। ঋত্বিকগণ পরম যত্নে ধান্য, যবাদি ও ফলমূল আহুতির জন্য সমস্ত ঋতু ব্যাপিয়া সংগ্রহ করিলেন, ফলে তাঁহাদের উপাদান সংগ্রহের একটি ব্যবস্থা হইল।

অদূরে মার্গশীর্ষ মাস আসিয়া পড়িতেছে, নব বর্ষের শুভাগমন ও যজ্ঞারম্ভের উপযুক্ত সময় লইয়া। সুতরাং তৎপূর্বে কুণ্ডের প্রয়োজন। কিন্তু সে কুণ্ডও ত যে-সে কুণ্ড নয়, বিরাট অগ্নিকুণ্ড চাই। সাধারণতঃ অগ্নিকুণ্ডগুলিতে তিনখানি

কাঠ বা সমিধ দিয়া কুণ্ডের পরিধি (সীমানা নির্দেশ) করা হয়, কিন্তু এই কুণ্ডে ত তাহা হয় না। এখানে তিন সাতে একুশ টুকরা সমিধ দিয়া এক বিশাল অগ্নিকুণ্ডের পরিধি করিলেন।

শুভদিনক্ষণে কুণ্ডে অগ্নি স্থাপিত হইল, দেব-সাধ্য-ঋষিগণ যজ্ঞারম্ভ করিলেন। বিরাট হবিসম্ভার দিয়া আহুতি আরম্ভ হইল। তাঁহাদের মনে আজ কত আনন্দ! তাঁহাদের বহু সাধনার, বহু পরিশ্রমে আরব্ধ পুরুষমেধ যজ্ঞের আজ আরম্ভ! সেই যজ্ঞে মন্ত্র-তন্ত্র বিশেষ কিছুই ছিল না, যে শব্দ উপযুক্ত মনে হয় তাহাই উচ্চারণ করিয়া আহুতি আরম্ভ হইল। দিনের পর দিন অগ্নি বিরাট আকার ধারণ করিতে লাগিলেন এবং যাজ্ঞিকগণ তাঁহার পরিতোষের জন্য কুণ্ডে হবিঃ সম্ভার, ঘৃত ও কাষ্ঠ ঢালিতে লাগিলেন। যেখানে যত পশু আছে ধরিয়া আনিয়া ঘৃতাক্ত করতঃ কুশে প্রোক্ষণ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই তাঁহাদের আহুতি দ্রব্য, সুতরাং দাহ্য বস্তুমাত্রকেই ঘৃতাক্ত করিয়া আহুতিদান চলিল।

কিন্তু সেই পুরুষ-বলি কোথায়? কে সেই বিরাট পশুকে বাঁধিয়া আনিবে? ইনি ত সর্বত্র, কোথায় কোন্ একস্থানে বাঁধিবার জন্য তাঁহাকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায়? এতক্ষণে তাঁহারা পুরুষমেধ যে কত কঠিন ব্যাপার তাহা উপলব্ধি করিলেন; সুতরাং আরব্ধ কার্য এখন কিভাবে সম্পন্ন হয় ইহাই তাঁহাদের প্রধান ভাবনার বিষয় হইল। তখন তাঁহারা ভাবিলেন জগতের সমস্তই যখন সেই বিরাট পুরুষ আর এই সকল লইয়াই বিরাট পুরুষের শরীর গঠিত, তখন সৃষ্ট দাহ্যবস্তুসমূহ আহুতি দিতে পারিলেই তো তাঁহাদের পুরুষমেধ যজ্ঞ ঠিক-ঠিক না হইলেও সর্বমেধ যজ্ঞ তো সম্পূর্ণ হইতে পারিবে!

তাই তাঁহারা নূতন নূতন আহুতি সংগ্রহের জন্য বহির্গত হইলেন। যত গ্রাম্য ও আরণ্য জীবজন্তু পাইলেন ধরিয়া আনিয়া ঘৃতাক্ত ও বর্হিদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া কুণ্ডে আহুতি দিতে লাগিলেন। সময় যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল যাজ্ঞিকগণও তেমন স্বীয় কৃতকার্যতায় উদ্দাম হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মনে অনন্ত আনন্দ, মুখে অস্পষ্ট গান; উন্মত্তের মত তাঁহারা নূতন নূতন বলির জন্য ঘোর তাণ্ডবে ধেই ধেই করিয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা আরম্ভ করিলেন। যেখানে যাহা পাইলেন সকলই আসিল এবং যজ্ঞে আহুতি প্রদত্ত হইল। রাশি রাশি ঘৃত ও

সমিধ ঢালিয়া অগ্নিকে বিশাল দাবানলের মত প্রজ্জ্বলিত করিলেন এবং উদ্দাম নৃত্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া সমগ্র দাহ্যবস্তুজাতকে আহুতি দিয়া অগ্নির সেই লেলিহান জিহ্বার পরিতোষ বিধান করিলেন।

এখন সব শেষ, আর কিছুই আহুতির জন্য অবশিষ্ট রহিল না। আজ পূর্ণাহুতির দিন সমাগত। যত হবিঃ, যত সমিধ ও যত ঘৃত আছে ক্রমে সকলই কুণ্ডে ঢালিলেন। তখন দেব-সাধ্যঋষিগণ সম্বিতহারা, কারণ এখন তাঁহাদের আত্মাহুতির পালা সমুপস্থিত এবং তাহা হইলেই সর্বমেধ যজ্ঞের পরিসমাপ্তি হইবে।

দেবসাধ্য-ঋষিগণ ঘৃতকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া ঘৃতাক্ত কলেবরে পূতজলে বর্হিদ্বারা নিজেদের প্রোক্ষণ করিলেন এবং একই সঙ্গে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় চলিলেন।

শেষ মুহূর্ত উপস্থিত! বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই আহুতি দিতে অবশিষ্ট নাই, কেবল এই যাজ্ঞিকগণ ছাড়া। ইঁহারা তখন হর্ষে উন্মত্ত, কারণ আজ তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত যজ্ঞের সফল সম্পাদনকাল উপস্থিত। ইঁহাদের শেষ হইলেই সৃষ্টির দাহ্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। যাজ্ঞিকদের আত্মাহুতির সঙ্গেই সব শেষ হইবে।

ঐ তাঁহারা ঘৃতাক্ত দেহে অগ্নিকুণ্ডের দিকে তীরবেগে চলিয়াছেন, আর বেশী বাকী নাই, এই বুঝি শেষ যবনিকা পতিত হয়! শেষ মুহূর্তের সন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত, যাজ্ঞিকগণ কুণ্ডতীরে পৌঁছিয়া অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিবার উপক্রম করিলেন।

সহসা একি! তাঁহাদের গান বন্ধ হইল, উত্তেজনা স্তব্ধ হইল এবং গতি ক্ষীণ হইল, তাঁহারা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কারণ, কোথায় তাঁহারা ঝাঁপ দিবেন! আহুতি দেওয়ার স্থলে ত আগুন নাই। দধি-ঘৃতের স্রোতঃ আসিয়া অগ্নি নির্বাপিত করিয়া দিয়াছে। এই দৃশ্যে দেব-সাধ্য-ঋষিগণ স্তম্ভিত হইলেন। ইতিপূর্বে কে যেন যজ্ঞস্থলে আসিয়া এমনি ভাবে পূর্ণাহুতি দিয়া গিয়াছেন!

যজ্ঞের নিয়ম হইল এই যে, যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়া অচ্ছিদ্রাদি করার পর অগ্নি কুণ্ডস্থলে ভূমিকে খুব তাপিত করায় পৃথিবীকে শীতল করার জন্য "পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব" এই মন্ত্রে ঘৃতাক্ত দধি ঢালিয়া অগ্নি নির্বাপিত করিতে হয়।

পরিশিষ্ট (ক)

কিন্তু কি অসম্ভব ঘটনা! কে আসিয়া পূর্ণাহুতি দিয়া, দধি-ঘৃত ঢালিয়া অগ্নি নির্বাপিত করিয়া গিয়াছে! এই জন্য ব্রতভঙ্গে তাঁহারা দমিয়া গেলেন, হৃদয় বিদীর্ণ হওয়ার উপক্রম! শোকে-দুঃখে দরদর ধারে চক্ষে জলধারা বহিল!

ইতস্ততঃ অনুসন্ধানে দেখিলেন, কুণ্ড হইতেই একদিকে দধি-ঘৃত বাহির হইয়া আসিতেছে, আর অপরদিকে গ্রাম্য ও আরণ্য যে সকল পশু তাঁহারা আহুতি দিয়াছেন উহারা নব-কলেবর লাভ করিয়া যজ্ঞ-কুণ্ড হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। এই সকল অসম্ভব সংগঠনে দেবতাদি একদিকে বিস্ময়ে অভিভূত অপরদিকে ব্রতভঙ্গজনিত মনোভঙ্গে সকলেই মর্মাহত।

সহসা দেবসাধ্য ঋষিগণ বিস্ময়পুলকে শুনিলেন, অগ্নিকুণ্ড হইতে ঋক্ মন্ত্র, সাম ও অন্যান্য ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র এবং যজুর্মন্ত্র সুললিত স্বরে অনর্গল ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। তখন তাঁহারা ভক্তি-বিনম্র হৃদয়ে পরমপুরুষের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ভক্তি-গদগদকণ্ঠে সাশ্রুলোচনে নিবেদন করিলেন—"ভগবন্, আমরা আজ সঙ্কল্পভ্রষ্ট, আমাদের কি উপায় হইবে?" সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ড হইতে উত্তর হইল —"শান্ত হও, তোমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে।" তাঁহারা দেখিলেন এক বিরাট পুরুষ সেই যজ্ঞকুণ্ডে শয়ান রহিয়াছেন এবং তাঁহার শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুহুর্মুহু স্পন্দিত হইতেছে।

মুহূর্তে সমস্ত অবস্থার পরিবর্তন হইয়া গেল। যজ্ঞকুণ্ডে সেই পরম পুরুষ শয়ান আর যজ্ঞ বেদীতে দেবগণ যুক্তকরে দণ্ডায়মান। যাজ্ঞিকগণ দেখিলেন সেই কুণ্ড হইতে অশ্ব, উভয় পংক্তি দন্তবিশিষ্ট পশু এবং গো-ছাগাদি দলে দলে বাহির হইয়া আসিতেছে। সেই পুরুষ-দেহের স্পন্দিত অংশ মুখ, বাহু, উরু ও পদদ্বয় হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ বাহির হইয়া আসিতে লাগিলেন।

যজ্ঞ-পূর্ব সৃষ্টিতে জগৎময় নিরবচ্ছিন্ন ভূমি, জল ও মহাশূন্য ছিল। কিন্তু এই নূতন জগতে পুরুষের মন হইতে চন্দ্রমা ও চক্ষু হইতে সূর্য উদ্ভূত হইয়া আকাশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন, দিবা-বিভাবরী উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

তাঁহার মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি বহির্গত হইলেন। তাঁহার প্রাণ হইতে বায়ুর উদ্ভব হইল। মহাশূন্য স্পন্দিত হইয়া উঠিল। এই প্রাণবন্ত বায়ু যেন একটা জীবন-স্রোতঃ জগৎময় প্রবাহিত করিলেন।

অন্তরীক্ষ পুরুষের নাভি হইল। শিরে স্থান পাইল স্বর্গ। পদতলে ভূমি ও কর্ণ হইতে দশ দিকের উদ্ভব হইল। এমনিভাবে লোক ও লোকপালগণ সৃষ্ট হইয়া স্ব-স্ব মহিমায় জগৎপালন কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। সৃষ্টিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে আরম্ভ হইল।

দেবতাগণ এই যে অভূতপূর্ব কর্ম সম্পাদন করিলেন তাহার ফলে তদবধি যজ্ঞই দেব-মানবের প্রধান ধর্ম হইল। সাধ্য ও দেবর্ষিগণ যজ্ঞ-কার্যের ফলে স্বর্গে স্থান পাইলেন এবং দেবত্বে উন্নীত হইলেন। পরবর্তীকালের মনুষ্যগণের জন্যও এই যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গমর্ত্যে একটি অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। যজ্ঞ সম্পাদনে সাধ্য মহাত্মাগণের দেবত্ব ও অমরত্ব প্রাপ্তির স্থায়ী ব্যবস্থা হইল।

যতদূর সম্ভব পুরুষসূক্তের ব্যবহৃত বাক্য ও শব্দগুলির সঙ্গে সমন্বয় করিয়াই এই বর্ণনা প্রস্তুত করিয়াছি। এই সকল বিষয়কে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের কিভাবে সঙ্গতিসাধন করা যায় তাহারই চেষ্টা করিয়াছি। নূতন কাল্পনিক বিষয় যোগ করিয়া মূল অংশের পরিবর্তন করার কোন আবশ্যকই হয় নাই। সুতরাং এই সূক্তের এই ব্যাখ্যাই যেন ঋষির অভিপ্রেত বলিয়া ধারণা হয়।

ইহাই জগৎ সৃষ্টির ও যজ্ঞধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস এবং ইহাই পুরুষ-সূক্তের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া আমাদের দৃষ্টিতে স্বাভাবিকভাবে প্রতিভাত হইতেছে।

ওঁ নারায়ণায় সমর্পণমস্তু। ওঁ হরিঃ ওঁ।

———

(খ) পরিশিষ্ট

কতকগুলি বৈদিক শব্দের বর্ণানুক্রমিক ব্যাখ্যা

অত্রি—সপ্তর্ষির অন্যতম। ইনি ভূমির পুত্র। আর একজন অত্রি পাওয়া যায়, তিনি সংখ্যার পুত্র। অত্রিবংশীয় ঋষিদের রচিত ঋক্‌মন্ত্র লইয়া ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডল প্রধানতঃ গঠিত।

শত্রুগণ একবার একটি ভীষণ উষ্ণগৃহে ৭ বার গরম কাপড়ে জড়াইয়া অবনত মুখে একটি পীড়ন-যন্ত্রে অত্রিকে বাঁধিয়া রাখিয়া দেয়। সেই বিষম বিপদে পড়িয়া অত্রি অশ্বিন্‌কে একান্ত মনে প্রার্থনা করিলে অশ্বিদ্বয় তাঁহার চারিদিকে কুয়াসা-জাল সৃজন করিয়া সেই দুর্বিসহ উত্তাপকে ম্লান করেন এবং পরে অত্রিকে উদ্ধার করেন। অত্রি ও তদ্বংশীয় কোন কোন ঋষি যুদ্ধবিদ্যায়ও দক্ষ ছিলেন।

অধ্বর—ধ্বর = হিংসা। সুতরাং যে কার্যে হিংসা নাই, তাহাই অধ্বর। অধ্বর বলিতে যজ্ঞই বুঝায়। কিন্তু বড় বড় যজ্ঞে ত বলিই প্রধান ছিল; সুতরাং ইহার নাম অধ্বর কেন? অল্পবিস্তর হিংসার কর্ম ছাড়া জীবন ধারণ সম্ভব নয়। আত্মরক্ষার্থে বা সদর্থে যে-হিংসা বাধ্যতামূলকভাবে করিতে হয় তাহা বৈধ হিংসা বলিয়া কথিত হয়। এই হিসাবে যজ্ঞের পশুবধ বৈধ। এই জন্যই যজ্ঞকে অধ্বর বলা হয়। অশ্বমেধাদি যজ্ঞ শত্রুনাশের জন্যই সাধারণভাবে সম্পাদিত হইত।

অধ্বর্যু—যজ্ঞ কার্যের নেতা। ইনি যজুর্মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞের সমস্ত প্রধান আহুতি দেন এবং যজ্ঞ সম্পাদনের সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

অর্বমণ—ইনি একজন যজ্ঞের দেবতা। সংসার ও দাম্পত্যজীবনে বৈদিকগণ বহুল পরিমাণে তাঁহার সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেন।

অশ্বিন্—যুদ্ধের দেবতা। ইঁহারা একই শরীরে যমজ। ইঁহারা রোগের চিকিৎসা, অস্ত্র চিকিৎসা ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। সুতরাং ইঁহারা লোকের যত উপকার করিয়াছেন তাহার যেন সীমা নাই। বহু ঋষিই

অশ্বিনের স্তোত্রে তাঁহারা কাহার কি-কি উপকার করিয়াছিলেন, তাহার দীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। সর্বজনীন বিপদেই ইন্দ্রই ত্রাণ কর্তা, কিন্তু ব্যক্তির দুঃখ-মোচনে অশ্বিনের সাহায্য অসাধারণ।

ইঁহারা পূর্বে দেবতা ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের শক্তি অসীম বলিয়া ইহারা দেবত্ব ও যজ্ঞভাগ চাহিলে ইন্দ্র প্রবল বাধা দান করেন। দেবতা হইতে হইলে অমর হওয়া দরকার এবং ইহার একটি উপায় মধুবিদ্যা লাভ ও তাহার সাধনায় সিদ্ধিলাভ। তখন মধুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন ঋষি দধীচি। কিন্তু ইন্দ্র এই ঋষিকে পূর্বেই সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, যেন অশ্বিন্‌কে তিনি এই বিদ্যা দান না করেন, এবং ইহাও বলিয়া দেন যে, যদি তিনি ইহার অন্যথা করেন তবে যে মুখে তিনি এই বিদ্যা দান করিবেন মস্তক সহিত তাঁহার সেই মুখ তৎক্ষণাৎ কর্তিত হইবে।

যন্ত্রী অশ্বিন্ একটি ঘোড়ার মুখ তৈয়ার করিয়া দধীচির মস্তকে বসান এবং সেই অশ্ব-মুখ দিয়াই ঋষি হইতে মধুবিদ্যা লাভ করেন। ইন্দ্রের কথা অন্যথা হইবার নহে; তৎক্ষণাৎ ঋষির অশ্বমুণ্ড কর্তিত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হয়। এই অশ্বমুণ্ড কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী শর্যণাবৎ হ্রদে লুকাইয়া রাখা হয় এবং পরে ইহার অস্থি দিয়া ইন্দ্রের বজ্র নির্মিত হয়।

অহি—বিশাল বপুবিশিষ্ট অজগর সর্পের মত অতিদীর্ঘ এক দানব। সে সপ্তসিন্ধুর পথে পড়িয়া থাকিত। তাহাতে জল উপরে যতই স্ফীত হউক কিছুতেই তাহা অহির শরীর ডিঙ্গাইয়া নামিতে পারিত না। সুতরাং দেশে বিরাট জলাভাব, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক দেখা দিত। ইন্দ্র তাহাকে বজ্রাঘাতে নিহত করিয়া জীবগণের স্থায়ী শত্রুর বিনাশ করেন।

আদিত্য—অদিতির সন্তান, কয়েকজন দেবতা। ইঁহাদের সংখ্যা দ্বাদশ। যথা—বিবস্বান্, অর্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, বিধাতা, ধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র ও উরুক্রম। যজ্ঞের প্রধান প্রধান সকল দেবতা এই আদিত্যপুঞ্জেই রহিয়াছেন। বেদে ৩৩ জন দেবতা পাওয়া যায়। তাঁহারা এই ১২ আদিত্য, ১১ রুদ্র ও ৮ বসু এবং প্রজাপতি ও পৃথিবী লইয়া গঠিত।

ইন্দ্র—দেবরাজ। যজ্ঞে যে সকল দেবতার অর্চনা হয়, তন্মধ্যে ইনিই শ্রেষ্ঠ। ইনি অত্যন্ত শক্তিশালী যোদ্ধা। মানবজাতির যে সকল শত্রু যত শক্তিমান

হউক না কেন ইন্দ্রের হস্তে তাহারা সকলেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃত্র, অহি, শুষ্ণ প্রভৃতি তাঁহার হস্তেই নিহত হয়।

ইন্দ্রই যজ্ঞ প্রবর্তন করেন ও যজ্ঞের ছন্দোময় ভাষার সৃষ্টি করেন। ঋগ্বেদে যত মন্ত্র আছে তন্মধ্যে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যেই সর্বাধিক রচিত।

ইঁহার পত্নী শচী, মাতলী ইঁহার সারথি এবং বজ্র ইঁহার অস্ত্র। সহস্রাক্ষ, পুরন্দর প্রভৃতি ইঁহার অন্যান্য নাম। এই সকল পৌরাণিক নাম ইন্দ্রেরই ছিল। বৈদিকগণ তাহা হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন মনে হয়; কেননা এই সকল প্রত্যেকটি ঘটনার কাহিনীই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। বেদে মাত্র নামগুলির উল্লেখ আছে।

উদ্গাতা—যে সকল পুরোহিত যজ্ঞে সামগান করেন এবং তৎসংশ্লিষ্ট আহুতি দান করেন তাঁহারা উদ্গাতা। ঋগ্বেদের প্রধান চারিজন পুরোহিত—অধ্বর্যু, হোতা, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা। দেবতারা যজ্ঞে আসিয়া সুস্বাদু হবিঃ ও সোমাহুতি গ্রহণ করিয়া যখন আনন্দে মশগুল, তখন এই সকল উদ্গাতা সুললিত স্বরে স্তব গান করিয়া যজমানের ঈপ্সীত সমস্ত প্রার্থনা পূর্ণ করার জন্য দেবতাদের উন্মুখ করিতেন।

ঋষি—বৈদিকদিগের ধারণা, বেদমন্ত্র আপ্ত। ইহার কর্তা নাই। যাঁহারা মানসপটে মন্ত্র দর্শন করিয়া সর্ব প্রথম তাহা প্রচার করেন, তাঁহারাই ঋষি। ছন্দবদ্ধ যে সকল মন্ত্র আছে, যজ্ঞে ব্যবহারকালে তাহার ঋষি, ছন্দ ও দেবতার নাম উল্লেখ করিতে হইবে, তাহা না করিলে যজ্ঞ নিষ্ফল হইবে। যজ্ঞ কর্তার বিষম বিপদ হইবে,—ইহাই বেদ-ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের উপদেশ। সুতরাং নিষ্ঠার সহিত উপযুক্ত ঋষির নাম জানা প্রত্যেক যাজ্ঞিকের কর্তব্য। উপযুক্ত ভাবে ঋষির নাম পাইতে যাহাতে অসুবিধা না হয় তজ্জন্য ভগবান কাত্যায়ন, শৌনক প্রভৃতি নির্ভুলভাবে প্রতি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ ও দেবতা নির্ণয় করিয়া প্রতি বেদের অনুক্রমণীতে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনুক্রমণী মতেই যাবতীয় যজ্ঞাদি সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে ও সুফল প্রসব করিয়াছে। সমস্ত গদ্য মন্ত্র প্রজাপতি বা পরমেষ্ঠি ঋষির নামে যজ্ঞে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কবিকে না জানিয়া কবিতা বুঝা হয় না, সমালোচকগণও তাহাই বলিয়া

থাকেন। বেদ মন্ত্রের বেলাও তাহাই খাটে। এই ঋষিদিগের ইতিহাসেই ভারতের প্রাচীন ইতিহাস নিহিত। সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন, ভারতীয় কৃষ্টি আর্ষ-সভ্যতাসম্ভূত (ঋষি হইতে উদ্ভূত); সুতরাং ঋষি ছাড়া ভারত ইতিহাস হয় না। স্ত্রী পুরুষ উচ্চ নীচ নির্বিশেষে বহু ঋষি ছিলেন। রাজা দিবোদাস, বৈশ্য উলঙ্গব, সূত্রকার্য, স্ত্রী সোমা প্রভৃতি ঋষি। পুরাণে মুনিদের কথা আছে, তাহারা প্রায়ই তপস্বী ও আশ্রমবাসী, কিন্তু ঋগ্বেদের ঋষি প্রায় সর্বত্রই গৃহী, তাঁহারা সমাজেই থাকিতেন।

ক—প্রজাপতি ব্রহ্মা অর্থে সমস্ত বৈদিক সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে, ঋগ্বেদের ১।২৪।১ মন্ত্রে ও ১০।১২১ সূক্তে ইহার প্রয়োগ রহিয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে বলে, 'অনিরুক্তো বৈ প্রজাপতিঃ' অর্থাৎ প্রজাপতি ঠিক্ কি, বলা যাইতে পারে না। প্রজাপতি জগৎ সৃষ্টির প্রাক্কালে পরব্রহ্মের একটি প্রকাশ মাত্র। ইহার অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু তিনি অনুভূতির বাহিরে। তাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—"তাঁহার হাত পা ছিল না, তবু ধরিতে ও চলিতে পারেন, চক্ষুহীন তবু সবই দেখেন, কর্ণ নাই তবু সব শুনেন, তিনি জগতের সমস্ত জ্ঞাতব্য জানেন ও জানান, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে কেহ কিছু জানে না।" সৃষ্টির প্রাক্কালে প্রজাপতির এ হেন কল্পনা! তিনি নাম-রূপের বাহিরে বলিয়াই 'ক' (কি ও কে) শব্দই তাঁহার উপযুক্ত বাচক।

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেয়ম=কাহাকে আহুতি দান করিবে? ১০।১২১ সূক্তের এই অর্থ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা গোলমাল সৃষ্টি করিয়াছেন; কস্মৈ=**কাহাকে** নয়, ইহার অর্থ **প্রজাপতিকে**। কারণ এই ১০।১২১ সূক্তের শেষ মন্ত্রে ঋষি বলিয়াছেন, "শুধু প্রজাপতিকে আহুতি দিলেই আমরা পূর্ণকাম ও ধনাধ্যক্ষ হইব"। আবার আহুতিকালে যে সব মন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহাদের প্রায় সকলের ঋষিই প্রজাপতি। নিসৃক্ষু পরব্রহ্মের প্রথম অবস্থা, তার পরের অবস্থা **হিরণ্যগর্ভ**। কারণ হিরণ্যগর্ভকে **প্রজাপত্য** বা প্রজাপতি-সম্ভূত বলা হইয়াছে, আর সর্বশেষ অবস্থা **বিরাট পুরুষ**—পুরুষোত্তম, তাঁহার মধ্যেই জগৎ রহিয়াছে।

কলি—বৃদ্ধ অবস্থায় কলি অশ্বিনের কাছে যৌবন প্রার্থনা করিয়া স্তব করেন। অশ্বিন সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যৌবন ফিরাইয়া দেন।

কুমার—কুমার শিব পুত্র কার্ত্তিকেয় (ঋক্ ১০।১৩৫)

কুমার একজন ঋষি, (১০।১৩৫) ইনি স্ব-শরীরে যমালয়ে গমন করেন, পরে যম তাঁহাকে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রেরণ করেন। ইঁহার সঙ্গে বোধ হয় কঠোপনিষদে বর্ণিত যম-নচিকেতার গল্পের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

গার্হপত্যাগ্নি—প্রতি পরিবারে কর্তা ও গৃহিণী অতি প্রত্যূষে স্নান করিয়া গৃহের চুল্লিতে অরণি কাষ্ঠ ঘর্ষণে উদ্ভূত এক নূতন অগ্নি স্থাপন করিতেন। এই অগ্নি পরবর্তী প্রত্যূষ পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত রাখা হইত; সকল প্রকার খাদ্য সেখানে নির্মিত ও দেবোদ্দেশে নিবেদিত হইত। সমস্ত শুভ-কার্য এই অগ্নির সাক্ষাতে ও আশীর্বাদ লইয়া সম্পাদিত হইত এবং স্নানান্তে সকলে সেখানে প্রত্যহ প্রার্থনা করিত। সমস্ত ছোট-বড় যজ্ঞে প্রথমেই সস্ত্রীক যজমান কর্তৃক গার্হপত্যাগ্নি স্থাপিত হওয়ার বিধান ছিল।

ঘোষা—কক্ষীবানের কন্যা; কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত অবস্থায় পরিণত বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকেন, পরে অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিয়া তাঁহাদের অনুগ্রহে নীরোগ হন ও মনোমত পতি লাভ করেন।

চ্যবন—শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, চ্যবন ঋষি জরাগ্রস্ত হইলে পুত্রগণ তাঁহাকে ত্যাগ করে এবং তিনি ক্রমে বল্মীকের দ্বারা আবৃত হইয়া যান। ঐ পথ দিয়া যাওয়ার কালে এক রাজকন্যা উইঁটিবির মধ্যে দুইটি চোখ দেখিতে পাইলেন। তিনি এই ঢিবি নাড়া দিলে ঋষি তাঁহাকে শাপ দিতে উদ্যত হন। কন্যা তখন ভয়ে তাঁহাকে বিবাহ করিতে স্বীকৃতা হন, তাহাতে ঋষির ক্রোধ উপশম হয়। তখন রাজকন্যা অশ্বিদ্বয়ের স্তব করিলেন, তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা ঋষিকে জরামুক্ত করিয়া দিলেন।

মহাভারতের এই গল্পটি একটু ভিন্ন :—চ্যবন জলে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। জেলেরা তাঁহাকে জাল দ্বারা উঠাইয়া নহুষ রাজার নিকট লইয়া আসে। শর্যাত রাজকুমারী সুকন্যা ইঁহার পত্নী। চ্যবন ঋষির সঙ্গে পৌরাণিক বহু আখ্যায়িকা জড়িত আছে। মহাভারতে চ্যবন-কুশিক সংবাদ ইহাদের অন্যতম।

দিকপাল—ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নির্ঋতি, বরুণ, মরুৎ, কুবের, ঈশ, ব্রহ্মা, অনন্ত—দশদিকের অধিপতি। ইঁহারা বিরাট পুরুষের শরীর হইতে উদ্ভূত।

দেবতা—দেবতা বলিতে দুর্গা, শিব, বিষ্ণু, ষষ্ঠী, কার্ত্তিক ইত্যাদি বুঝি।

কিন্তু বৈদিক দেবতা একটু স্বতন্ত্র। সেখানেও ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সর্বপূজ্য পরম দেবতা বটেন। কিন্তু প্রধান যজ্ঞ-দেবতা ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ। ইহারা সকলেই আকৃতিতে ঠিক মানুষের মত, কিন্তু অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী। জল স্থল অন্তরীক্ষ—সর্বত্রই ইহারা বিচরণ করিতে পারেন; ইহাদের প্রত্যেকেই বিশিষ্ট বাহন ও অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চলিতেন।

এতদ্ব্যতীত আর একটি বিশেষ অর্থে ঋগ্বেদে দেবতা শব্দের ব্যবহার হইত; অনুক্রমণী মতে, মন্ত্রে যাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তিনিই ঐ মন্ত্রের দেবতা। এই অর্থে মানুষ, ওষধি, গুণবাচক শব্দ যেমন শ্রদ্ধা, জ্ঞান, দান; অক্ষ, মৃত্যু, লাঙ্গল, জল প্রভৃতি পার্থিব পদার্থও বিভিন্ন মন্ত্রের দেবতা। কে কোন মন্ত্রের দেবতা অনুক্রমণীতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। কারণ ঠিক ঠিক ঋষি, দেবতা ও ছন্দের নাম মন্ত্র ব্যবহারের সঙ্গে বলার বাধ্যতামূলক বিধান বেদে ও ব্রাহ্মণাদিতে রহিয়াছে। ঠিক ঠিক ভাবে ইহাদের নাম মন্ত্রের সঙ্গে উচ্চারিত না হইলে যজ্ঞ নিষ্ফল হইবে ও যজমানের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। সাধারণতঃ দেবতার সংখ্যা ৩৩ কিন্তু এই হিসাবে ধরিলে তাহা ৩৩ কোটি কেন আরও বেশী হইবে।

ঋক্ মন্ত্রে (৩।৯।৯) আছে, দেবতার সংখ্যা ৩৩+৩০৩+৩০০৩=৩৩৩৯। কিন্তু অন্যত্র বহু ঋষি ৩৩ দেবতার কথাই বলিয়াছেন। কেহ জল স্থল ও অন্তরীক্ষের ১১ করিয়া ৩৩ দেবতার কথা বলিয়াছেন। কেহ বা অন্য প্রকারে। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, ৮ বসু+১১ রুদ্র+১২ আদিত্য+প্রজাপতি+পৃথিবী—এই ৩৩ দেবতা। উপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য দেখাইয়াছেন, এই সকল ৩৩ দেবতা ৩, ২, ১½ ও ১ দেবেরই রূপক কল্পনা মাত্র। মূলতঃ জগতের আদি দেব এক ও অদ্বিতীয়।

পুরুষ—পুরুষ নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন পরম ব্রহ্ম। ইনি অতি বিরাট বলিয়া সর্বত্র ব্যাখ্যাত। ঋষি কল্পনার চক্ষে এক বিশাল পুরুষের মধ্যেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিরীক্ষণ করিতেন।

পুরোডাশ—যবাদি বস্তু দ্বারা নির্মিত পিষ্টক ঘৃতাক্ত করিয়া যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হইত, ইহাদের নাম পুরোডাশ।

পূষা—যজ্ঞদেব পূষা সর্বপ্রকার পোষণের মালিক ছিলেন। কৃষি ও বিবাহাদি

সমস্ত মাঙ্গলিক কার্যে পূষার আহ্বান হইত। পূষার বাহন ছিল ছাগ। পূষা সূক্ত ১০।২৬, ৭।৫৩-৫৮ প্রভৃতি। পূষার আর এক নাম পুরংধি।

প্রজাপতি—ক-শব্দ দ্রষ্টব্য।

বধ্রিমতী—রাজকন্যা বধ্রিমতীর স্বামী ছিলেন নপুংসক। অশ্বিদ্বয়ের কৃপায় তাঁহার হিরণ্যহস্ত নামে একটি পুত্র জন্মে।

বন্ধন—অসুরগণ বন্ধন ঋষিকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করিলে তিনি অশ্বিদ্বয়ের স্তব করেন। তাঁহারা প্রীত হইয়া তাঁহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করেন।

বল—'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' বল অসুরের গল্প রহিয়াছে। বল নামক এক অসুর ঋষিদের গরু চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখে। তখন ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের বালখিল্য অংশের মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞ করা হইল। এই মন্ত্রগুলি বজ্রের ন্যায় বলের ধ্বংস সাধন করে এবং ঋষিগণ তাহার বাড়ী হইতে স্ব-স্ব গবাদি পশুদিগকে উদ্ধার করেন।

বসু—এক শ্রেণীর দেবতা। সংখ্যায় ৮ জন বলিয়া ইঁহারা অষ্টবসু নামে খ্যাত। তাঁহাদের নাম—ধব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভব।

বিমদ—রাজা পুরুমিত্র কন্যা শুন্ধ্যুবের বিবাহের জন্য এক স্বয়ংবর সভার আহ্বান করেন। কিন্তু রাজকন্যা উপস্থিত বহু রাজপুত্রকে ছাড়িয়া বিমদ ঋষির গলায় মাল্য অর্পণ করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাগণ বলপূর্বক রাজকন্যাকে লইয়া যান। পরে ঋষি অশ্বিনের উপাসনা করিলে তাঁহারা শুন্ধ্যুবকে উদ্ধার করিয়া দেন।

বিশ্‌পলা—খেল রাজার স্ত্রীর একটি পা যুদ্ধে নষ্ট হইলে তাঁহার পুরোহিত অগস্ত্য ঋষি রাণীর চলচ্ছক্তি ফিরিয়া পাওয়ার জন্য অশ্বিদ্বয়ের কাছে প্রার্থনা করেন। অশ্বিদ্বয় অবিলম্বে তাঁহাকে লৌহ জঙ্ঘা পরাইয়া তাঁহার চলচ্ছক্তি দান করেন।

বিষ্ণু—পুরাণে আছে, বামণ বলির নিকট তাঁহার তিনটি পা রাখিবার জন্য ত্রিপাদ ভূমি চান। তখন বিষ্ণু ত্রি-পদের দ্বারা সমস্ত স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল আবৃত করেন। এই জন্য ইনি ত্রিবিক্রম। ঋগ্বেদে বিষ্ণুর ত্রিপাদের বর্ণনা বহু মন্ত্রে রহিয়াছে। বিষ্ণুর বর্ণনা যেখানে আছে সেখানেই এই ত্রিপাদের কথা রহিয়াছে।

বৃত্র—বৃত্রাসুরের কাহিনী পুরাণে বিস্তৃতভাবে রহিয়াছে। কাহিনীটি এই—ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্মাণ করিয়া বৃত্রকে বধ করেন। এই কাহিনীর বহু অংশ বহু ঋক্ মন্ত্রে বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়াছে। কাহিনীটি বহু ঋষিরই জানা ছিল দেখা যায়। সুতরাং মূল কাহিনী প্রথমতঃ পুরাণেই (বা তৎপূর্ববর্তী গাথা সাহিত্যে) ছিল ইহা নিশ্চিত। বৃত্র, ত্রিসিরা, বিশ্বরূপ প্রভৃতি ত্বষ্টার পুত্র। ত্বষ্টা দেবতাগণের পুরোহিত হইলেও অসুরগণের মঙ্গল চিন্তা করিতেন। তাঁহার পুত্রগণও এইরূপ করিত বলিয়া ইন্দ্র তাহাদিগকে বধ করেন।

ব্রহ্মণ্—এই ব্রহ্মণ শব্দ নানা অর্থে ঋগ্বেদে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা ক্লীবলিঙ্গে ব্রহ্মণ, পরব্রহ্মবাচক। পুংলিঙ্গে ত্রিমূর্তির প্রধান দেবতা ব্রহ্মারূপে ইঁহার প্রয়োগ অনেক স্থলে দেখা যায়। যেমন, ব্রহ্মাদেবানাং পদবী কবীণাম্ (ঋক্ ৯।৯৬।৬) দেবের মধ্যে ব্রহ্মা শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মা যজ্ঞের চারিটি পুরোহিত শ্রেণীর অন্যতম। চারিটি শ্রেণী যথা—হোতা, অধ্বর্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা। ইঁহারা যথাক্রমে ঋগ্বেদীয়, সামবেদীয় ও অথর্ববেদীয় পুরোহিত। পূর্বে বৈদিক কার্য আজীবন দক্ষতার সহিত পরিচালন করিয়া যাঁহারা চতুর্বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সমস্ত কার্যের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিতেন, তাঁহাদেরই ব্রহ্মার পদে নিযুক্ত করা হইত। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অযাস্য প্রভৃতি ঋষিরাই প্রধানতঃ বড় বড় যজ্ঞের ব্রহ্মা হইতেন।

ঋক্ মন্ত্র ও বৈদিক মন্ত্রকেও ব্রহ্মা বলা হইত। যেমন, বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনম্ (ঋগ্বেদ ৩।৫৩।১২)।

ভগ—ইনি অদিতি-পুত্র। একজন যজ্ঞ-দেবতা—বশিষ্ঠের ৭।৪১।২-৫ মন্ত্র ভগের উদ্দেশে রচিত।

মাতরিশ্বা—অগ্নির তিনটি অবস্থা, একটি গর্ভস্থ অবস্থা। এই অবস্থায় ইহাকে তনুনপাৎ নামে আহ্বান করা হইত। প্রত্যক্ষ হইলে নারাশংস নামে এবং অন্তরীক্ষে তেজ বিকীরণ করার সময় তিনি মাতরিশ্বা নামে পরিচিত। বিশ্বামিত্রের ৩।২৯।১১ মন্ত্রে এই বর্ণনা রহিয়াছে।

মুঞ্জবান—হিমালয়ের এক শৃঙ্গের নাম। সর্বোৎকৃষ্ট সোমলতা এখানেই উৎপন্ন হইত এবং ইহা দ্বারা বিশিষ্ট যজ্ঞমাত্রই সম্পন্ন হইত।

যম—একজন যজ্ঞদেবতা। ইনি ইন্দ্রাদি দশদিকপালের অন্যতম। ইনি

পাতালের ও মৃত্যুর অধিপতি। যমের দুইটি রক্তচক্ষু কুকুর ছিল; তাহারা সদাত্মাকে স্বর্গের পথে নিত এবং পাপাত্মাকে নরকে লইয়া যাইত। যম রাজাই মৃত ব্যক্তির যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিয়া দেন।

বেদে ইঁহার যমী নামে একজন যমজ ভগিনী ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যম-যমী সূক্ত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দশম সূক্ত।

রুদ্র—মহাদেবের দুইটি রূপের কথা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ও রুদ্রাধ্যায়াদিতে রহিয়াছে। একটি ঘোর ও একটি অপাপকালিনী। ঋগ্বেদে রুদ্রের বাহ্যতঃ প্রথম অবস্থাই প্রধানভাবে লক্ষিত হয়। কিন্তু তাঁহার শান্ত শিবরূপের বর্ণনাও বিশেষভাবে রহিয়াছে। তবে পুরাণাদি ও অন্য বেদে ইহার দ্বিতীয় অবস্থা অর্থাৎ শিব নামই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। বেদাদি সর্বত্র একাদশ রুদ্রের কথা ও নাম নাই। অজ, একপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপী, শম্ভু, হরণ ও ঈশ্বর—এই একাদশ রুদ্র।

পুরাণে আছে দক্ষ-যজ্ঞ-নাশের প্রাক্কালে শিবের তৃতীয় নয়ন হইতে যে ক্রোধ-বহ্নি প্রকাশিত হয়, তাহাই রুদ্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করে। রুদ্রের জন্ম সম্বন্ধে পুরাণে নানা গল্পই রহিয়াছে।

রেভ—অসুরগণ রেভ ঋষিকে (কশ্যপ ঋষির পুত্র) রজ্জুদ্বারা বাঁধিয়া একদিন সন্ধ্যায় কূপের জলে ফেলিয়া দেয়। দশ রাত্রি ও নয় দিন জলে থাকিয়া অশ্বিদ্বয়ের প্রার্থনা করেন এবং তাঁহারা আসিয়া ঋষিকে উদ্ধার করেন।

শুনাসীরা—কৃষিকর্মের দেবতা। কার্যতঃ ইঁহারা বায়ু ও সূর্যেরই এক একটি পৃথক রূপ।

শুষ্ণ—এক দানব। সে আকাশে মেঘ জমিতে দিত না। এইজন্য পৃথিবীতে ভীষণ জলাভাব হইত। ইন্দ্র বজ্র দিয়া তাহাকে বধ করেন ও মেঘ সৃষ্টির অন্তরায় দূর করেন।

সবণ—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে সোম দিয়া পুরোহিত ও যজমান সকলে দেবতাদিগকে আহুতি দিতেন। সোম কম হইলে ভাজা যব-চূর্ণ মিশাইয়া ভোগ দিতেন এবং প্রত্যেকেই সোম ও ভোগের প্রসাদ গ্রহণ করিতেন।

সপ্তবধ্রি—সপ্তবধ্রি ঋষির ভ্রাতৃব্যগণ তাঁহার সন্তান না হওয়ার জন্য তাঁহাকে রাত্রে একটি পেটিকায় বন্ধ করিয়া রাখিত এবং ভোরে খুলিয়া দিত। গভীর

মনোবেদনায় ঋষি অশ্বিদ্বয়ের স্তব করেন। তাহাতে তাঁহারা তুষ্ট হইয়া পেটিকার মধ্যে এমন ব্যবস্থা করিলেন যে ঋষি অন্যের অলক্ষিতে তাহা হইতে বাহির হইতে ও পুনঃপ্রবেশ করিতে পারিতেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার পত্নী গর্ভবতী হইলে ভ্রাতৃ-পুত্রগণ তাঁহার গর্ভ নষ্ট করিতে প্রয়াস পায়। তখন ঋষি ৫।৮।৬-৯ মন্ত্রে প্রার্থনা করিয়া তাঁহার স্ত্রীর গর্ভ রক্ষা করেন এবং অশ্বিদ্বয় সুসময়ে তাঁহার পুত্র-সন্তান প্রসব করান।

সরস্বতী—একটি অধুনালুপ্ত নদী। ইহার পবিত্র তীরে ঋষিরা বাস করিতেন। সরস্বতীর জল ছিল খুব সুপেয়। সমস্ত বৎসর ব্যাপী সেই জল পাওয়া যাইত। এজন্য বর্তমানে গঙ্গার যে স্থান ঋষিদের কাছে সরস্বতী তাহাই অধিকার করিয়াছিল। সরস্বতীর বহু পরে গঙ্গার কূলে ঋষিদের বসতি স্থাপিত হয়।

বর্তমানে বাগ্দেবী সর্বশুক্লা সরস্বতীর পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু বৈদিক সরস্বতী বিশেষভাবে ধনদাত্রী; বৈদিকদের ধারণা সরস্বতী নদীর জলে ধৌত ও পুষ্ট কৃষিক্ষেত্র যব-গোধূমাদি এত প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিত যে সেই শস্য দ্বারা যজ্ঞ করায় ও পরম তৃপ্তির সহিত খাদ্য গ্রহণ করায় মানুষের ধী-শক্তি বাড়িত। এই ধী-শক্তির ফলেই মানুষের মনীষা, হৃদয় ও মনের উৎকর্ষ লাভ হইত।

সরস্বতীর জল পর্বত হইতে আসিত। কিন্তু পর্বত মেঘের জলে সিক্ত হইয়া ধরাকে বিধৌত করিত এবং সেই জল নদী দিয়া নিম্নে প্রবাহিত হইত। এই মেঘের জলের মূল হইল বজ্রনির্ঘোষ। মেঘগর্জনের পরেই বর্ষণ হয়। সুতরাং সরস্বতীর সঙ্গে মেঘমন্ত্রের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। মেঘমন্ত্রই শব্দ প্রকাশের চূড়ান্ত অবস্থা। এই শব্দেই ভাষা রাগ-রাগিণী বিরাজিত। এইভাবে সরস্বতী পরে শব্দাত্মীকা বাগ্দেবী হইয়াছেন।

সরস্বতী নদী ও দৃষদ্বতী নদী পরে থর মরুভূমিতে শুকাইয়া গিয়াছে।

সোমাভিষব—সোম ছেঁচিয়া রস বাহির করার নাম **সোমাভিষব**।

পবমান সোম—সোমরস ছেঁচিয়া ধুইয়া মেষ লোমের ছাঁকনি দিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। এমনি ভাবে ছাঁকা ও পরিশুদ্ধ সোমরসের নাম **পবমান সোম**।

সবন—সোমাভিষব, সোমাহুতি ও তাহার আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠান—এক যোগে এই সমস্ত কর্মের নাম **সবন**। প্রাতে একবার, মধ্যাহ্নে একবার ও

সন্ধ্যায় একবার সোম পিষিয়া পবমান সোম বাহির করিয়া তদ্বারা ও তৎসঙ্গে ঘৃতে ভাজা যব, ঘৃতে ভাজা যবের ছাতু, ঘৃতে ভাজা চাউল প্রভৃতি দিয়া সকল পুরোহিত ও যজমান অগ্নিতে আহুতি দেন আর মন্ত্র পাঠ করেন এবং সর্বশেষে প্রসাদ গ্রহণ করেন। প্রত্যহ তিনবার এই ভাবে দেবতাদের ভোগ দেওয়ার বিধান।

সাধ্য—সৃষ্টিসাধনযোগ্য প্রজাপতি প্রভৃতি। যে সব পুরাতন সাধক ব্রহ্মের বিরাটরূপের উপাসনা করিয়া স্বর্গে দেবত্বলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও সাধ্য দেবতা।

হরিৎ—সূর্যের অশ্বের নাম হরিৎ।

হবিঃ—যে সব বস্তুজাত দিয়া আহুতি দেওয়া হয় ও সবন প্রস্তুত হয় উহারাই হবিঃ।

হিরণ্যগর্ভ—প্রজাপতি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার জন্য প্রথমতঃ সৃজন করার উপযোগী নিজের যে বিবর্তন সংসাধন করিয়াছিলেন, সেই অবস্থাই তাঁহার হিরণ্যগর্ভের অবস্থা। [ক-শব্দ দ্রষ্টব্য।]

হোতা—যাঁহারা সুললিত স্বরে ঋক্ মন্ত্র উচ্চঃস্বরে আবৃত্তি করিয়া যজ্ঞের প্রথম অবস্থায় দেবগণকে আহ্বান করিতেন ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি আহুতি প্রদান করিতেন তাঁহারাই হোতা বা পুরোহিত নামে পরিচিত।

———

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ ॥

বাঙ্গলা ভাষায় বেদের সহজপাঠ্য অনুবাদ মোটেই সুলভ নয়। বৈদিক ভাষা বুঝেন এবং বৈদিক শ্লোকের মর্মার্থ সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া মাতৃভাষায় সহজ ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন, এমন লোকের সংখ্যাও বর্তমান সমাজে খুব বেশী নহে। লেখক ঋগ্বেদীয় স্তবমালার সহজ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী পাঠকদের একটি স্থায়ী কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। ভূমিকায় বৈদিক সাহিত্যের মূলধারা সংক্ষেপে সরল ভাষায় বিবৃত করা হইয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রই ইহা পাঠে উপকৃত হইবেন।